বঙ্গের শেষ হিন্দু স্বাধীন মহারাজা

প্রতাপাদিত্যের

জীবন-চরিত।

আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত

[illegible] নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ-কায়স্থ।
[illegible] মানে পাতশায়, [illegible] কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
ব[illegible] ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
[illegible] হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।

ভারত চন্দ্র,

কলিকাতা।

কর্‌নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নং ২০ সংস্কৃত-প্রেস ডিপজীটরী
হইতে প্রকাশিত।

 [মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৩১৭ সাল।

কলিকাতা।

বরাহনগর, পালপাড়া, হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার পত্র।

স্বদেশ-হিতৈষী, কায়স্থ কুল-তিলক,

বঙ্গীয় সাহিত্য বন্ধু টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

M. A. B. L.

মহোদয়ের কর-কমলে বঙ্গের শেষ বীর

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত

সাদরে অর্পণ করা হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌরব স্থল; আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার দোষের কএকটী কথা ব্যতীত আর কিছুই জানি না, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি কি হইতে পারে? প্রতাপাদিত্য এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি একাকী লোক-বল প্রস্তুত করতঃ মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন; ইহা সাধারণ কথা নহে। এরূপ অসাধারণ বাঙ্গালীর জীবনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা প্রতাপাদিত্যের লীলাভূমি দেখিতে এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গত পৌষ মাসে সুন্দর বন প্রদেশে গমন করি। সুন্দর বন প্রদেশে গমন ও অবস্থান কালে মহারাজ বসন্তরায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা অন্নদাতনয় রায়, শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ বিশেষতঃ ৺ যশোহরেশ্বরীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহৃদয়তা আমি কখন বিস্মৃত হইব না।

প্রতাপাদিত্যের গুরু ও পুরোহিত মহাশয়ের বংশধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট আমি পরমোপকৃত বিশেষতঃ আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট ঘটককারিকা প্রাপ্ত হওয়াতে আমি চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, উক্ত কারিকা, কায়স্থ কারিকা নামক গ্রন্থের অন্তর্গত। আমরা ইহা যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি সেই ভাবেই তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে মহাত্মা আমাকে উত্তর পাড়া এবং এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি পুস্তকালয় হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকল আনয়ন করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

গুহবংশ অবতংস শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী M.A.B.L মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বহন করিয়া আমাকে উৎসাহিত এবং চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহার সংশোধন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিশ্বকোষ, সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তির নিকট আমি অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম তজ্জন্য যেন তাঁহারা বিবেচনা না করেন আমি তাঁহাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হই নাই।

দক্ষিনেশ্বর, ২০শে আশ্বিন, ১৩০৩ সাল। শ্রীসত্যচরণ শর্ম্মা।

এই পুস্তক প্রণয়নকালে নিম্ন লিখিত হস্তলিপি ও গ্রন্থের যথেষ্ট সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে।—শ্রীযুক্ত রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রতাপাদিত্যের জীবনী (হস্তলিপি) শ্রীযুক্ত রামরাম বসু বিরচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত। "হরাশচন্দ্র তর্কলঙ্কার প্রণীত প্রতাপাদিত্য চরিত। "ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। দিগ্বিজয় প্রকাশ, ভবিষ্যপুরাণ, বর্লিনের মুদ্রিত ক্ষীতীশ বংশ। বান্ধব বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্র।

Calcutta Reveiw Journals of the Asiatic Societ of Bengal, গোল্‌ডউইন, ব্লকম্যান এবং গেরেট সাহেবের Ain-i-Akbari, হন্টর সাহেবের গ্রন্থসমূহ। ওয়েষ্ট লাণ্ড সাহেবের যশোর, বিভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জ। Early Travels in India ইত্যাদি বহু সংখ্যক গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে।

বঙ্গের শেষ হিন্দু স্বাধীন মহারাজ

প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গের স্বাধীনতাসূর্য্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইবার উপক্রম, পাঠান-নরপতিগণের উচ্ছেদ এবং মোগলদিগের উদয়কালে বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ প্রবলপরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। এই দ্বাদশ নরপতির রাজ্য বিভাগানুসারে পুরাকালে কখন কখন সমগ্র বঙ্গদেশ "বার ভাটি * বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হইত †।

এই রাজন্যবর্গের অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে আপন আপন রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহারা, অনেক সময় প্রবল ভূপতিকে নামমাত্র রাজস্ব প্রদান করিয়া, অধীনতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু, যখন অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন, তখন

---

* ভাটি, ভৌমিক-শব্দের অপভ্রংশ।

† ১ যশোহর ... প্রতাপাদিত্য।
২ চন্দ্রদ্বীপ ... কন্দর্পনারায়ণ।
৩ শ্রীপুর (বিক্রমপুর) চাঁদ রায়, কেদার রায়।
৪ ভূষণা ... মুকুন্দরাম রায়।
৫ ভুলুয়া ... লক্ষ্মণ মাণিক্য।
৬ খিরিজপুর ... ইশাখাঁ মসনদ আলি।
(পিতার নাম কালিদাস)

ভীম বিক্রমে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়ব্রত হইতেন। তাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপননিমিত্ত যুদ্ধস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহারা, বীরপুরুষের ন্যায় শরীর হইতে উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত করিয়া, জন্মভূমির শত্রুপদস্পর্শ-কলঙ্ক পরিধৌত করিতেন। সে সময় বীরপ্রসবিনী বঙ্গীয় ললনাগণও স্বাধীনতারক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। তাঁহারা অমূল্য সতীত্বরত্ন যবনস্পর্শ হইতে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বীরপ্রসবিনী চিতোর-রমণী-ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র নিতান্ত সুলভ নহে *।

এই সকল ভৌমিক নৃপতি বর্ত্তমান কালের হাস্যাস্পদ রাজা মহারাজাদিগের ন্যায় ব্যসনাসক্ত, স্বার্থচিন্তানিরত অথবা

৭	ভাওয়াল	...	ফাজেল গাজী।
৮	বিষ্ণুপুর	...	হাম্বীর মল্ল।
৯	তাহিরপুর	...	কংসনারায়ণ।
১০	দিনাজপুর	...	গণেশ রায়।
১১	পুঠীয়া।		
১২	পাবনা।		

* যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন ঘোড়ানাচ-নামক স্থানে দেপাল-নামক এক জন সমৃদ্ধিশালী রাজা বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ যবনহস্তে পতিত হইবার ভয়ে নদীমধ্যে নিমগ্ন হন। সুবিখ্যাত বিভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন, পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত এক জন সমৃদ্ধিশালী জমীদার, অধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, উচ্চ ছাদের উপর হইতে সন্তানগণকে নিক্ষেপ করিয়া, অবশেষে স্বয়ং নিপতিত হইয়া, পঞ্চত্বলাভ করেন। এরূপ শত শত অলিখি

জীবন-বিহীন ছিলেন না। তাঁহাদিগের সৈন্যসকল সর্ব্বদা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিত; তাঁহাদিগের রণপোতসকল, বঙ্গোপসাগরবক্ষে সগর্ব্বে বিজয়পতাকা উত্তোলন করিয়া, শত্রুর আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিত। তাঁহাদিগের দেশজাত পণ্যদ্রব্যে বৈদেশিক বাণিজ্যপোতসকল পরিপূরিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পরিচালিত হইত। তাঁহাদিগের স্বদেশ-প্রেম, সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া, স্বদেশরক্ষার্থ সকলকে একীভূত করিত। তিন শত বৎসরের মধ্যে আমাদিগের এরূপ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এরূপ দুর্ব্বলহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদিগের অনুকরণ করা দূরের কথা, তাঁহাদিগের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বঙ্গীয় বীর, জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও, সমুদ্রপথের নানা-প্রকার বিপদ অতিক্রমণপূর্ব্বক সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন * ; শত শত শতাব্দীর পূর্ব্বে যে জাতির জলযুদ্ধের কথা কবিকুল-কীর্ত্তি কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল † ; যে বাঙ্গালী জাতি, কত দিবারাত্র সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া, কত দ্বীপ আবিষ্কার, কত নূতন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন, কত নূতন স্থানে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; সেই বীরজাতির কথা এক্ষণে

ঘটনা এখনও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। রাজা মুকুট রায় যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার কন্যা সুশীলা, জলে নিমগ্ন হইয়া, সতীত্ব রক্ষা করেন।

* সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ দেখুন।

† রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় দেখুন।

অধঃপতিত আমাদিগের নিকট কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যে দেশবাসির সমুদ্রপোত আরোহণ করিয়া, চীন-পরিব্রাজকগণ আপন-দেশে গমন করিয়াছিলেন; সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকার সময় যাঁহারা অতিনিপুণতার সহিত নৌকাসকল রক্ষা করিতেন; সমুদ্রগমনভীরু আমরাই কি সেই দেশের অধিবাসী? কুরুক্ষেত্র-সমরকালে যে দেশবাসির ভুজবল সাদরে গৃহীত হইয়াছিল; যে দেশের যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ-দেশেও ধাবিত হইয়াছিল *; যে দেশের জনগণের প্রবল প্রতাপে দিক্‌সকল প্রকম্পিত হইয়াছিল †; যে দেশের লোক, বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অত্যুচ্চপর্ব্বতরাজী অতিক্রমণ করিয়া, কাশ্মীর মণ্ডলে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রাণপরিত্যাগ সম্ভাবনা-সত্ত্বেও শত্রু-দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়া, আপনাদিগের অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ‡; যে দেশের অধিবাসী উড়িষ্যার প্রবলপরাক্রান্ত গঙ্গাবংশ-রাজন্যবর্গের আদিপুরুষ §; যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মুসলমানশাসনকালে অসাধারণ-যুদ্ধনিপুণতা-সহকারে স্বাধীনতা সংস্থাপন ও আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্ত অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমরা কি

* মুঙ্গেরে এক খানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপতি দেবপালের যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ-প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। কাম্বোজ দেশ সিন্ধুনদের উত্তরপশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তী। পুরাকালে ইহা অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

† Journ, As. Soc. Beng. 1855. Part I.

‡ রাজতরঙ্গিণী।

§ Wilson's Preface to Mackenzi's collection. CXXVIII.

সেই জাতির বংশধর? যে সকল বীকারগ্রস্ত পুরুষ "বাঙ্গালিরা চিরকালই কাপুরুষ, মনুষ্যত্ববিহীন, শত্রু-পদ পূজক—" এইরূপ কথা কহিয়া থাকেন, সেই সকল অন্ধ পুরুষের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য আমরা কহিব, বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পাঠানগণ অনেক যত্নেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই; বঙ্গে মোগল-আগমনের পরও ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই ঘোরতর পরাক্রমে মোগল-বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে যে পুরুষ দ্বাদশ বর্ষ ভৈরববিক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্রাটের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ইহাঁদিগের মধ্যে যে পুরুষ সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতাসংস্থাপনজন্য হিন্দু-মুসলমান সকলকে একভাবে একত্রিত করিয়া, জননী জন্মভূমির অধীনতা-পাশবিমোচননিমিত্ত প্রচুর রুধিরধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন; যে পুরুষ মগ-ও-ফিরিঙ্গি-আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করতঃ তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; যিনি বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের নিকট "চণ্ডীখাঁনের অধীশ্বর" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; তিনি বঙ্গের গৌরবস্থল প্রতাপাদিত্য *।

* "Arracan, Chandican, and Siripur are by Fernandez placed in Bengala, as so many Kingdomes." "P. 3. "After which twelve of them ioyned in a kind of Aristocratie and vanquished the Mogolls, [it seems this was in the time of

প্রতাপাদিত্য স্থন্দরবনের অন্তর্গত যশোহর-নগরের অধীশ্বর ছিলেন। এই যশোহর-প্রদেশ পুরাকাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ; অনেক পুরাণে যশোহর নগরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতীর অঙ্গবিশেষ এ স্থানে পতিত হওয়াতে এ প্রদেশ বহু দিন হইতে তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে *। প্রতাপাদিত্যের সমকালে কবিরাম-নামক একজন বৌদ্ধ-পরিব্রাজক, পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া, এনাম-দেশপর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি, "দ্বিগ্বিজয়প্রকাশ"—নামে একখানি সংস্কৃতপুস্তক রচনা করিয়া, তাহাতে যে সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যশোরবর্ণনাকালে লিখিয়াছেন, "গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ-নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিমদেশ হইতে এস্থানে আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত বামাচারী ছিলেন। ধেনুকর্ণ, যশোরেশ্বরীর নিকটস্থ নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া, নগর স্থাপন করেন"। দ্বিগ্বিজয়-প্রকাশকার যশোর-রাজ্যের বিস্তৃতি-কথন-কালে ইহার "পশ্চিম সীমায় ছয়-যোজন-দূরবর্ত্তী কুশদ্বীপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ভুষা (ভূষনা), বাকলা এবং মধুমতী সরিৎ; উত্তর ভাগে

Emmaupaxda (হুমায়ুন বাদসা)] and still notwithstanding the Mogolls Greatness are great Lords, specially he of Siripur and of Ciandecan." P. 11. Early Travels in India. ইহা ভ্রমসঙ্কুল হইলেও, ইহার মধ্যে বঙ্গের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়।

* "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"—পীঠমালা।

কেশবপুর এবং দক্ষিণে সুন্দরবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।” মহারাজ বিক্রমাদিত্য, গৌড় পরিত্যাগ করিয়া, এ প্রদেশে অবস্থান করাতে, এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত যশোহর-শব্দের হকারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিকক্রিয়াকলাপ-প্রচার-জন্য কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন অসাধারণধী-শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক ও কবিকুলচূড়ামণি শ্রীহর্ষের সহিত অভিজাতোদ্ভব মহাবাহু বিরাট বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইনিই বঙ্গের গুহবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। বিরাটের একাদশ পুরুষ অধস্তন রামচন্দ্র-গুহ-নামে এক জন দরিদ্র পুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। দারিদ্র্যভারপ্রপীড়িত রামচন্দ্র, স্বীয় অবস্থাপরিবর্ত্তনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের বন্দরপ্রধান সপ্তগ্রামে গমন করেন। তখন সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান কালের শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয় নাই। তখন এ-স্থানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সমবেত হইত; বৈদেশিক নাবিকগণ, দিগ্‌-দিগন্তর হইতে বাণিজ্যদ্রব্যে অর্ণবযানসকল পরিপূরিত করিয়া, এস্থানে আগমন এবং তাহার বিনিময়ে ভারতীয় বহুমূল্য দ্রব্যে

---

* দিগ্বিজয়প্রকাশ, যশোহরদেশবর্ণন, ৯২৯ শ্লোক হইতে দর্শন করুন। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডে বঙ্গদেশের অন্তর্বর্ত্তী যশোহর দেশের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জেনারাল ক্যানিংহাম বিবেচনা করেন, আরবী “জশর” শব্দ হইতে যশোহর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যশোহর নদীপ্রধান-প্রদেশ, সুতরাং যশোর অর্থাৎ সেতু-নামে নগরের বা প্রদেশের নাম কল্পনা করেন।

উদর পরিপূর্ণ করিয়া, স্বদেশে গমন করিত। তৎকালে ইহার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া, বৈদেশিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত। ভগবতী সরস্বতী তখন নানাদেশীয় অর্ণবযানসকল হাররূপে বক্ষে ধারণ করতঃ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেন *। সরস্বতীর অবনতির সহিত সপ্তগ্রামেরও অবনতির প্রারম্ভ হয়। যদি কখন পঙ্কে বেগবতী স্রোতস্বতীর আকারে সরস্বতী প্রবাহিতা হন, তখন যে আবার ভারতীয় বাণিজ্য স্বীয় প্রাধান্যকে প্রাপ্ত হইতে না পারিবে, তাহা কে কহিতে পারে?

রামচন্দ্র, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতঃ, নানাপ্রকার পথক্লেশ অতিক্রমণপূর্ব্বক, একাকী সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র, তাঁহার একজন স্বদেশীয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করতঃ, জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন। গৃহস্বামী, কুলীন রামচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা, অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখিয়া, মনে মনে আহ্লাদিত হন এবং তাঁহার পরিণতবয়স্কা কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করান। এই বিবাহের

* Fariad Souza says of this city that it was "Seated on the banks of Ganges three leagues in length containing one million and 200,000 families and well fortified. (Steven's translation. 1694 Vol. I. P. 416.)

প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ সপ্তগ্রামকে মোগল-সাম্রাজ্যের "বুলগাক্ খানা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন্। বুলগাক্, অর্থাৎ বিদ্রোহী।

সহিত রামচন্দ্রের ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তিত হইল। নিঃসহায় দরিদ্র যুবক বিপদসম্পদপূর্ণ বিদেশে এক জন সহায় প্রাপ্ত হইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুর ও শ্যালক কর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম-সরকারে কানগুর কার্য্যালয়ে একজন লেখকরূপে নিযুক্ত হন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রামচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের জন্মোপলক্ষে তাঁহার বাসস্থান উৎসবময় হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রগণকে ধনবিতরণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না। যথাসময়ে নামকরণকালে নবকুমারের ভবানন্দ নাম রক্ষিত হয়। কালক্রমে রামচন্দ্রের শিবানন্দ ও গুণানন্দ-নামে অপর পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রত্রয় বাল্যকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মাতৃভাষা-ব্যতীত সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষাও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালকত্রয়ের বুদ্ধিবৃত্তি দিন-দিন বিকশিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দকে পারস্য-ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে স্বীয় কার্য্যালয়ে জনৈক লেখকের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

রামচন্দ্র যৎকালে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেছিলেন, সে সময় গৌড় হইতে একজন ক্রূরপ্রকৃতির পাঠান সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। রামচন্দ্র নিপুণতার সহিত কার্য্য করিলেও, শাসনকর্ত্তার কুটিল দৃষ্টিতে পতিত হন। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য উৎপন্ন হয় যে, রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ হইলেও, তাঁহার হৃদয় যৌবনকালসুলভ উদ্যমে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি, নীরবে শাসনকর্ত্তার অত্যাচার সহ্য না করিয়া, তাহার প্রতিবিধানের জন্য বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগরে গমন করিতে মনঃস্থ করেন। রামচন্দ্র, অবিবেকী প্রভুর উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া, পুত্রকলত্র প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণকরতঃ গৌড়নগরে উপস্থিত হন। গৌড়-নগর এ সময় বিশৃঙ্খলাপরিপূর্ণ। বঙ্গেশ্বর জালালউদ্দীন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহার বালক পুত্রের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চক্রান্ত হইতেছে। সকলেই এই পরিবর্ত্তনের সহিত আপনার অবস্থাপরিবর্ত্তনের সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। এরূপ বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার কতিপয় পূর্ব্ববন্ধুর সাহায্যে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন।

পাঠান নৃপতিগণেরশীর্ষস্থানীয় সম্রাট সের সার দেহাব-সানের পর উনবিংশতি বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সিংহাসনে চারিজন নরপতি অধিরোহণ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহম্মদ খাঁ সুর ও তাঁহার পুত্র বাহাদুর সা, প্রভুশক্তির সহিত ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া, স্বতন্ত্রতা লাভ করেন। বাহাদুর, বঙ্গ-বিহারের আধিপত্য লাভ করিয়া, ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা জালালউদ্দীন গৌড়ের সিংহাসনে বৎসরত্রয় উপবেশন করিয়া, পঞ্চত্ব লাভ করেন। গৌড়াধিপের অকালমৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ একমত হইয়া তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে গৌড়রাজ্যে অভিষেক করেন। দুর্ভাগ্য বালক সিংহা-সনে উপবেশন করিতে না করিতে অল্প সময়ের মধ্যে গায়-সুদ্দীন-নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন। বঙ্গের এইরূপ

বিশৃঙ্খল অবস্থায় সুলেমান-ই-করসানী আলি হজরত অনায়াসে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

এই রাজবিপ্লবের কিছু দিবস পূর্ব্বে রামচন্দ্র গৌড়নগরে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিবর্ত্তনের সময় রামচন্দ্রের ন্যায় এক জন কার্য্যতৎপর, উচ্চাভিলাষী, নির্ভীক পুরুষ যে, সুলেমানের ন্যায় এক জন অসাধারণ ব্যক্তির, যিনি সামান্য অবস্থা হইতে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করত ও সকল শ্রেণীর মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের চরিত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ এক জন বিচক্ষণ নরপতির বিশেষ কৃপার পাত্র হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রামচন্দ্র, কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, কিছু-দিন পরে পুত্রকলত্র-আত্মীয়বন্ধুবান্ধবগণকে সপ্তগ্রাম হইতে গৌড়ে আনয়ন করেন। সপ্তগ্রামের কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে রামচন্দ্রের সৌভাগ্যসোপান উদ্ঘাটিত হইল। তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাপ্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়াতে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর পদবৃদ্ধির সহিত ইহাঁর বন্ধুবান্ধবগণেরও অবস্থা পরি-বর্ত্তিত হইল। পরিচিত-অপরিচিত, কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রের করুণায় বঞ্চিত হইতেন না। রামচন্দ্র যে সময় সপ্তগ্রামে অব-স্থান করেন, সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দের শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করেন। কালক্রমে ভবানন্দের শ্রীহরি নামে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইনি ভবিষ্যতে বিক্রমাদিত্য-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রামচন্দ্র, ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামক কৃতবিদ্য পুত্রত্রয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ভ্রাতৃত্রয় সুভ্রাতৃভাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

সুচতুর সুলেমান বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আপনাকে অন্তঃ-ও-বহিঃশত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য উত্তর ভারতবর্ষে উদীয়মান মোগলশক্তিনেতা উদারচেতা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নানাপ্রকার উপহারসহ দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। দূত, দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, সম্রাটসমীপে বঙ্গেশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সম্রাট তাঁহাকে অতিসমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। আকবর, বিনা রক্তপাতে সুলেমানের বশ্যতা স্বীকারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; সুলেমানও, বিনা প্রয়াসে দিল্লীশ্বরের সখ্যলাভ করিয়া, অধিকতর আনন্দিত হইলেন। সুলেমান, এইরূপে উত্তর দিক হইতে রাজ্য-আক্রমণভীতি মুক্ত হইয়া, রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ, এবং ইহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধের জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। পুত্রত্রয়সহ রামচন্দ্র এই সুযোগে আপনাদিগের কার্য্যনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা সুলেমানের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করেন।

সুলেমান, রাজ্যমধ্যে আপনার ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রধান শত্রু উড়িয্যার রাজন্যবর্গকে উচ্ছেদ করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠান সেনানীর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া, উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। গঙ্গাবংশাবতংস মহারাজ মুকুন্দদেব, ইতিপূর্ব্বে অবরুদ্ধ গৌড়ের দ্বারদেশে ভল্লাঘাত করিয়া, হিন্দু-ভুজবলের

পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিবসপূর্ব্বে তিনি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া, সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন ও ত্রিবেণী-তটে সুপ্রশস্ত ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া, রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ ও আপনার রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মুসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে পদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় সৈন্যগণসহ ঘোরতর বিক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে যবনবাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন। উভয়পক্ষীয় বীরগণ ভৈরব বিক্রমে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উৎকল-বীরগণ পূর্ব্ববিজয় স্মরণ করিয়া, আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, দেশের সাধারণশত্রুকে পদদলিত করিবার জন্য, জন্মভূমিকে অধীনতাপাশহইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, স্বদেশভক্ত বীরগণ ঘোরতররূপে ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুসলমান বীরগণ, হিন্দু বীরগণের বাহুবলে ও রণপাণ্ডিত্যে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থলহইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। সুলেমান, স্বীয় সৈন্যের পরাভব-বার্ত্তা অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হন এবং উড়িষ্যা-বিজয়ের জন্য কর্ত্তব্য নিরাকরণ করিতে প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করেন। এই সভাতে মুসলমান মন্ত্রিগণ কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, নূতনপরিগৃহীত-মুসলমান-ধর্ম্ম জনৈক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণযুবক * মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"রাজন্! সেবক উড়িষ্যা বিজয় করিতে প্রস্তুত আছে। অধীনকে এ কার্য্য

* ইনি ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন; জনৈক মুসলমান-কন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রদান করিলে, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও, তাহা সম্পন্ন করিতে বিমুখ হইবে না।" সুলেমান, মুসলমানধর্ম্মে নবদীক্ষিত যুবকের কথায় আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ ও সম্মানে বিভূষিত করিয়া, বিপুলবাহিনীর সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহাপুরুষ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়। ব্রাহ্মণকুলপাংশুল কালাপাহাড়, নবীন উদ্যমে পাঠানসৈন্য পরিচালনা করিয়া, চতুর্দ্দিকহইতে উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিলেন। উৎকলবাসিরাও প্রতিপদে বীরপুরুষের ন্যায় পাঠানদিগকে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। জন্মভূমিভক্ত উৎকলবাসিদিগের অজস্রশোণিতপ্রবাহে উৎকল দেশের সমস্ত ভূমি আরক্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল পাঠান যাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ সেই সকল পাঠান, কালাপাহাড়কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, তাহা সম্পন্ন করিল। যে বঙ্গীয় বীরগণ তাম্রলিপ্ত-প্রদেশহইতে গমন করতঃ অসাধারণ ভুজবলে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ দর্শকগণকে মোহিত করিয়া থাকে; যাঁহারা মুসলমানদিগের পরমনিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইতেন; আজ সেই গঙ্গাবংশ-নৃপতিগণের সহিত উড়িষ্যার স্বাধীনতাসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। আজ বাঙ্গালীর বাহুবলে বাঙ্গালীর রাজ্য বিধ্বংস হইল। কালাপাহাড়ের এই স্বজাতি-ও-স্বদেশ-দ্রোহিতা চিরকালের জন্য ধিক্কারের সহিত উচ্চারিত হইবে। যত দিন না এইরূপ রাজপ্রসাদলোভী কালাপাহাড়ের দল বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, তত দিন দেশের কল্যাণ-কামনা বিড়ম্বনামাত্র।

বংশী রামচন্দ্র, এক্ষণে সাংসারিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত। এই সুখের দিবসে তিনি, পুত্রপৌত্রাদিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পরমসুখে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ভবানন্দ পিতার মৃত্যুর পর অতি সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সুলতান সুলেমান, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরহইতে ভবানন্দকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভবানন্দও বিচক্ষণতাসহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বঙ্গেশ্বরের স্নেহ ইহার প্রতি অধিকতর ঘনীভূত হয়। বঙ্গের সিংহাসনে, সুলেমানের ন্যায় ন্যায়বান, কার্য্যতৎপর ও বিচক্ষণ নরপতি অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছেন। ইনি অতি অল্প কাল রাজত্বের মধ্যে, যেরূপ সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেরূপ উদাহরণ মুসলমান-ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। ইনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য এক শত পঞ্চাশৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির একটী সভা সংগঠন করেন *। এই পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি রাজ্যশাসনবিষয়ক সুকঠিন প্রশ্নসকল সমাধান করিতেন। সুবিজ্ঞ সুলেমান, ভবানন্দের প্রতিভা পরিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, এই মন্ত্রিসমাজমধ্যে তাঁহাকে একজন সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন। ভবানন্দ, গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া, রাজ্যের আয়-ব্যয়-ও-শাসন-বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি, রাজ্যের অনাবশ্যকীয় ব্যয়সকল লাঘব করিয়া, বহুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গের

* Blochman's Ain-i-akbari.

বাণিজ্য বিশেষরূপে উৎকর্ষলাভ করে। সে সময় গৌড়েশ্বরের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সে সময় প্রজাসকল ন্যায়-মার্গানুসারী সুবিচার প্রাপ্ত হইত ও হিন্দু-মুসলমান, সকলেই নির্ব্বিবাদে প্রীতিভাবে কাল যাপন করিত।

কালক্রমে শিবানন্দের জানকীবল্লভ-নামে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; ভবিষ্যতে ইনি বসন্তরায়-নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং শিবানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ, বাল্যকাল হইতে অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া, দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইহাঁরা, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হইয়া, বাঙ্গলা, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য সুকুমারবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান কালের বিলাসসাগর-সংমগ্ন পরস্ত্রীদুগ্ধপালিত কুমারগণের ন্যায় সে সময় ধনবান-দিগের সন্তানগণ পালিত হইতেন না। ভ্রাতৃদ্বয় অল্প সময়ের মধ্যে অশ্বারোহণ, অস্ত্রব্যবহার ও মল্লবিদ্যায় পারগ হইয়া উঠিলেন। বালকদ্বয়, বাল্যকাল হইতে অধিকাংশ সময়ই রাজপুত্র বৈজিয়দ ও দাউদের সহিত সহবাস, অধ্যয়ন ও ক্রীড়া করিতেন। এই নিমিত্ত বালকচতুষ্টয় পরস্পর দৃঢ় মিত্রতাসূত্রে একান্ত আবদ্ধ হন; বিশেষতঃ, রাজকুমার দাউদ বালকদ্বয়ের উপর এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, এক সময় তিনি ক্রীড়াকালে শপথ-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—"যদি আমি কখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগের দুই ভাইকে রাজ্যের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিব"।

৯৮১ হিজরী বা ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমান মানবলীলা

সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বৈজিয়দ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে অদৃষ্টক্রমে বহুদিবস রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় ভগ্নীপতি নীচাশয় নিষ্ঠুর হুসোকর্ত্তৃক নিহত হন। হুসো, সপ্তাহমাত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া, আমির লোদি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেন। হুসোর মৃত্যুর পর সুলেমানের কর্ম্মচারিগণ, সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দাউদ, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বকথা-অনুসারে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে যথাক্রমে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি প্রদান করিয়া, রাজসম্মানে সম্মানিত করতঃ প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করেন। দাউদ, সিংহাসনে হইয়া, পিতৃপদবী-অনুসরণপূর্ব্বক অল্প দিবসের মধ্যে লোকসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন ও শাসন করাতে, রাজ্যমধ্যে অচিরকালেই সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। কোষাগারে দিন-দিন ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছে, জনসাধারণ ও সৈন্যবর্গ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রবলা বাসনা অঙ্কুরিত হয়। তিনি, দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ মোচন করিয়া, স্বীয় নামে রাজ্যমধ্যে কুতব * পড়িবার জন্য

* রাজ্যেশ্বরের মঙ্গলার্থ নমাজবিশেষ। ইহা স্বাধীন দেশে ব্যবহৃত হয়। সুলেমানের সময় আকবরের নামে পঠিত হইত।

আদেশ প্রদান করিতে মনঃস্থ করেন। যুদ্ধপ্রিয় দুরাকাঙ্ক্ষী পাঠান সেনানীগণ, স্বলতানের মনোগত ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দাউদ যখন দেখিতে লাগিলেন, ধনাগার পরিপূর্ণ, প্রজাসকল অনুরক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহার প্রায় দুই লক্ষ সর্ব্বপ্রকার-আয়ুধসম্পন্ন সৈন্য শত্রু দমন করিতে সমর্থ এবং বিংশতি সহস্র খণ্ড কামান শত্রু মস্তকোপরি অনবরত অগ্নিগোলক উদ্গীরণ করিতে প্রস্তুত †, তখন তাঁহার প্রতীতি হইল, এরূপ অবস্থায় অপর ব্যক্তির অঙ্গুলী-পরিচালনার বশবর্ত্তী হইয়া থাকার ন্যায় ঘৃণার বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই ; দুর্ব্বল ব্যক্তিই অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু, বলবান্ ব্যক্তি আত্মরক্ষাবিষয়ে সমর্থ হইলেও, যদি পরাধীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহা-অপেক্ষা নিকৃষ্টতম জীব জগতে আর কে আছে ? দাউদ, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পাঠান মন্ত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশ দাউদের অভিপ্রায়ানুসারে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিবার অভিমতি প্রদান করেন। দাউদের আজ্ঞানুসারে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গসকল যুদ্ধোপযোগি-দ্রব্যসম্ভারে পরিপূরিত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যসকল সংগৃহীত এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দূরদর্শী ভবানন্দ, দাউদের যুদ্ধবাসনা অবগত হইয়া, পরিজনবর্গকে আহ্বান করিয়া, কহেন,—"দেখ, দাউদের যেরূপ

† Stewart's History of Bengal. 152 P.

মনোগত ভাব দেখিতেছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, মোগল-দিগের সহিত তিনি, যুদ্ধ না করিয়া, ক্ষান্ত হইতেছেন না; এই যুদ্ধ কিন্তু, একবার প্রজ্বলিত হইলে, এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস না হইয়া, সমাপ্ত হইবে না; অতএব, এরূপ সঙ্কটসময়ে সপরিবারে রাজধানীতে অবস্থান করা আমি কখনও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। আমার বিবেচনায় কোন সুদূর, নিভৃত ও দুর্গম প্রদেশে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ এবং পরিবারবর্গ ও ধনাদি প্রেরণ করা উচিত। রাজ্যবিপ্লবকালে দেশমধ্যে যেরূপ অরাজকতার অবস্থা উপস্থিত হয়, সে রূপ অবস্থাতে আমাদিগের বর্ত্তমান রাজসম্মান আমা-দিগকে কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। সেজন্য আমি বলিতেছি, ভগবান্ না করুন, আমাদিগের এ প্রভুতা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন দুর্গম স্থান অন্বেষণ করিয়া, তথায় গৃহনির্ম্মাণ কর। যদি আমাদিগের পক্ষে জয় হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলের বিষয়।"—ইত্যাদি কহিয়া, ভবানন্দ বিরত হইলে, সকলে তাঁহার কথা-অনুসারে স্থাননির্ব্বাচনের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

লোকসকল, নানাদেশ ও নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া, প্রত্যাগমন করিলে, তন্মধ্যে যিনি দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণিত দেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে সকলেই অভিমতি প্রদান করিলেন। ইহা যশোহর প্রদেশ; পূর্ব্বে ইহা চাঁদ খাঁ মছন্দরী-নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের জাইগীর ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে বর্ত্তমান কালে তাহা অস্বামিকরূপে পতিত আছে। এ প্রদেশ, ঘোর অরণ্যে

পরিপূর্ণ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি; ইহার চতুর্দ্দিক নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত। এই সকল নদী, ভীষণকায় কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর প্রাণির ক্রীড়ার স্থল। এজন্য তাহারা দুরবগাহ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দুর্গম স্থান, সুরক্ষিত হইলে, সর্ব্বথা শত্রুগণের অনতিক্রম্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বিচার করিয়া, ভবানন্দ যশোহর প্রদেশ দাউদের নিকট জাইগীরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তথায় গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য লোকসকল প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামরাম বসু প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দী করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যস্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরীর আরম্ভ হইল। সদর মফস্বল ক্রমে তিন চারি বেহদ্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল। চতুষ্পার্শ্বে গোলা গঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থান অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল।" পরিজনগণসহ ভবানন্দ গৌড়হইতে নানাবিধ-দ্রব্য-সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে যশোহর যাত্রা করিলেন। গৌড়ে কেবল মধ্যম ভ্রাতা পুত্রসহ শিবানন্দ এবং শ্রীহরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দাউদ, যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সীমান্তপ্রদেশে বহুলপরিমাণে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, দিল্লীর সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ মোগল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। আকবর, দাউদের আচরণ

অবগত হইয়া, জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁর অধীনতায় বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া, যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁ, ঘোরতর বিক্রমে পাটনা ও হাজিপুর ক্ষেত্রে পাঠানগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেন। হাজিপুরের যুদ্ধকালে গুজর খাঁ, কালাপাহাড়, সুলেমান মানকলী এবং বাবু মানকলী অসাধারণ বীরতার সহিত যুদ্ধ করেন। আকবর-সেনানী, বিজয়লাভ করিয়া, দাউদকে ভয়বিহ্বল করিবার জন্য যুদ্ধনিহত পাঠানগণের মস্তক নৌকাপরিপূর্ণ করিয়া, বঙ্গাধিপের নিকট প্রেরণ করেন।

দাউদসেনানীগণ, হাজিপুরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, অবশিষ্টসৈন্যসহ মোগল-বাহিনীকে পুনরাক্রমণ করেন। কিন্তু, পাঠানগণের দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহারা প্রতিক্ষেত্রে পরাজিত হইতে লাগিলেন। কালাপাহাড়, সুলেমান ও বাবু মানকলী ঘোড়াঘাট *-অভিমুখে পলায়ন করিলে, ইহাঁদিগকে দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁ, মাজন-খাঁ-ই-কোয়াকসাল-নামক সেনানীকে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কালাপাহাড় প্রভৃতি বীরগণ, পরাজিত হইয়া, কুচবিহারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাঁরা এ স্থান হইতে মোগলদিগের গতিবিধি গুপ্তরূপে অবগত হইতে লাগিলেন, এবং অবকাশ প্রাপ্ত হইবামাত্র ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণের উপর পতিত হইয়া, তাহাদিগকে বিধ্বংস করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না।

দাউদ, সেনানীগণের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া, গৌড়ে অবস্থান অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, উড়িষ্যাভিমুখে গমনের উদ্যোগ

* বর্ত্তমান রংপুর জেলার অন্তর্গত।

করিতে আরম্ভ করেন। তিনি, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে আহ্বান-পূর্ব্বক, যে কথা কহেন, তাহা আমরা বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আবকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—"আমার যে কিছু সম্পত্তি গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে যশোহরে চালান কর পশ্চাৎ আনা যাইবেক।" বসু মহাশয় আরও বলেন।—"এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র বাদসাহের যত্তেক ধন স্বর্ণ রূপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আরং যে কিছু ছিল এবং প্রধানং সকল এবং তাঁহার আরং সমস্ত চাকরদের যাবতীয় ধন এবং সহরবাসী লোকের ধান্য ও চাউল অবধি যাবতীয় সামগ্রী এবং লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাওনের ভয়প্রযুক্ত সমুদায়িক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইঁহারা সহস্রাবধি বৃহৎ নৌকায় সামগ্রী বোঝাইয়া যশোহরে চালান করিলেন পরে গৌড় ধন হীন সহর হইয়া রহিল।"

মোগলগণ, বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, অতিদ্রুতবেগে গৌড়াভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মুনিম খাঁ, গৌড়ে উপস্থিত এবং দাউদের পলায়নবার্ত্তা অবগত হইয়া, মহম্মদ কুলি খাঁ বারলাসকে দাউদের পশ্চাৎ অনুসরণের জন্য প্রেরণ করেন। কুলি খাঁ, সপ্তগ্রামপর্য্যন্ত অনুসরণপূর্ব্বক বিফলমনোরথ হইয়া, প্রত্যাগমন করেন। মুনিম খাঁ, কুলি খাঁর প্রত্যাগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া, স্বয়ং বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিয়া, বহুক্লেশে উড়িষ্যায় দাউদের সমীপবর্ত্তী হন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। দাউদ, অসামান্য বীরতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেও, পরাজিত হন। মুনিম খাঁ, দাউদের সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক, গৌড়-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বঙ্গদেশের

জল-বায়ু তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়াতে তিনি, জ্বরগ্রস্ত হইয়া, গৌড়নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। আকবর-সেনানী-গণের মধ্যে মুনিম খাঁর উড়িষ্যা-আক্রমণ একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। এই অভিযানে তিনি যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্য লক্ষিত হয়।

দাউদ মুনিম খাঁর মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ঘোরতরবিক্রমে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার সেনানী ও সৈন্যগণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক সময়ে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করি-লেন। দাউদ একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ভদ্রকের শাসন-কর্ত্তা নাজর বাহাদুরকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া, নিহত করেন। তিনি, মোগল রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া, দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে দলবলও পুষ্ট হইতে লাগিল। উৎকলী, বাঙ্গালী, পাঠান প্রভৃতি সৈন্যগণ দলে দলে তাঁহার পতাকার নিম্নে আগমন করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, মানকুলীদ্বয় প্রভৃতি সেনানীগণ আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন। আবার পরহস্তগত নষ্ট রাজ্য দাউদের আজ্ঞাধীন হইল। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে দাউদ মোগলগণকে পরাজিত করিয়া, আকমহল * দুর্গ হস্তগত করেন, এবং তাহা সুরক্ষিত করতঃ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলন।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর, খানজাহান হুসেন কুলি খাঁ-নামক সেনানীকে প্রধান-সেনানায়ক-পদে নিযুক্ত

* বর্ত্তমান রাজমহলের প্রাচীন নাম।

করিয়া, বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। খানজাহান, আমিরগণের অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ প্রথমতঃ দাউদের কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। আকবর, কর্ম্মচারিগণের কার্য্যশিথিলতা এবং খাজা আবদুল্লা নক্‌সা বন্দীর মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, বিহারের শাসনকর্ত্তা মজাফ্‌ফর খাঁকে খানজাহানের সাহায্যের জন্য গমন করিতে আদেশ করেন।

মজাফ্‌ফর খাঁ, বহুসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে করিয়া, কুলি খাঁর সহিত মিলিত হন এবং আকমহল-ক্ষেত্রে ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে দাউদ যে ব্যূহ রচনা করেন, বীরবর কালাপাহাড় তাহার দক্ষিণপক্ষ, মানকলী বীরদ্বয় বামপক্ষ এবং তিনি স্বয়ং মধ্যভাগ পরিচালনা করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথমেই শত্রুপক্ষ হইতে এক ভীষণ গোলক দাউদের ভ্রাতৃপুত্র বীরবর জনাইদের উপরে নিপতিত হওয়াতে, তিনি পঞ্চত্ব লাভ করেন। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও, পাঠান ও বঙ্গীয় বীরগণ পরমোৎসাহে, নিপুণতাপূর্ব্বক, ভৈরব বিক্রমে মোগলগণকে বিপর্য্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দাউদের অদম্য পরাক্রম, বীর্য্যবান পাঠানগণমধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহাদিগকে দুৰ্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিল। দাউদ অসাধারণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেও, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না। যে সময় ঘোরতররূপে চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত, যে সময় মৃত্যুভয়বিরহিত পাঠানগণ স্বাধীনতা-সংরক্ষণজন্য কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধনিরত, সেই সময় তাহাদিগের সেনানীপ্রবর কালাপাহাড়, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। দাউদসৈন্য, কালাপাহাড়কে বিপন্ন দেখিয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। খানজাহান,

এই অবকাশে অধিকসংখ্যক সৈন্য সেই দিকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিপুল পরাক্রমের সহিত দাউদকে আক্রমণ করিলেন। দাউদ, পলায়মান সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার জন্য উৎসাহিত বাক্যে সকলকে আহ্বান করিয়া, মোগলসৈন্যবারিধিমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি, বাড়বানলের ন্যায় অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, শত্রুহস্তে পতিত হন। খান জাহান, দাউদের শিরশ্ছেদন করিয়া, সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। অদ্য পাঠানশক্তি বঙ্গদেশে দ্বিশত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, চিরকালের জন্য সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বঙ্গ বিজয়ের পর মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল * নবোপার্জিত রাজ্যের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য দাউদের রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, এরূপ মর্ম্মে ঘোষণাপত্র

* টোডরমল ক্ষেত্রিকুলে এক জন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে গুণদর্শী সম্রাট আকবরের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। টোডরের বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার বিধবা মাতা অতিকষ্টে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। প্রথমতঃ, তিনি এক জন মুহুরীরকর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি যে সময় গুজরাটের রাজস্ব ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হয়। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বের ঊনবিংশতিতম

চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন। দাউদের দুরবস্থার পর বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, সন্ন্যাসির বেশ পরিধান করিয়া, দেশের অবস্থা কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য বারেন্দ্র-ভূমিতে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। বিক্রমাদিত্য, টোডর মলের ঘোষণাপত্রের কথা জ্ঞাত হইয়া, তাহা কত দূর কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আকমহলে প্রেরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের প্রেরিত চর আকমহলে উপস্থিত হইয়া, রাজা টোডরমলের কার্য্যকলাপ সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, সমস্ত কথা নিবেদন করেন। বিক্রমাদিত্য টোডরমলের নিকট ভয়ের কোন কারণ নাই, অবগত হইয়া, আকমহলে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট গমন করেন। গুণগ্রাহী টোডরমল, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া, বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞাতব্যবিষয়সকল পরিষ্কাররূপে অবগত হইয়া, পরমাহ্লাদিত হন। তিনি, ভ্রাতৃদ্বয়কে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া,

বৎসরে মুনিম খাঁর সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। যুদ্ধকালেও তিনি অসাধারণ বীরপুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেন। তিন বৎসর পরে বঙ্গদেশ হইতে তিনি পুনরায় গুজরাটে গমন করেন। সম্রাটের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে তিনি ভারতের দেওয়ানী-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের রাজস্বব্যবস্থা পুনঃসংস্কার করেন। রাজত্বের দ্বাত্রিংশত্তম বৎসরে একজন ক্ষেত্রী তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পায়। উক্ত বৎসরে সুবিখ্যাত বক্তা বীরবলের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি ইস্ুফ্জাই-দমনে গমন করেন।

সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজকার্য্যনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য ইতিপূর্ব্বে দাউদের নিকট হইতে যে জমীদারী প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদিগের অধীন থাকিবে, টোডরমল এই মর্ম্মে সম্রাটের নিকট হইতে একখানি আদেশপত্র আনয়ন করিয়া দেন। "বঙ্গভূমে যশোহরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও তাহার পূর্ব্বপার ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহৎরাজ্য তাঁহারা প্রাপ্ত হন।" (রামরাম বসু)

বিক্রমাদিত্য, যশোহর-শাসনের নিমিত্ত বসন্তরায়কে তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং টোডরমলের নিকট বঙ্গের রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, নূতন রাজধানী যশোহর-নগরে গমন করিবার জন্য টোডরমলের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া, বলিলেন, "আমার সাধ্যানুসারে আমি আপনাদিগের সেবা করিতে ত্রুটি করি নাই। নবাব দাউদের অধীনতায় আমি এ রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারির পদে নিযুক্ত ছিলাম। যদিও

রাজত্বের চতুস্ত্রিংশত্তম বৎসরে তিনি, বার্দ্ধক্যবশতঃ সম্রাট আকবরের অনিচ্ছাসত্বে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কিছু দিবস পরমপবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে বাস করতঃ মানবলীলা, সম্বরণ করেন। বাদাওনী ১০ই নবেম্বর—১৫৮৯ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যুকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টোডরমলের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল। এক সময় সম্রাটের সহিত পাঞ্জাবে গমনকালে ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহার ঠাকুর হারাইয়া যায়, উক্ত ঠাকুর প্রত্যহ পূজা না করিয়া, তিনি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। টোডরমল, পানাহার পরিত্যাগ করিয়া, সম্রাটের সহিত অব-

তাঁহার অবমানের সহিত আমারও এ রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল; কিন্তু আমি, তাহা না করিয়া, লৌকিক-রীতি-অনুসারে আপনাদিগের আশ্রয়ে আগমন করি। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে, জীবনের অবশিষ্ট সময় ঈশ্বর-উপাসনায় অতিবাহিত করিব।” টোডরমল, বিক্রমাদিত্যের ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার প্রদান করিয়, অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে বিদায় প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য আকমহল হইতে নৌকাযোগে যথাসময়ে যশোহর নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে নগর উৎসবময় হইয়া উঠিল। তিনি বাঙ্গালার লোকদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ টকা বিতরণ করিলেন এবং সর্ব্বত্র দেবালয়ে যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে সাঙ্গ হইল। বিক্রমাদিত্য এইরূপে নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্য করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্থান করিতে লাগিলেন। আকবর, টোডরমলের বিপদের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে জলগ্রহণের জন্য অনেক অনুরোধ করেন; কিন্তু, সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। সম্রাট, অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া, তাঁহার বিগ্রহ-অন্বেষণের জন্য বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, পূজা করিয়া টোডরমল অন্ন গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের ঊনত্রিংশত্তম বৎসরে গুণগ্রাহী সম্রাট, ইহাঁর গৃহে গমন করিয়া, ইহাঁকে সম্মানিত করেন। টোডরমল হিন্দুগণকে হিন্দীর পরিবর্ত্তে পারস্য ভাষায় কাগজ পত্র লিখিতে বাধ্য করেন ইহাতে হিন্দু-দিগের রাজনীতিক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়। টোডর-মলের জন্মভূমি মনস্থর লাহোর-প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

যে সময় বঙ্গেশ্বর সুলেমান উড়িষ্যার স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য অজস্র শোণিত ধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন, যে সময় উড়িষ্যার স্বদেশভক্ত বীরগণ প্রতিপদে যবনগণকে বাধা দিয়া স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন *। ভবানন্দ পৌত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন, এবং অকাতরে যথেষ্ট পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করেন। তিনি, পৌত্রকে অসাধারণলক্ষণসম্পন্ন অবলোকন

কিন্তু বর্ত্তমান কালে আউদের অন্তর্গত লোহারপুর-নামক স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে †। আমাদিগের দেশে অনেকেই ভ্রমবশতঃ ক্ষেত্রিদিগকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করেন। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে ইহাঁরা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিগণিত হন। রাজপুত বা ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নে ইহাদিগের আসন।

* প্রতাপাদিত্যের জন্ম বা মৃত্যুর সময় কোনস্থানে নির্দ্দেশ হয় নাই; সুতরাং, তাঁহার জন্মমৃত্যুর সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমাদিগকে অনুমান-প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভবানন্দ প্রভৃতির সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপ আদিত্যকে পরাজয় করিয়া যখন জাহাঙ্গীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময় সম্রাট ভবানন্দের কার্য্যে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে কএক খানি পরগণাসহ ফারমান প্রদান করেন। ঐ ফারমানে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ১০১৫ হিজরী উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং, প্রায় ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য সংসারলীলা পরিত্যাগ করেন, ইহা আমরা নিশ্চয়রূপেই

† Proceeding A. S. B. spt 1871. 178 P.

করিয়া, নবকুমারের নামকরণ কালে 'প্রতাপাদিত্য'-নাম প্রদান করেন। প্রতাপাদিত্য পরমরূপবান্ ছিলেন বলিয়া কথিত হন। তিনি, বাল্যকাল গৌড়নগরে অতিবাহিত করিয়া, যে সময় পুরস্ত্রীগণ যশোহরে গমন করেন, সেই সময় তাঁহা-দিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরে অবস্থান-

অবগত হই। তাঁহার রাজত্বকালে যে পর্টুগীজ ধর্ম্মপ্রচারক ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আগমন করেন, সে সময় তিনি তাঁহার দ্বাদশ-বৎসর-বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। রামরাম বসুর লিখিত এবং জনপ্রবাদে আমরা অবগত হই যে, দাউদ ও শ্রীহরী, উভয়ে সমবয়স্ক ছিলেন। দাউদ ৫৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চবিংশতি বা ষড়্বিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সিংহাসনে আরোহণ করেন; সুতরাং, আমরা অবিসম্বাদে অনুমান করিতে পারি শ্রীহরির যদি বিংশতি বা একবিংশতিতম বৎসরের সময় পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা প্রতাপাদিত্যকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা প্রতাপাদিত্যের উনবিংশ বা বিংশতিতম বৎসরে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করি, তাহা হইলেও আমরা উক্ত সময়ে উপস্থিত হই, অর্থাৎ, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের জন্মকাল অবধারিত হয়।

ভবিষ্যপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে, ধূম্রঘট্টপত্তনে (ধুমঘাট) একজন কায়স্থ রাজা উৎপন্ন হইবেন; তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য, দিল্লিশ্বরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, পঞ্চত্বলাভ করিবেন। এই কায়স্থ রাজাই আমাদিগের প্রতাপাদিত্য।

যশোর দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

ইত্যাদি।

কালে বালক প্রতাপাদিত্য পারস্যভাষা-অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প কালের মধ্যে পারস্য ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস করেন। প্রতাপাদিত্য, যশোহরনগরে উপনীত হইয়া, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পৌরুষজনক বিদ্যাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হন। তিনি শরচালনা ও অশ্বারোহণে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এক সময় শরচালনা করিতে করিতে কুমার উড্ডীয়মান একটী ক্ষুদ্র পক্ষিকে শরাঘাতে নিহত করেন ; নিহত পক্ষী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হয়। শরবিদ্ধ পক্ষী কাহাকর্তৃক নিহত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া, যখন বিক্রমাদিত্য অবগত হইলেন যে তাঁহার পুত্রকর্তৃক এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি, প্রতাপাদিত্যকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া, তাঁহার কুকার্য্যের জন্য বহুবিধ ভর্ৎসনা করিয়া, এরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে আদেশ করেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি, প্রতাপের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান দেখিয়া, এরূপ ধারণা করিয়াছিলেন যে, এ পুত্র ভবিষ্যতে পিতৃদ্রোহী হইবে। বালকের বাল্যকাল হইতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্মপরম্পরা অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের এধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। প্রতাপের সুকুমার হৃদয়ে এইরূপ তাঁহার গুরুজন কর্তৃক পিতৃদ্রোহিতা-ভাব রোপিত হয় ; ক্রমশঃ ইহা, বিবর্দ্ধিত হইয়া, বিষমাকার ধারণ করে। বাল্যকাল হইতে প্রতাপ যদি এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহাকে পিতৃব্যহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইত না।

প্রতাপ, বাল্যকাল হইতে স্থলেমানের প্রাধান্যলাভ, তাঁহার উড়িষ্যাবিজয়, উড়িষ্যাবাসিদিগের প্রবলপরাক্রম, দাউদের মোগলগণের সহিত যুদ্ধ, স্বাধীনতারক্ষার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার, আবার নবীন উদ্যমের সহিত দাউদের ঘোরতর যুদ্ধ ইত্যাদি বীরত্ববিষয়ক নানাপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়কে স্বভাবতঃই যুদ্ধপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাঠানগণ, জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; মোগলগণ পরাজিত হইয়া, কিরূপে আত্মরক্ষা করিতেছে; পাঠানগণ, অনুসৃত হইয়া, কিরূপে পলায়ন করিতেছে; এরূপ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে; ইত্যাদি বিষয় অভিজ্ঞ ও অভ্যাগতের নিকট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন *। ইহাতে প্রতাপের বালক হৃদয়ে বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য উদ্বিগ্ন হইল। কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা তাঁহার কোমল মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রতাপ এই স্বকুমার

---

* যাঁহারা অপরিণতবয়স্ক বালকের এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্য গ্রন্থকারের পরিজ্ঞাত নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিত হইল।—এক সময় একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক মানচিত্র-পরিদর্শন কালে কহিয়াছিল,—"ভারতবর্ষে যদি কেহ লোক থাকিত, তাহা হইলে ইহা কখন পরাধীন হইত না। কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, ত্রিপুরা, নিজাম, মহিশুর, বরোদা, রাজপুতনা প্রভৃতি (উক্ত প্রদেশ সকল সে সময় নীলবর্ণে রঞ্জিত থাকায় বালক উহাদিগকে স্বাধীনরূপে গ্রহণ করে) প্রদেশ সকলকে যদি কেহ মিলিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত মুহূর্ত্তে স্বাধীন হয়।

বয়সের একজন ব্রাহ্মণকুমারের সহিত মিলিত হন, তিনিও কিরূপে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়, সেই দুর্ব্বহ চিন্তায় আক্রান্ত হইতেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে, পরস্পর-বিদ্বেষী বঙ্গীয়গণের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়, এই সকল বিষয় উভয়ে একত্র হইয়া চিন্তা করিতেন। এই অসাধারণ বালকের নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী * বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত শঙ্করের চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়াতে উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন, ইহাতেই শঙ্কর প্রতাপের মনোরাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। এই সময় আর একটি বালক ইহাদিগের সহিত মিলিত হন; তাঁহার নাম সূর্য্যকান্ত গুহ। প্রতাপ অধিকাংশ সময় এই সকল বন্ধুর সহিত সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভীষণকায় ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু সকল মৃগয়া করিয়া, বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রতাপ মৃগয়াকালে এরূপ অসীম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন যে, তাহা সচরাচর জনসাধারণমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে যশোহরে আগমন করিলে পর তাঁহার পিতার দেহত্যাগ হয়। এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতি আহূত হন, তাঁহারা, সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া, বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক পরিমাণে অন্যান্য জাতি আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের স্বজাতীয়গণ, এ প্রদেশে না

* ঘটকীকোষকার ইহাঁকে শঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

থাকাতে, অতিদূরতর প্রদেশ হইতে অতি অল্প পরিমাণেই আগমন করেন, এই অভাব দূর করিবার জন্য বসন্ত রায়ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে স্বজাতীয়গণকে আনয়ন করিয়া, এ প্রদেশে বাস করাইবার জন্য বিক্রমাদিত্যকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য বসন্ত রায়ের এই সৎপ্রস্তাব অতি আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। তিনি বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিশুদ্ধ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, অতিসমাদরের সহিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থও বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া, যশোহর-নগরে আনয়ন করিলে, বসন্ত রায়, স্বয়ং গমনপূর্ব্বক, আহূতগণের অভ্যর্থনা করিয়া, উপযুক্ত স্থানে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ তাঁহাদিগের রাজ্য-মধ্যে যিনি যথায় বাসস্থানের জন্য ভূমি নির্ব্বাচন করিলেন, তিনি তথায় উপযুক্ত পরিমাণে ভূমি বৃত্তিরূপে প্রাপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বহুল পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর ভূমি রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত হন। বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী গ্রামে গ্রামে সংস্থাপিত হইল। অল্প দিনের মধ্যে এ প্রদেশ জন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা বিক্রমাদিত্য সমাজ বলিয়া সে সময় প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেই সময়ে এক কবি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যশোহরে উপনীত হইয়া তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

যশোহর পুরী কাশী দির্ঘীকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥

যশোহরপুরীর অত্যুচ্চমন্দিরসকল কাশীর রমণীয়তাকে ও মণিকর্ণিকা নাম্নী দির্ঘীকা মণিকর্ণিকার পূতসলিলকে অনুকরণ করে। অশেষ শাস্ত্রবিৎ তর্কপঞ্চানন এই নগরের সাক্ষাৎ ব্যাসদেব এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বসন্ত রায় এ স্থানের কালভৈরবের ন্যায় বিরাজিত হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোক-ক্ষয়করী মহামারীতে বঙ্গের বিশাল রাজধানী গৌড় নগর শ্রীভ্রষ্ট হইলে পর বিপুল অরণ্যানির মধ্যে এই নব প্রতিষ্ঠিত নগর দিন দিন যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে তাহাতে ইহার যশোহর নাম নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। তৎকালে যশোহর নগর গুণীজনের প্রধান আশ্রয় ভূমি ছিল। সকল প্রকারের গুণিগণ এস্থানে বিশেষরূপে আদৃত ও পূজিত হইতেন।

এইরূপ একটী নবীন সমাজ সংস্থাপন করিয়া বিক্রমাদিত্য অতি সমারোহের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিবাহের উদ্যোগ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে রাজধানীতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুণিগণ নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত হন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আগমণের সুবিধার জন্য নানা স্থানে নৌকা ও কর্ম্মচারী সকল প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল কর্ম্মচারী-গণ যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে গমন করিবেন তাঁহাদিগের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয় তাহার ব্যবস্থা যত্নের সহিত করিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত জনগণের সম্মিলনে যশোহর আনন্দময় হইয়া উঠিল। সমাগত ব্যক্তির প্রীতির জন্য নানা প্রকার ঐন্দ্রজালীক ক্রীড়া, সুমধুর কণ্ঠ গায়কগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের ভাব পরিপূর্ণ সুললীত সঙ্গীত গীত হইতে

লাগিল। মৎস্য মাংস বহুল অন্ন ব্যঞ্জনের প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠান হইল। এইরূপে মহা সমারোহের সহিত প্রতাপের বিবাহ কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিতগণ বিদায়কালে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র অর্থ প্রাপ্ত হন। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা এ প্রদেশে বাস করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে রাজসংসার হইতে সহায়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন প্রতাপের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হইবে কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতাপের অমানুষিক পরাক্রম, অসাধারণ উচ্চাভিলাষ, দলবদ্ধ হইয়া হিংস্র জন্তু সঙ্কুলগভীর অরণ্যমধ্যে সর্ব্বদা মৃগয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিক্রমাদিত্য তাঁহার পুত্রের এই সকল কার্য্য মধ্যে "পিতৃদ্রোহিতা" দিন দিন স্ফুটতররূপে দেখিতে লাগি-লেন। ভ্রাতৃবৎসল বিক্রম, পাছে পুত্র হইতে ভ্রাতার কোন-প্রকার অমঙ্গল সাধিত হয় এই ভয়ে একসময় তিনি বসন্তরায়ের নিকট পুত্র পরিত্যাগ বাসনা প্রকাশ করেন। ধার্ম্মিকবর বসন্তরায় এরূপ গুণবান্ সর্ব্ববিদ্যা-সম্পন্ন পুত্র হইতে কোনবিপদ আশঙ্কা নাই এইরূপ কহিয়া ভ্রাতাকে এরূপ দুষ্ট সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করেন।

প্রতাপ যৎকালে গৃহে অবস্থান করিতেন সে সময় রাজ্যের আয় ব্যয় ও শাসনব্যবস্থা অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করি-তেন, যে সময় তিনি কঠোরভাবধারণ করিতেন সে সময় তাঁহাকে যমরাজ প্রতীম বলিয়া বোধ হইত কিন্তু অন্য সময় তাঁহার মধুর বাক্য, সহৃদয় ব্যবহার দেখিলে, ইহাঁতে অনুম কঠোরতাআছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রতাপের দুর্ভাগ্য-

বশতঃ বিক্রমাদিত্য পুত্রের তীক্ষ্ণতাই সকল কার্য্যে সর্ব্বদা অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রের জন্য যাহাতে ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, যাহাতে সংসারমধ্যে কোনরূপ অশান্তি উৎপন্ন না হয়, সেজন্য তিনি প্রতাপকে কিছু দিবস দূরদেশে রাখিতে বাসনা করেন। দূরতর প্রদেশে কিছু দিন অবস্থান করিলে, আত্মীয়-বন্ধু বান্ধব-বিয়োগজনিত বেদনা, তাঁহার হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর করিয়া, তাহার স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিবে, বিবেচনা করিয়া আগ্রাতে তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্মচারির পরিবর্ত্তে প্রতাপকে প্রেরণ করিতে মনঃস্থ করেন। আগ্রা সে সময় ভারতের রাজধানী। ইহা দূরতর প্রদেশ ; এস্থানে কিছু দিবস অবস্থান করিলে, কুমারের বহুদর্শিতা বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত, বিদ্বদ্গণসমাগমে মনও উন্নত,এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে। বিক্রমাদিত্য, এইরূপ সংকল্প করিয়া, বসন্তরায়কে তাঁহার মনোগতভাব জ্ঞাপন করিয়া কহেন,— "প্রতাপ এক্ষণেপ্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে এবং রাজকার্য্যেও প্রবীণতালাভ করিয়াছে ; এরূপ স্থলে আমি বিবেচনাকরি তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য আগ্রাতে রক্ষা করিলে, আমাদিগের সকলপ্রকার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। সম্রাট আকবর এক্ষণে ভারতসিংহাসনে অধিরূঢ়। তিনি যেরূপ গুণবান্, ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী, সেরূপ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতসিংহাসনে যবননৃপতিগণের মধ্যে কেহ আরোহণ করেন নাই। সকলশ্রেণীর গুণিগণের তিনি পরম-উৎসাহদাতা ; এজন্য সকল দেশের গুণিজনসমাগমে তাঁহার স্থল অলঙ্কৃত হইয়াছে। কুমার যদি প্রতিভাবলে সম্রাটের কৃপাকণালাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত

হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ নানাপ্রকার জল্পনা করিয়া, প্রতাপকে দিল্লী প্রেরণের স্থির সংকল্প করেন। বসন্ত রায়, ভ্রাতার এপ্রস্তাব বিনীতভাবে প্রতিবাদ করিয়া, কহিলেন,—"কুমার বুদ্ধিমান হইলেও, এখনও অপরিণতবয়স্ক; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দূরতর প্রদেশে প্রলোভনবস্তুপরিপূর্ণ রাজধানীমধ্যে প্রেরণ করা কি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন? রাজপুরুষগণ আপন-আপন পক্ষের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য কিরূপ কূটনীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা আপনি বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। যদি কুমার এইরূপ কোনপক্ষ অবলম্বন করিয়া, বিপদগ্রস্ত হন, তখন ইহাঁকে কে রক্ষা করিবে? যদিবা ইনি সম্রাটের কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হন, তখন অন্যের ঈর্ষা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে কি সমর্থ হইবেন? এই সকল বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রায় কুমারের দিল্লীগমনের বাধা প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য, পুত্রকে দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিলে, তাহার পিতৃদ্রোহিতা ভাববিলুপ্ত হইবে বিবেচনাপূর্ব্বক বসন্তরায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পুত্রের আগ্রাগমনের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করেন। বসন্ত রায়, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুসারে প্রতাপকে দিল্লী যাইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ পিতৃব্যের আদেশানুসারে দিল্লীগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৌকাসকল সজ্জিত হইল, শঙ্কর-সূর্য্যকান্ত সুন্দর-প্রভৃতি সহচরগণ দিল্লী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ, নির্দ্দিষ্ট দিবসে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে অভিবাদন করিয়া, সহচরগণসহ নৌকাতে আরোহণ করিলেন। যশোহরের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই ইহাঁদিগের বিদায় দেখিবার জন্য যমুনার তটে সমবেত হইলেন। কুমার, ভক্তিপূর্ণ ও

সস্নেহে [illegible] যথাযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া, নৌকা-যোগে দিল্লীযাত্রা করিলেন। মহারাজ বসন্ত রায়, প্রতাপের সহিত [illegible] গমন করিয়া, তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিয়া, যশোহরে প্রত্যাগমন করিলেন।

[illegible], পিতৃব্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে দিল্লী-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল যে, পিতৃব্যের চক্রান্তেই তিনি জনক-জননী-ও জন্মভূমি-বিচ্যুত হইলেন। পূজনীয় পিতৃদেব, পিতৃব্যকর্তৃক চালিত; পিতৃব্যই তাঁহার বিরুদ্ধে পিতার হৃদয়ে বিজাতীয় বিদ্বেষ[illegible] রোপণ করিয়াছেন; পিতৃব্যই গোপনে গোপনে [illegible] [illegible]চ্ছেদ বাসনা পোষণ করেন; তাঁহার প্রতি যে সস্নেহ[illegible] প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ বাহ্যিক-কপটতাপরিপূর্ণ। [illegible] সময় হইতে বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ ভ্রমধারণা হৃদয়ে [illegible] পোষণ করিতে আরম্ভ করেন।

[illegible], সহচরগণসহ গঙ্গাবক্ষে নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী গৌড়নগরে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের আর পূর্ব্বশ্রী নাই। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সপ্তশত বৎসর [illegible] হইতে যে নগরী ভারতের অন্যান্য নগরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; যে নগরীর অতুল সমৃদ্ধির কথা পাশ্চাত্য নরপতিগণের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইত; যে নগরী কখন লক্ষ্মণাবতী, কখন বা জেন্নিতুয়াবাদ * নামে অভিহিত

* সম্রাট হুমায়ুন এই নাম প্রদান করেন। ইহার [illegible] স্বর্গপুরী।

হইয়াও, স্বীয় প্রাচীন নাম পরিত্যাগ করে নাই; যে নগরী অনূ্যন দৈর্ঘ্যে ৭। ৮ ক্রোশ এবং প্রস্থেও প্রায় সার্দ্ধক্রোশ পরিমিত ছিল; আজ তাহা জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যে নগরীর রাজপ্রাসাদ, বিস্তৃত রাজপথ, নগর, দ্বার ও প্রাকার এবং উপাসনা-গৃহসকল ভারতে অতুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত; যাহার কারুকার্য্য এখনও দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, সেই নগরী হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। যথায় নাগরিকগণ উৎসবনিমগ্ন হইয়া, ক্রীড়া করিত, এখন তথায় চতুর্দ্দিকে নরকঙ্কালপরিপূর্ণ হওয়াতে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যজীবন ক্ষণভঙ্গুর! ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও মানবগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উদ্যমশীল, জন্মভূমি-রক্ষার জন্য অসীম পরাক্রম, অথবা দিগ্দিগন্তরে স্বজাতীয় কীর্ত্তি-পরম্পরা ঘোষণা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত কেন না হন! ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েক মাসের মধ্যে কত সহস্র লোক মানব-লীলা সম্বরণ করিল! তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যদি সেই সকল ব্যক্তি, স্বাধীনতা লাভের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ বিঘোষিত করিয়া, সমরানল প্রজ্জলিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র ভারতের অদৃষ্টচক্র যুগ-যুগান্তরের জন্য পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেন; তাহা হইলে অনন্ত কালের জন্য সেই সকল মহাত্মার পবিত্র নাম প্রত্যেক নরনারীকর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। কমল-দল-গত জলবিন্দুর ন্যায় এ জীবন অত্যন্ত চঞ্চল, ইহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করিয়াও, কেন যে মনুষ্যগণ পরাধীনতার তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ-যাতনা ভোগ করে, কেন যে অবিবেকী প্রভুর নির্দ্দয় কশাঘাত সহন করে, গৃহশস্যপরিপূর্ণ হইলেও কেন যে উপোষণে দীনের

ন্যায় দিন যাপন করে, তাহা বুঝি না। প্রতাপ সহচরগণসহ এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। গৌড়নগর বিধ্বংস হইবার পর মোগলকর্ম্মচারীগণ রাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। প্রতাপ এস্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া আবার গন্তব্য অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে পাটনানগরে উপস্থিত হন। এই প্রাচীন পাটলীপুত্র বা কুসুমপুর। এই স্থানে নন্দবংশীয় মহারাজগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কুটনীতিবেত্তা চাণক্য, কুটনীতি জালবলে এই স্থান হইতেই নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মহাপ্রাজ্ঞ-ধর্ম্মবুদ্ধি-অশোকপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রমণগণ নানাপ্রকার অচিন্তনীয় ক্লেশ সহনপূর্ব্বক আফগানিস্থান, পারস্য, আরব, মিশর তুরস্ক, রুষ, মধ্যএসিয়া, তীব্বত, চীন, মালয় উপদ্বীপ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পশুপ্রায় মনুষ্যসমাজমধ্যে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বভৌম প্রেম ও উপাদেয় উপদেশ সকল অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উপবেশন করিয়া, প্রাণিজগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাভাগ প্রিয়দর্শী, রুগ্ননিবাস সংস্থাপন এবং উপদেশপরিপূর্ণ শাসনবাক্য সকল শিলাতলে খোদিত করিয়া, রাজ্যের নানাস্থানে সংনিবেশ করেন। মহাবীর আলেকজেণ্ডার, যখন নানাদেশ পরাজয় করিয়া, বিজয়বাহিনীসহ উত্তর ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন এই মগধরাজ্যের ভুজবল ও ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণমধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।—ইত্যাদি প্রাচীনকথাসকল প্রতাপা-

পিতা প্রভৃতির স্মৃতিপটে উদিত হইয়া, তাঁহাদিগকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূরিত করিতে লাগিল। তাঁহারা পাটনায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র অনবরত গমন করিয়া, কএক দিবসের মধ্যে তাঁহারা কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা, পুণ্যকৃত্যসকল সম্পন্ন করিয়া চরণাদ্রিদুর্গের (বর্ত্তমান চুনার) পাদদেশে উপস্থিত হন। এই দুর্গকে অনেকে বঙ্গের দ্বারস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাকবি ভর্ত্তৃহরি, রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, এই স্থানের যে নিভৃত গিরিগহ্বরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি তাহা দর্শন করিয়া সের সা প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান কালে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই সকলবিষয়ক নানাপ্রকার আলাপ করিতে করিতে বিন্ধ্যাচল-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যস্থানে তাঁহারা ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর পূজনাদি সমাপন করিয়া, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগক্ষেত্রে গমন করেন। কালিন্দীর কৃষ্ণজলরাশি গঙ্গার নির্ম্মলসলিলের সহিত মিলিত হওয়াতে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা উৎফুল্লনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এস্থানে তাঁহারা কএক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা, গঙ্গার বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনার তটে কোন স্থানে হরিণযুথ সতর্কতার সহিত বিচরণ করিতেছে, ময়ূরময়ূরীদল কোন স্থানে দলবদ্ধ হইয়া, বৃক্ষোপরি উপবেশন করতঃ মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে কেকাধ্বনি করিতেছে, কোথাও বা পুচ্ছ-

জাল বিস্তার করিয়া, দর্শকগণের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতেছে, কোথায় বা কূর্ম্মকুল, কোথায় বা কুম্ভীরদল শাবকগণসহ আতপতাপে পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত করিতেছে, কোন স্থানে সারসসকল আহার অন্বেষণ, বালহংস-মৎস্যরঙ্গ-বকপ্রভৃতি পক্ষিসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি দর্শন করিয়া, বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা চারিমাস জলপথে অতিবাহিত করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে আগরা নগরে উপস্থিত হন। আগরা সে সময়ে ভারতের রাজধানী ছিল। সম্রাট সেই স্থলে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন; এজন্য ভারতের নানাপ্রদেশের নানা লোকসমাগমে এখানকার সুপ্রশস্ত রাজপথ পরিপূর্ণ থাকিত। প্রতাপাদিত্য রাজকীয় কর্ম্মচারিকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, এক সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করিলেন। তিনি, পথক্লেশ দূর করিয়া, এক দিন স্বহস্তে নানাবিধ বহুমূল্য উপহারদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সম্রাটের দর্শনার্থ গমন করেন। সম্রাট, লোকপরম্পরায় প্রতাপের আগমন কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে উপবেশন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আকবরের বিরাটসভা দেখিবার পর হইতেই প্রতাপের হৃদয়মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মধ্য এসিয়া হইতে কতকগুলি মুষ্টিমেয় বীরপুরুষ আগমন করিয়া, অসিবলে ভারতবাসিকে পরাজয় করিয়া, তাহাদিগের অতুলনীয় ধনে ধনবান হইয়াছে। কিরূপে এই পরাজিত জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কোন উপায়ে পুনরায় হিন্দুগৌরব হিন্দু প্রাধান্য হিন্দুভূজবল এবং হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য এক হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তররূপে

উপস্থিত হয়। কিরূপে পরস্পর আচার-ব্যবহার-পরিচ্ছদ-ও-ভাষ বিভিন্ন হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিরূপে হিন্দুগণ আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ডরূপ ধারণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধস্থলে শত্রুকুলমথনে প্রবৃত্ত হয়, তিনি বন্ধুগণসহ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতাপ যখন শ্রবণ করিতেন, রাজপুতনায় প্রবলপরাক্রান্ত মহাবীর রাজপুতগণ প্রতিপদে প্রতিহত হইয়াও, যখন মোগল-বাহিনীকে নিপীড়িত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না, তখন তাঁহার ঘোরতমসাবৃত হৃদয়াকাশে এক একবার বিদ্যুৎ-ধারা প্রবাহিত হইত। আবার যখন তিনি দেখিতেন মানসিংহ, ভগবানদাস, বিহারী মল প্রভৃতি রাজপুতগণ, সম্রাটের নিকট বহুলপরিমাণে আধিপত্য লাভ করিলেও, যখন যবন-সম্বন্ধ নিবন্ধন আপামর সাধারণ হিন্দুকর্ত্তৃক ধিক্কৃত, নিন্দিত ও ভৎসিত হইতেছেন, তখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইত যে, হিন্দুগণ এখনও জীবনবিহীন হয় নাই। প্রতাপ যখন দেখিলেন, মহামতি টোডরমল, অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগলরাজ্যের রাজস্ব সংস্কার করিতেছেন; মানসিংহ বীরবল প্রভৃতি হিন্দুসেনানী গণের ভুজবলে মোগলরাজ্যের সীমা চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে তখন তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া, মনে করিতেন, যদি কখন ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া, হিন্দুর রাজ্য হিন্দুকে পুনরায় প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা সুচারুরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

প্রতাপ, আগরাতে অবস্থানকালে মোগলসাম্রাজ্যের

শাসন প্রণালী-যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি-বিষয় সুন্দররূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি সকলশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকের অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ সম্রাটের দরবারে গমন করিতেন, এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাপ আমিরগণের স্নেহপাত্র হন।

এক সময় সম্রাট আকবর, নানাপ্রকার কথোপকথন কালে সভাসদকে একটি সমস্যা জিজ্ঞাসা করেন। সমাগত সভ্যগণ সকলেই এক একটি কবিতারচনা করিয়া সমস্যাপূরণ করেন; সম্রাটের কিন্তু কোনটাই মনোনীত না হওয়াতে, তিনি পুনরায় ইহাপূরণ করিতে আদেশ করেন। প্রতাপাদিত্য স্বীয়, প্রতিভা প্রদর্শনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সম্রাটের নিকট গমন করেন এবং যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "জাঁহাপনার আজ্ঞা হইলে এ সেবক সমস্যাপূরণ করিতে পারে।" তৎশ্রবণে সম্রাট, একজন উন্নত ললাট প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘকায়, আড়ম্বরবিহীন পরিচ্ছদ যুবককে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া সমস্যাপুরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ সম্রাটের আজ্ঞায় উৎফুল্ল হইয়া সমস্যা পূরণ করিলেন*। প্রতাপের পাদপূরণ সম্রাটের মনোনীত

* রাম রামবসুর গ্রন্থ হইতে সমস্যাটি উদ্ধৃত হইল :—
সম্রাটের সমস্যা :—শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।
প্রতাপের পূরণ :—
শোবর কামিনী নীর নিহারতি রিত ভালি হেঁ।

হওয়াতে তিনি তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্যদ্রব্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন, অদ্য হইতে প্রতাপ সম্রাটের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন ; ইহার সহিত তাঁহার ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তিত হইবার পথ উদ্ঘাটিত হইল। প্রতাপ, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আকবরের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তিনি কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া, দুর্জ্জয় পাঠানগণকে পরাস্ত করিতেছেন, কোন নীতি-অনুসারে বিশাল ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কোন নীতি বলে মুষ্টিমেয় মোগল সৈন্য লইয়া কোটি কোটি ভারতবাসিকে পদদলিত করিতেছেন, প্রতাপ এই সকল বিষয় লক্ষ্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রতাপ যতই মুসলমানদিগের শাসন নীতি অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাহার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি স্পৃহা বলবতী হইয়া তাঁহাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। প্রতাপ, যে সময় আগরায় অবস্থান করেন, সে সময় তিনি অবকাশক্রমে বন্ধুগণসহ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তিনি পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাটপ্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যথেষ্টরূপে নানাবিষয়ক অভিজ্ঞতালাভ করিতেন।

প্রতাপ, বন্ধুগণসহ নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় সম্রাট সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে প্রতাপ ও শঙ্কর

চিরমচরকে পঠপর বাপিকে ধারেন্থু চন্দ্র চলি হেঁ।
রায়বেচারী আপন মনমে উপমাও চারি হেঁ।
কেছুঙ্গঁ মরোবতি শ্বেতভুজঙ্গিনী জাত চলি হেঁ।

ভারতের রাজধানী, মোগল-গৌরবের কেন্দ্রভূমি আগ্রানগরীতে অবস্থান করিয়া মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংসের পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন। কি উপায়ে মুসলমানদিগকে ভারত হইতে দূরীকৃত অন্ততঃ বঙ্গদেশ হইতে নিষ্কাসিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিরূপে আবার হিন্দুগণ পুনরায় আপনাদিগের প্রাধান্য-লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচতুর আকবর যেরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন, এরূপ ভাবে ইঁহার সন্ততিগণ যদি রাজ্য [illegible] করেন, তাহা হইলে মুসলমানরাজ্য যে আবার বহুকালের জন্য [illegible]তে দৃঢ়মূল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দুগন স্বভাব[illegible]ই ধর্ম্মভীরু ও অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় সম্রাট হিন্দুচরিত্র অবগত [illegible]রিয়া প্রায় অর্দ্ধ হিন্দু হইয়াছেন, ইনি হিন্দুদারা পরিগ্রহ [illegible] হিন্দু হৃদয়ে যেরূপ আধিপত্যলাভ করিয়াছেন, ইঁহার সন্ততিগণ[illegible] যদি এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ অচিরকাল মধ্যে যে যবন সংসর্গ দুষ্ট হইবে না তাহা [illegible]ক করিতে পারে? হিন্দু কুলাঙ্গার, পাপিষ্ঠ বিহারীমল *

* বিহারীমল, ইনি মানসিংহের পিতামহ ও ভগবান দাসের পিতা; রাজপুতদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে আকবরের সভায় আগমন পূর্ব্বক সম্রাটকে কন্যাসম্প্রদান করিয়া পাঁচহাজারী পদে সম্মানিত হন। ইঁহার পুত্র ভগবান দাস, সলিমের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া ও আমির-উল-ওমরা উপাধি এবং পাঁচহাজারী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল মহাপুরুষ বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশের বিশেষ লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ইতিহাস যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই সকল কুলাঙ্গারের কুকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

রাজসম্মান লাভের জন্ত যেরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; যদি সেইরূপ সেই সময় ভারত গৌরব রবি মহাভাগ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ, ভীম পরাক্রমের সহিত মোগলসৈন্ত বারিধি হইতে চিতোর তটভূমিকে রক্ষা না করিতেন, যদি তাঁহার বীরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মেবার ভূমি ঘোরতর বিক্রমের সহিত স্বাধীনতাও প্রাণান্ত রক্ষা করিবার জন্ত ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আজ রাজপুতনা মনুষ্য সমাজের নিকট পরমপবিত্র তীর্থস্থলরূপে কথনই পরিণত হইত না। এখন কি উপায়ে বঙ্গদেশকে স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন করিতে পারা যায়, কিরূপে বঙ্গীয়গণের হৃদয় মধ্যে স্বাধীনতার কমনীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে জন্মভূমির জন্ত স্বার্থপরিত্যাগ ব্রতে দীক্ষিত করিতে পারা যায়, বন্ধুদ্বয় এই সকল বিষয়ের সিদ্ধির জন্ত সর্ব্বদাচিন্তা নিমগ্ন থাকিতেন।

তীক্ষবুদ্ধি প্রতাপ, সম্রাটসহ ঘনিষ্ঠতার সহিত কুমার সেলিম, বিপুলধী বীরবল, মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল, মহাবীর মানসিংহ, উদারধী ফৈজী, আবুলফজেল প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনিষীগণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যুবকদ্বয়ের প্রতিভা পরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, যে সকল মস্তিষ্কের দ্বারা এই বিশাল মোগল রাজ্য পরিচালিত হইতেছে, যে সকল ব্যক্তির অসাধারণ ভুজবলে দিন দিন রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইতেছে, তাঁহাদিগের স্বভাবচরিত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ যখন দেখিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান

প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার সবিশেষরূপে পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগের বার্ষিকদেয় কর প্রদান রহিত করিয়া দেন; এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়; তিনি প্রতাপকে, কর না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতাপ সবিনয়পূর্ব্বক সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহেন "মদীয় পিতৃদেব, বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া খুল্লতাত বসন্তরায়ের উপর, রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, জানিনা কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া খুল্লতাত দিল্লীতে কর প্রেরণে এরূপ শৈথিল্যপ্রকাশ করিতেছেন। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; ইহার কারণ জানিবার জন্য আমি স্বদেশে লোক প্রেরণ করিয়াছি। আমার বোধ হয়, উপযুক্ত শাসন অভাবে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাগণ কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছি; এক্ষণে জাঁহাপনা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেবক তাহাই সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত" প্রতাপ ইত্যাদি কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে সম্রাট কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "প্রতাপ তুমি যদি তোমাদিগের দেয় রাজস্ব যথানরূপে সংগ্রহ করিয়া প্রদান কর তাহা হইলে তোমাকে আমি সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি, আমি বিবেচনা করি, তুমি ঈশ্বরের কৃপায় সুশৃঙ্খলার সহিত স্বীয় রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবে"। সম্রাট এই সকল কথা কহিলে প্রতাপ অভিবাদন করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কিছু দিনের সময় প্রার্থনা করিলেন। ভগবানও সেই সময় তাঁহার

অভীষ্টসিদ্ধির সোপান উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতাপ অল্প সময়ের মধ্যে প্রদেয় রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে সম্রাট তাহার মধ্যে তিনলক্ষ টাকা প্রতাপকে প্রত্যর্পণ এবং ফারমান প্রদান পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্যে নিয়োগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

সম্রাটের নিকট হইতে ফারমানপ্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপ স্বদেশে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশে উপস্থিত হইলে পিতৃব্য যদি রাজ্য অধিকার পক্ষে কোন রূপ বাধা প্রদান করেন; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন এবং স্বয়ংও কিয়দংশ সৈন্য নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সুদক্ষ রণনিপুণ, যুদ্ধপ্রিয় দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। গমন কালে প্রতাপ এবং শঙ্কর প্রত্যেক দেশ, নগর ও গ্রামের অবস্থা অতি সূক্ষ্ম রূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস মোগলকুলগৌরব আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ অপত্য নির্ব্বিশেষে সুসাশিত এবং রাজপুরুষ দিগের প্রবল অত্যাচার হইতে প্রজাগণ সুরক্ষিত হইত; এরূপ যাঁহারা বিবেচনা করেন তাঁহারা পরমভ্রান্ত সন্দেহ নাই। সে সময় বঙ্গদেশের নিরীহ প্রকৃতির প্রজাগণ মুসলমানদিগের প্রপীড়নে এরূপ অত্যাচারিত হইয়াছিল যে তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই সম্রাটসেনা আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতনা, নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক প্রজা মাত্রের গৃহলুণ্ঠন ও দাহ করা মোগলদিগের প্রাত্যাহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল

সে সময় দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত হইয়া সময় যাপন করিত, প্রকাশ্য রাজপথ ও জলপথ দস্যুগণের বিশ্রাম ভূমি রূপে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গে পাঠান শক্তি তখন সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মূল হয় নাই, ইঁহারা অধিকাংশই জমীদার ও রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থান করিতেন, কিঞ্চিৎ-মাত্র সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই দলবলসহ মোগলগণের উপর আক্রমণ করিতেন। ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইবে বিবেচনা করিয়া ইহাদিগের সহিত হিন্দুগণও দলে দলে মিলিত হইতেন। যখন বঙ্গ দেশে এইরূপ অরাজকতা সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তমান ছিল সেই সময়ে প্রতাপ বিপুলবাহিনী পরিচালনা করিয়া প্রয়াগাদি তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। বারাণসী হিন্দু-জগতের কেন্দ্র ভূমি, সকল দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর সহিত পরলোকসম্বন্ধে কাশীর সহিত সম্বন্ধ আছে, কি রাজনৈতিক কি ধর্ম্মনৈতিক সকল বিষয়ের যদি কাশীকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য করা যায় তাহা হইলে, সেই মত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইতে বেশী সময় ও প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রাজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধদেব, প্রাণীজগতের শোকতাপ দূরীভূত করিবার জন্য এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, যেরূপে ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই স্থান হইতে হিন্দুজা-তির স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপন জন্য, কেহ যদি নীতিচক্র ঘুরাইতে পারেন তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টচক্র তাহার সহিত ঘূর্ণিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এস্থানে আগমন করিয়া, কর্ম্মাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবনাতিবা-হিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিতে পারিলে

সেই সকল স্বার্থবিহীন পুরুষগণ দ্বারা অসাধারণকার্য্যপরম্পরা সাধিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের উপর কাশীর এইরূপ প্রাধান্য অবলোকন করিয়া মহাভাগ শঙ্কর এই স্থানে তাঁহাদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রতাপের সহিত পরামর্শ করেন।

কাশীতে অবস্থানকালে প্রতাপ পুণ্যকৃত্যসকল অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী. প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। চিরকাল হইতেই কাশী হিন্দু জগতের বিশ্ববিদ্যালয়, এস্থানের দরিদ্রবিদ্যার্থীবর্গের অভাব মোচনের জন্য তিনি বহুল অর্থব্যয় করেন, জনসাধারণের সুবিধার জন্য প্রতাপ ভগবতী চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর নিকট একটি উৎকৃষ্ট ঘাট নির্ম্মাণ করেন, বর্ত্তমানকালে কাশীরঘাট সমূহের মধ্যে ইহা একটি অতি প্রাচীন ঘাট এবং বাঙ্গালীদিগের অতি প্রাচীন কীর্ত্তি। প্রতাপ, ভগবতী চতুঃষষ্ঠীর সম্মুখে অসুরমর্দ্দিনী ভদ্রকালীর একটি প্রতিমা সংস্থাপিত করেন, ইহা স্থাপনের সময় কাশীবাসী জনসাধারণকে প্রতাপ বহুলপরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ও অর্থপ্রদান করিয়াছিলেন, এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে প্রতাপ কাশীবাসী নানাদেশীয় জনসমূহের হৃদয়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভুতা বিস্তার করেন। প্রতাপ বারাণসীতে এইরূপ বহুবিধ পুণ্যকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দলবলসহ প্রতাপ কয়েকদিবস পথ অতিক্রমণ করিয়া বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনানগরে উপস্থিত হন। সম্রাট আকবর, শাণিত অসিবলে রাজস্বপ্রদানে অস্বীকৃত মোগল রাজপুরুষ-

গণকে দমন করিলেও তাহাদিগের হৃদয় হইতে অশান্তিবহ্নী এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। পূর্ব্বে তাহারা প্রতারণা করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনোপার্জ্জন করিত, এক্ষণে সম্রাটের নূতন নিয়মানুসারে সে সমস্ত বন্ধ হওয়াতে কলহপ্রিয় তুর্কীগণ গত বিদ্রোহে পরাস্ত হইলেও এখনও তাহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে দুর্বাসনা পোষণ করিতেছে। এই সকল প্রদেশের প্রজাবর্গ, রাজপুরুষ ও বিদ্রোহীগণের প্রবল অত্যাচারে এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে, রাজশক্তির বিভীষিকা তাহাদিগের হৃদয়ে অণুমাত্র ভীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। বায়ু যেরূপ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে প্রচণ্ডবল ধারণপূর্ব্বক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে; সেইরূপ অত্যাচারিত, দুর্বলপ্রজা প্রবলরূপে পীড়িত হইলে তাহারাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজশক্তিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধ যাত্রী সেনাগণের সর্ব্বদা ইতস্ততঃ গমনাগমন জন্য ক্ষেত্রসকল মর্দ্দিত, গৃহ সকল লুণ্ঠিত, মন্দির সকল দূষিত ও প্রজাসকল উৎপীড়িত হইতেছে; প্রতাপ দেশের এই সকল অবস্থা দেখিতে দেখিতে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বৈদেশিকগণের পাশব অত্যাচার হইতে কিরূপে দেশকে বিমুক্ত করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলকে এক প্রাণে মিলিত করিয়া দেশের সাধারণ-শত্রু অত্যাচারিগণকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলে পরস্পরের সুখে দুঃখে পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিক্ষিত হয়; কিরূপে দুষ্ট প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে অভিমতি প্রকাশ ও খড়্গপাণী হইয়া

অহার প্রতিশোধ লইতে সকলে অভ্যস্ত হয়, কিরূপে বঙ্গীয় গণ দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থলে স্নেহ ও প্রীতি অভ্যাস করে; কিরূপে সকলে আপন-আপন দুরবস্থার বিষয় অনুদিন অনুশীলন করিয়া উত্তেজিত হয়; কিরূপে ব্যসনাসক্ত পশুপ্রায় ধনবান্‌গণ দেশের কল্যাণার্থ মুক্তহস্ত হন; কিরূপে সকলে আপন আপন ক্ষুদ্রস্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দেশের স্বার্থের জন্য মন ও শরীর অর্পণ করিতে দৃঢ়ব্রত হন, প্রতাপ শঙ্কর এবং সূর্য্যকান্ত এই বন্ধু ত্রিতয় এক প্রাণ হইয়া তাহার উপায় নিরূপ-করণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কুমার প্রভৃতি যখন কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে গমন করেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় অন্যরূপ ছিল, এখন তাঁহারা জন্মভূমির স্বার্থরক্ষার জন্য ঘোরতর সন্ন্যাসব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন. এখন হইতে তাঁহারা জন্মভূমির উদ্ধার বাসনায় মায়ামোহ লোভ লজ্জাপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সুখ দুঃখে অবিকম্পিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা জন্মভূমির অধীনতা পাশচ্ছেদন করিবার জন্য এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত পথে যেরূপ বাধা উপস্থিত হউক না কেন তাহা অশঙ্কিতচিত্তে দূর করিতে বদ্ধপরিকর হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যশোহরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, বহু সৈন্য সহ প্রতাপাদিত্যের আগমনবার্ত্তা যশোহরে উপস্থিত হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, প্রতাপের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া পরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। তাঁহারা পুত্রের আগমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ধীরে ধীরে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা করিয়া যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া নগর অবরোধ ও ধনাগার হস্তগত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপের ঈদৃশ আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। প্রতাপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের রাজ্যনিহন্তা পিতৃব্যদেব, তাঁহার অভীষ্ট সাধনের প্রধান অন্তরায় হইবেন, এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ নগর ও রাজকোষ হস্তগত করিতে না পারিলে, ইহাতে লোকক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নগর আক্রমণ করেন। নগরাক্রমণকালে প্রতাপ, পিতৃব্যের হস্ত হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অল্প সময়ের মধ্যে অবলীলাক্রমে সমস্ত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। নগরবাসীরা, প্রতাপের আগমনে উল্লসিত এবং এরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ বাসনায় সন্নিবেশিত শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হন। প্রতাপ,

পিতৃদেবের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া, অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া অভিবাদ্য বর্গকে যথারীতি অভিবাদন করেন; এবং পিতার সম্মুখে, করযোড়ে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিক্রমাদিত্য, পুত্রকে লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে সস্নেহ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ নিকটে উপবেশন করিতে আদেশ করেন। প্রতাপ, পিতার নিকট উপবেশন করিলেন; বিক্রমাদিত্য প্রতাপের অসদাচরণের উল্লেখ না করিয়া নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া কহেন—"কোন্ পিতা, পুত্রের সমৃদ্ধি কামনা না করিয়া অধঃপতন চিন্তা করিয়া থাকেন? আমি তোমার রাজ্য-পদ লাভের কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছি এরূপ আর কে হইয়াছে? তুমি দিল্লীশ্বরের কৃপালাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি পরমানন্দিত হইয়াছি; তুমি যেরূপ বুদ্ধি বলে রাজ-পুরুষগণের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছ, সেইরূপ তুমি আপামর প্রজা সাধারণের আনন্দের উৎস স্বরূপ হও; আমি দিন দিন অন্তিম দিবসের সমীপবর্ত্তী হইতেছি; আমার বিষয়ভোগ বাসনা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। রাজ্য ভোগ স্পৃহা আর নাই; তুমি রাজকার্য্যে পারদর্শী ও যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছ এক্ষণে তুমি অবিচলিতচিত্তে রাজ্য পালন কর; ইহাই আমার একমাত্র মনস্কামনা।" বিক্রমাদিত্য, ইত্যাদি নানা প্রকার আলাপ করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদে আগমন করিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়, প্রতাপের অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারা

দিবসের অধিকাংশ সময় ঈশ্বর উপাসনায়, এবং বৈষ্ণব কবি ও কবিতা লইয়া বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিতেন।

সেই সময় বসন্তরায় প্রভৃতি গুরুজনবর্গ, মহাকবি গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণসহ কবিতা রচনা এবং প্রাচীন কবিদিগের হৃদয়স্পর্শী কবিতাসকল শ্রবণ করিয়া, সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে মহাবীর প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, মদন, সুন্দর প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ সহমিলিত হইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য, [illegible] হিন্দুর প্রাধান্য হিন্দুহৃদয়ে জাগরিত করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ এই সময় হইতে আপনার রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বভাবদুর্গম সুন্দরবন প্রদেশে বহুসংখ্য খাল খনন করিয়া এপ্রদেশকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছিলেন *। এই সময় হইতে প্রতাপ, শ্রমজীবি সৈন্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন. ইহারা এরূপ কার্য্য দক্ষ হইয়াছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে শুষ্কভূমি নদীরূপে পরিণত এবং নিবিড় গভীর অরণ্য ক্ষেত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিত †। প্রতাপ এই সময় শ্রমজীবি সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক অভেদ্য মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ ও সুস্বাদু সলিলপূর্ণ সরোবর খনন করেন। দেখিতে দেখিতে রাজ্যমধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সংস্থাপিত সমাজ, আজ প্রতাপকর্ত্তৃক সঞ্জীবিত হইল। যাঁহারা রাজ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপে কায়ক্লেশে জীবন

* লবেঙ্গ খাল, প্রভৃতি বহুসংখ্যক খাল এই সময় খনিত হয়।

† পশ্চাৎকালে সীতারাম এইরূপ শ্রমজীবি বা বেলদার সৈন্য লইয়া বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

যাপন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদিগের পুত্রগণের উপর প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরবর্গের কার্য্যকরীশক্তি প্রভূত প্রভুতা বিস্তার করিতে লাগিল, এই সকল ব্যক্তি প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে যথা-সাধ্য কার্য্য করিয়া মাতৃপূজার সহায়তা করিতে লাগিলেন।

দূরদর্শী প্রতাপ, পর্টুগীজ জল দস্যুদিগকে দমন, ও প্রজা-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সকল প্রস্তুত করেন, কালক্রমে প্রতাপ নৌবলে এরূপ বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, যে মোগল, মগ বা পর্টুগীজরা ইঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

প্রতাপ যখন, ভবিষ্যৎকালে ঘোরতর যুদ্ধের বিরাট আয়ো-জনে ব্যস্ত, সেই সময় উদার চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা বিক্রমা-দিত্য, ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্য একজন ধর্ম্ম-ভীরু, ঈশ্বর পরায়ণ, কর্ম্মদক্ষ, নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি বসন্তরায়ের উপর রাজ্যপালনের ভার ন্যস্ত করিয়া, নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত করিতেন, প্রতাপ পিতৃবিয়োগের পর হইতে বসন্তরায়কে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে আরম্ভ করেন। যথাসময়ে প্রতাপ পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন, এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যশোহর নগর নানা দেশীয় লোকের সমাগমে লোকারণ্য হইয়া উঠে, অতি সুশৃঙ্খলার সহিত এই লোক সমষ্টির পরিচর্য্যা করিয়া, প্রতাপ সকলকে গুণানুসারে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিয়াছি-লেন।

প্রতাপ, পিতৃদায় হইতে মুক্ত হইয়া, আবার স্বীয় অভীষ্ট

সাধনে প্রবর্ত্তিত হইলেন, স্বদেশ মধ্যে ইপ্সিত বিষয় সকল সম্পন্ন করিয়া, সমীপবর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত এক প্রাণে মিলিত হইবার জন্য পরামর্শ করেন, আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময়ে উৎকলবাসীগণ বর্ত্তমান উৎকলীদিগের ন্যায় অধঃপতিত মনুষ্যত্ববিহীন হয় নাই, তখনও তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূপতিবর্গ আপনার দেশ আপনারাই শাসন করিতেন, ও স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধস্থলে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতেন, বিজেতার পদসেবা তখনও তাঁহাদিগের স্বপ্নরাজ্যের বহির্ভূত ছিল। প্রতাপ, এই উৎকলীদিগের শক্তি অবগত হইবার জন্য তীর্থযাত্রা উপলক্ষ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিতে মনন করেন। উৎকল গমনের আয়োজন হইতে লাগিল, শঙ্কর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধাগণ, যুদ্ধনিপুণ, ক্লেশ সহিষ্ণু, অসীম সাহসিক সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া উৎকল যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। শুভ দিনে শুভক্ষণে, প্রতাপ নির্ব্বাচিত সৈন্য সমষ্টি সঙ্গে লইয়া উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। উৎকল দেশে গমনের পূর্ব্বে প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাঠানগণ, মোগলগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেশের মধ্যভাগে গুপ্তরূপে অবস্থান করিতেছে; দেশমধ্যে অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত; যে স্থানে দস্যু বা চৌরভয় কিছু মাত্র ছিলনা, এক্ষণে সেই সকল স্থল দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের লীলাভূমি হইয়াছে *।

* "The Countrey was so safe, that a man might have travelled with his Gold in his hand." 155 P. Early Travels in India.

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে দেখিতে প্রতাপ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। প্রতাপ এস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, যথাবিহিত পুণ্যকৃত্য সকল সম্পন্ন, ও দরিদ্র-গণকে বহুল পরিমাণে ধন, বিতরণ করেন। উৎকল দেশে অবস্থানকালে মোগল প্রপীড়িত বহুসংখক উৎকলী ও পাঠান প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিল। প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুগত হন; তাঁহারা প্রতাপের নিকট দুঃখ কথা কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব বোধ করিতে লাগি-লেন; কিন্তু মোগলানুগৃহীত উৎকলীগণ প্রতাপকে মোগল বিদ্বেষীগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রতাপ, যে সময় উড়িষ্যা দেশে অবস্থান করেন, সে সময় মহারাজা বসন্তরায়, উড়িষ্যাদেশ হইতে তাঁহার চিরঅভীষ্ট উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের পরমকমনীয় বিগ্রহ আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। ভগবান উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেব উৎকলীদিগের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে তাহা লইয়া আসা সাধারণ কথা নহে। প্রতাপ কৌশল করিয়া দেবদ্বয়ের পূজকগণকে বহুসংখ্যক ধনদান করিয়া উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দ-দেবকে হস্তগত করেন। দেবতাদ্বয় সহ স্বদেশাভিমুখে প্রতা-পের প্রত্যাগমন কালে উড়িষ্যাবাসীরা, তাহাদিগের দেবতা অপহৃত হইয়াছে অবগত হইয়া, প্রতাপকে আক্রমণ করেন। যে সকল ব্যক্তিরা ইতিপূর্ব্বে প্রতাপের প্রশংসার কথা শুনিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছিল, তাহারা এই অবকাশে জনসাধারণকে

প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তাহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া প্রতাপকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ উৎকলবাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উৎকলবাসীদিগের পরাজয়বার্ত্তা তাড়িতবেগে দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইল। উৎকলীরাজন্যবর্গ আপন আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া বিদ্যুৎগতিতে প্রতাপের গতিরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। প্রতাপও নিশ্চিন্ত নহেন; উৎকলীদিগের ঘোরতর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি বিশিষ্টসৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম বিভাগে কতিপয় অসীম-সাহসীক সৈন্য প্রেরণ করিয়া গন্তব্যপথের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বিভাগ তিনি স্বয়ং পরিচালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অহর্নিশ যুদ্ধ শয্যায় সজ্জিত। কি শয়ন; কি উপবেশন কোন সময়েই কেহ নিশ্চিন্ত নহে; সকলেই আশু ঘোরতর যুদ্ধের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইলেন। প্রতাপ এইরূপে সৈন্য পরিচালনা করিয়া, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হন। উৎকলীরাজন্যবৃন্দ বহুলসৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুবর্ণরেখার তটে বঙ্গীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ ও সিংহবিক্রমে উৎকলীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সংগ্রাম প্রজ্বলিত হইল। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীর পুরুষগণ যেন বজ্ররূপ ধারণ করিয়া, প্রত্যেক সৈন্যকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বঙ্গীয়সেনা ও সেনাপতির

বীর্য্য উৎকল-বীর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া পড়িল। সুবর্ণরেখার তটভূমে প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণের রণবিষয়িণী প্রতিভা প্রকাশিত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপ প্রভৃতি বীরগণের হৃদয় উৎফুল্ল হইল; তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বঙ্গীয়গণ উপযুক্ত নায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইলে যুদ্ধ স্থলে নির্ভীকতা, শূরতা ও আত্ম-রক্ষণবিমুখতা দেখাইতে বিমুখ নহে। প্রতাপ সমবেত উৎকলী রাজন্যবর্গকে, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজাকে বন্দী করেন। বন্দী নৃপতিগণ প্রতাপের সদ্দয় ব্যবহারে মুগ্ধ হন। প্রতাপ, বন্দী নৃপতিগণকে যথেষ্টরূপে সম্মানিত ও বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিয়া বিদায় প্রদান করেন প্রতাপের পরম-শত্রুগণ ও আজ তাহার সদয় ব্যবহারের নিকট পরাস্ত হইল। প্রতাপ, উৎকলীয় নৃপতি-গণের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া, স্বদেশাভিমুখে প্রত্যা-গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় ইহাতে প্রতাপ দেবানু-গৃহীত বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইতে লাগিলেন। দেবানুগৃহীত না হইলে কে কোথায় অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুলবাহিনী পরাস্ত করিতে সমর্থ হন।

প্রতাপ উৎকল বিজয় করিয়া নিরাপদে যশোহরের সন্নিকট-বর্ত্তী হইলে, মহারাজ বসন্তরায় অতি সমারোহের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ সকল সংস্থাপিত এবং রাজপথ ও গৃহ সকল সুসজ্জিত হইল; এই বিজয়বাহিনী দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রতাপ উৎকল দেশ হইতে আনীত প্রতীমা

সকল বিনয়পূর্ব্বক পিতৃব্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বসন্তরায়, তাঁহার চিরঅভিষ্ট দেবতা সকল প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন, এবং তাহা স্থাপন করিবার আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অল্পকাল মধ্যে দেবতা প্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রব্য সম্ভার সংগ্রীহিত হইল। বসন্তরায়, উৎকলেশ্বর মহাদেবকে অতি সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করিলেন*। প্রতাপ আনীত গোবিন্দদেবও এই সময়ে স্থাপিত হন। প্রতাপ যৎকালে উড়িষ্যা দেশ হইতে গোবিন্দ আনয়ন করেন; সে সময় যুদ্ধকালীন ব্যস্ততাবশতঃ [illegible] পার হইবার সময় ভগবতী রাধিকা নদী মধ্যে [illegible] হন। যুদ্ধ অবসানের পর প্রতাপ ভগবতীর উদ্ধার [illegible]ষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত[illegible]তে পারেন নাই।

[illegible]কমধ্যে এরূপ কিংবদন্তি আছে যে গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার জন্য বসন্তরায় একটি রাধিকা নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে ইহা গোবিন্দ দেবের মনোনিত হয় নাই। এইরূপে কতকগুলি রাধিকা নির্ম্মিত হইয়া-

* এরূপ কিম্বদন্তি যে মহারাজ বসন্তরায় বেতকাশীতে (ইহা সুন্দরবন প্রদেশে) উৎকলেশ্বর মহাদেবকে স্থাপিত করেন। ইহার অভ্রভেদী মন্দীরের এখন আর কোন চিহ্নও নাই। নিম্নলিখিত প্রস্তর লীপি সুন্দর বন প্রদেশে অবস্থান কালে মহারাজ বসন্তরায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হই।

ছিল। এই সকল রাধিকা প্রতিষ্ঠার জন্য আবার অন্য কৃষ্ণ নির্ম্মিত হয়। প্রতাপাদিত্য এই সকল দেবতাকে তাঁহার রাজ্যের নানাস্থানে স্থাপিত করেন +

এই সময়ে প্রতাপ যশোহরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও সংস্থাপন করেন। এই যশোহরেশ্বরী সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এক সময় প্রতাপের প্রাসাদরক্ষক কমলখোজা নামক জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী* নিশিথকালে প্রাসাদের অদূরবর্ত্তী ইচ্ছামতী নদীতটে অপূর্ব্ব

নির্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতং।
উৎকলেশ্বর সজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গ মনুত্তমং॥
প্রতাপাদিত্য ভূপেনা-নীত মূৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্ত রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥

+ বেহালা, প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত প্রতিমূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের নিকটও এই মূর্ত্তি ছিল এক্ষণে উহা বারাসতে আছে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্যবতীতে নিমগ্ন হন এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধবা ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হন।

* কমল খোজা সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি কথিত হয়, যে এক সময় প্রতাপ পার্শ্ববর্ত্তী কোন নৃপতির সহিত যুদ্ধেপ্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ বিপক্ষ সেনানীর রণপাণ্ডিত্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। কমল খোজা প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিলেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হন। এই সকল বন্দীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন তাহাদিগকে তিনি যোগ্যতানুসারে কার্য্য প্রদান করেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে ধন ও বস্ত্রাদি

জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করেন। রাত্রিকালে ইহার কারণ নিরা-করিবার অবকাশ নাপাওয়াতে দিবাভাগে ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হন। এইরূপ প্রত্যহ নিশিথ রাত্রে এই অপরূপ জ্যোতিঃ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করে। যশোহর প্রদেশের লোকেরা কহেন যশাপাটনী নামক জনৈক ব্যক্তি নদীতীরে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করেন। প্রতাপ এই অনৈসর্গিক কথা শ্রবণ করিয়া, সেই নিশিথ রাত্রে কমলখোজাকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। একখানি শীলা হইতে হইতে অদ্ভুত জ্যোতিঃনিসৃত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা বিমোহিত হন। প্রতাপ, পরদিন প্রাতঃকালে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া অতি সমারোহের সহিত তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জন সাধারণে এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে ইহার পূজা করিতে আগমন করিলেন; দেখিতে দেখিতে ইহা তীর্থস্থলে পরিণত হইল। প্রতাপ প্রত্যহ অনন্য মনে ভগবতীর পূজা মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জন সাধারণ প্রতাপের একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবতীর বরপুত্র এবং প্রধান ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

লোক সাধারণের এরূপ বিশ্বাস হইল, যে প্রতাপ ভগবতীর

প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল বন্দী প্রতাপের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহাদিগের মধ্যে কমল খোজা একজন প্রধান ব্যক্তি। কমল খোজা মুসলমান হইলেও প্রতাপের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

অনুগ্রহে সমর দুর্জ্জয় হইয়াছেন এবং ইহাঁরই কৃপাবলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন! দৈববলে বলীয়ান প্রতাপ সেই সময় হইতে হিন্দু মুসলমান সকলেরই নিকট সসম্ভ্রমে দর্শিত হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নানাদেশ হইতে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ দ্রব্য আনায়ন পূর্ব্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন তাঁহার রাজ্য-লোকবল ও প্রভুতা সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার প্রতাপের প্রতাপ বর্ণনা কালে কহিয়াছেন "তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশীয় রাজন্য বর্গকে অধীনস্থ করেন এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ভুভাগ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন*। এসময় প্রতাপ, শঙ্করাদি কর্ম্মচারীগণ সহ বঙ্গের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য অমানুষ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বঙ্গের চিরস্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন।

---

* জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্।
আসমুদ্রকরগ্রাহী বভুব নৃপশার্দ্দূলঃ॥ ঘটক গ্রন্থ।

বিস্তৃত রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। ভাগীরথীতটে বর্ত্তমান নৈহাটীর অনতি দূরবর্ত্তী জগদ্দল নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইল। ইহাতে বাসোপযোগী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকারও অভাব রহিল না*। এইরূপে শত্রু আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপ গঙ্গার পশ্চিম পারে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী সালিকা গ্রামে আর একটি দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন †। রায়গড়, মাতলাদুর্গ প্রভৃতি অপরাপর অনেক গুলি দুর্গম দুর্গ এই সময় প্রস্তুত হয়। মহাভাগ প্রতাপ, রাজ্যের নানাস্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্বীয় বাসস্থানের জন্য ধুমঘাটে একটি বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তি পাঁচ বৎসর অবিরাম কার্য্য করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করে। এই দুর্গ দৈর্ঘে ও প্রস্থে পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত এবং মৃণ্ময় প্রকারে পরিবেষ্টিত ও বহু সংখ্যক কামানে সুসজ্জিত হইল। চারিদিকে চারিটি মাত্র দ্বার, এইরূপ এই দুর্গের মধ্যে আরও চারিটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়, প্রত্যেক দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। এই সকল দুর্গের মধ্যে বহুসংখ্য গৃহ, পুষ্করণী, উদ্যান সুপ্রসস্ত রাজপথ ও পণ্য বীথিকা নির্ম্মিত হইল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হইলে যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের কোনরূপ অনিষ্ঠ উৎপাদন নাহয় সে জন্য বিশেষ

* জগদ্দল গ্রামের কিয়দংশ রাজমহল নামে খ্যাত আছে। প্রতাপ খনিত "রাজ পুষ্করণী" এখনও তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

† সালিকাদুর্গের অস্তিত্ব ও কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে।

রূপে দৃষ্টি প্রদান করা হইল। পঞ্চম দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, ইহা বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ শিল্পকর অতি নিপুণতার সহিত নির্ম্মাণ করিল *। ধূমঘাট রাজধানী নির্ম্মিত হইলে পর প্রতাপাদিত্য পরিজনবর্গ সহ শুভদিবসে গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশের দিবস ধূমঘাট উৎসবময় হইল এবং অরণ্য প্রদেশ লোকারণ্য হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশে তৎকালে প্রতাপের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিলেন না, তিনি ভৌমিকগণের নেতা বলিয়া কথিত হইতেন। বঙ্গীয়গণ তখন তাঁহার অঙ্গুলি পরিচালনার সহিত চালিত হইতেন এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন, আত্মস্বত্ব সংরক্ষণ জন্য প্রাণাধিক প্রিয়, জনকেও পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। বর্ত্তমান কালের পতিত বঙ্গীয়দিগের ন্যায় তাঁহারা আপনার প্রাধান্য লইয়া ব্যস্ত বা পরস্পর সমবেদনা শূন্য ছিলেন না। প্রতাপ যখন বাহুবলে সকলের শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তখন পণ্ডিত কুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব উত্থাপন করেন†। এ প্রস্তাব মহারাজা বসন্তরায় এবং শঙ্কর সূর্য্যকান্ত

* বর্ত্তমান কালে ধূমঘাট হিংস্র জন্তু সঙ্কুল ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে এখনও বহুসংখ্যক ভগ্ন অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়াযায়। বিস্তৃত পুষ্করণী এবং বকুল ছায়াযুক্ত প্রশস্ত রাজপথ এখনও পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

† শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন একজন অসাধারণ বিদ্বান ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য ইহাঁর সাত্বিক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে গুরু এবং ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পুরোহিতপদে নিযুক্ত করেন। এরূপ কিম্বদন্তি মহারাজ

প্রভৃতি প্রতাপের বন্ধুবর্গ অতি সমাদরের সহিত অনুমোদন করিয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যাভিষেক হইবার পূর্ব্বে স্বদেশভক্ত শঙ্কর, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজন্য বর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ধুমঘাট হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নৃপতিগণকে প্রতাপের রাজ্যাভিষেকে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। মুশলমান, পর্টুগীজ প্রভৃতি সকল জাতিই নিমন্ত্রিত হইলেন। ইহা নামে রাজ্যাভিষেক কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃপূজন যজ্ঞের পূর্ব্বানুষ্ঠান। এই মহাযজ্ঞে মাতৃভক্ত হিন্দু, মুসলমান, উৎকলী, বিহারী, আসামী সকলে একত্রিত হইলেন। "রাজাগণ ও অধ্যাপকগণ ও কায়স্থ ও বৈদ্য আর আর ব্রাহ্মণ লোকদের আগমন পাঁচ দিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌছিবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন আপন প্রভুদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিত কাহাদিগের কোন ক্রটি হয় না সকলেই আপন আপন বাসায় ভোজন গীত বাদ্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ* ** ধুমঘাট পঞ্চো ক্রোশি মধ্যে অবারণ্য হইল। হাট ঘাট বাট নগর চাতার বালাখানা ও বৈঠখানায় লোকপরিপূর্ণ। (রাম রাম বসু) দেখিতে দেখিতে বৈশাখ পূর্ণিমা উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্য শাস্ত্র বিধানানুসারে অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস সংযত ভাবে অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া

প্রতাপাদিত্য সন্ধি বিগ্রহাদি গুরুতর কার্য্য সকল গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সম্পন্ন করিতেন। ইনি কাশ্যপগোত্রে চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতাপকে অভিষিঞ্চন করিলে পর তিনি পবিত্র জলে পূত ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে * ভূষিত হইয়া নানা প্রকার রত্নখচিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সিংহাসনারোহণের সহিত চতুর্দিক হইতে নানা প্রকারের বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। দুর্গ প্রাকার হইতে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইয়া দিক সকল নিনাদিত করিল. অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রতাপ অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সভায় গমন করিলেন। তথায় বঙ্গের বিদ্বান্‌মণ্ডলী একত্র সবেবত; প্রতাপ ইহাদিগের মর্য্যাদা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া, যে সকল কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতি আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া বিশেষ রূপে সম্মানিত করেন। যে সকল জন্মভূমিভক্ত বীরগণ বঙ্গের নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া ধূমঘাটে একত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই প্রতাপের জন্য ধন ও জীবনবিসর্জ্জন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতাপও সকলকে ভ্রাতার ন্যায় সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এইরূপে সকলে এক প্রাণে সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া আপন আপন সৈন্যদল বৃদ্ধি এবং সেই শুভ দিবসের অপেক্ষায় দিবস যাপন করিতে লাগিলেন*।

* মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। লেখক উক্ত মুদ্রা দেখিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথায় সিদ্ধকাম হন নাই। উক্ত মুদ্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট মুদ্রাঙ্কিত শব্দ, যাহা শ্রবণ করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

রাজ্যাভিষেক উৎসব সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে পর প্রতাপের গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হয়। গৃহবিবাদই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। ভারতের উৎকর্ষ দর্শন যেন ভগবানের অভিপ্রেত নহে। ভারতের যে স্থানে একটু উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেই স্থানেই গৃহবিবাদ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া যুগ যুগান্তরের জন্য উন্নতির আশা সমূলে ধ্বংশ করিতেছে। বঙ্গের স্বাধীনতা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। যাহাতে বঙ্গীয়গণ চিরস্বাধীনতা প্রাপ্ত না হন, সে জন্য তিনি তাহার বীজ রোপণ করিলেন। স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণ যত দিন না পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ শিক্ষা, স্বীয় প্রাধান্য আশা পরিত্যাগ করিয়া অধীন ভাবে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত না হইতেছেন, তত দিন পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

দূরদর্শী বিক্রমাদিত্য, তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্য মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন বা গৃহ বিবাদ না হয় সে জন্য তিনি সমস্ত রাজ্য বিভক্ত করিয়া প্রতাপাদিত্যকে দশআনা এবং বসন্তরায়কে ছয়আনা রাজ্য প্রদান করেন। বিক্রমের মৃত্যুর পর উভয়ে মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন একণে উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। একদিকে প্রতাপের দুর্দমনীয় স্বাধীনতা স্পৃহা, অপর দিকে

সম্মুখ ভাগ। শ্রীশ্রীকালিপ্রসাদেন ভবতি
শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য।
পশ্চাৎভাগ। বজৎছিক্কাবছিমো জররে
বাঙ্গাল মহারাজ প্রতাপাদিত্য জদ্দাল॥

বসন্ত রায়ের স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট প্রশান্তভাব; এই পরস্পর বিরোধি বৃত্তি কখন একত্রিত থাকিতে পারে না। প্রতাপের মনোগতভাব বসন্তরায়ের জ্ঞানগোচর হইতে বিলম্ব রহিল না। যাহাতে প্রতাপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, সে বিষয় বসন্তরায় যথোচিত চেষ্টা ও তাহাতে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রতাপও পিতৃব্যকে স্বীয়মতে আনায়ন করিয়া একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা না হইয়া বিপরীত ফল প্রসব করিল। যে সময়ে রাজ্য বিভাগ হয়, সে সময় প্রতাপ পিতৃব্যের নিকট হইতে যথোচিত স্থান বিনিময় করিয়া চাকসিরি পরগণা* প্রাপ্তির জন্য সবিশেষ প্রার্থনা করেন। মগ ও ফিরিঙ্গি আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা বিষয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী; প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া অত্যন্ত ক্ষিন্ন হন। এই সময় হইতে যশোহর প্রদেশের প্রজা সকল বহু প্রযাশে কোনপদার্থ প্রাপ্ত না হইলে মনের আবেগের সহিত কহিয়া থাকেন "সারা রাত ঘুরে মরি তবু না পাই চাকসিরি" †।

বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে, প্রতাপের বাল্যকালের ধারণা সকল যুগপৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রতাপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন জ্ঞাতি পৃথিবীর সকলের নিকট মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইলেও কিন্তু জ্ঞাতির নিকট অত্যন্ত স্বার্থপর; সকলের

---

* চাকসিরি পরগণা, বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ ও বরিশালেরমধ্যে।

† উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যটি কাহারও মুখে, 'সাত রাত ঘুরি ফিরি তবু না পাই চাকসিরি" এরূপ পাঠান্তর শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রিয়বাদী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও কিন্তু জ্ঞাতির হৃদয় বিদারণে সর্ব্বদা তৎপর; অন্য লোকের নিকট দাতা ও বিনয়ী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের দারিদ্র্যতা দূর করিবার সময় দরিদ্র এবং আপন বিভব প্রকাশ করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রতাপ চাকসিরিপরগণা লাভে অকৃতকার্য্য হইলে, পূর্ব্ব বঙ্গের আধিপত্য আপনার পক্ষীয় লোকের অধীনে রাখিবার জন্য বসুবংশপাবন মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীর বিবাহকার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করান। কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্ত্তি। এই বীরবর হোসেনপুরে যবনগণকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এ প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বাসুরিকাটি, মাধবপাশা ক্ষুদ্রকাটি নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং বহুলসৈন্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র বঙ্গের এক জন প্রধান বীরপুরুষ; ইনি বহুসংখ্যকযুদ্ধে ফিরিঙ্গি ও মগগণকে পরাস্ত করেন। ইনি একবার ভুলুয়ার অধিপতি প্রবল প্রতাপ লক্ষ্মণমাণিক্যকে সমরাঙ্গণে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রতাপ এরূপ পরাক্রান্ত জামাতা প্রাপ্ত হইয়াও কিন্তু সুখী হন নাই। কেহ কেহ কহেন প্রতাপাদিত্য স্বীয় জামাতাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত মিলিত করিবার অভিপ্রায়ে রামচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিতে মনন করেন প্রতাপের কন্যা

বিন্দুমতী, এই কথা অবগত হইয়া স্বীয় স্বামীসমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করেন। রামচন্দ্র, এ কথা অবগত হইয়া শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে প্রতাপের চক্ষে ধূলী প্রদান করিয়া পলায়ন করেন *। অপর কেহ কেহ কহেন বসন্তরায় ও তাঁহার পুত্রগণ রামচন্দ্রের মনোমধ্যে এরূপ ধারণা দৃঢ় বদ্ধ করেন, যে রাজ্য লোলুপ প্রতাপ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে বধ করিতে বিলম্ব করিবেন না।

কেহ কেহ কহেন বিবাহ রাত্রিতেই প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিতে মনঃস্থ করেন; রামচন্দ্র উদয়াদিত্যের সাহায্যে বসন্তরায়ের গৃহে নিমন্ত্রণ গমনকালে পলায়ন করেন। কেহ কেহ কহেন রামচন্দ্রের সহাগত এক জন ধূর্ত্ত বিদূষক নাপিত (রমাই ভাঁড়) অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ মহিষীর সহিত নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, এ জন্য প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে নিহত করিতে সঙ্কল্প করেন।

---

* প্রতাপের দৌহিত্র রামচন্দ্রের পুত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ সম্বন্ধে কায়স্থকারিকা গ্রন্থকার কহিয়াছেন।

"কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ।
জগদেকেশ্বরো সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গির পুরাধীশো নবাবযবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধংতেন প্রযত্নতঃ॥

রামচন্দ্র, শ্বশুরের হৃদয় দুর্বাসনা পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন, রামনারায়ণ নামক, রামচন্দ্রের এক জন অকুতোভয়, অমিত পরাক্রম ভৃত্য ছিলেন; তিনি রামচন্দ্রকে শোকসন্তপ্ত অবলোকন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন; রামনারায়ণ তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে কহিয়া সুযোগ ক্রমে তাঁহাকে স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া যে স্থানে তাঁহাদিগের নৌকা সকল অবস্থান করিতেছিল তথায় উপস্থিত হন। রামচন্দ্র নিরাপদে আপন নৌকাতে উপস্থিত হইলে ষাট জন দাঁড়িকে নৌকা চালাইতে আজ্ঞা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য কামানরাজীতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞার সহিত নৌকা সুসজ্জিত ও কামানে অগ্নি প্রদত্ত হইল। নিশিথ কালের নিস্তব্ধ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া কামানের গম্ভীর শব্দে দিকসকলকে কম্পিত করিয়া তুলিল। প্রতাপ অকস্মাৎ কামানের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া ইহার কারণ নিরাকরণ করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন; লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্রের গমন কথা নিবেদন করিল। প্রতাপ দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রামচন্দ্র প্রতাপের সহিত সুহৃদসূত্র ছিন্ন করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

রামচন্দ্রের গমনের পর হইতে প্রতাপ বসন্তরায়কে এই সকল গৃহ বিবাদের কারণ বলিয়া অবধারণ করেন। প্রতাপের

হৃদয়ে আশৈশব কালের সমস্ত ঘটনা জাগরিত হইল। তিনি প্রত্যেক ঘটনাতে খুল্লতাতের কুটিলতা দেখিতে লাগিলেন। তিনিই পিতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ উৎপন্নের মূলকারণ স্থির করিলেন; তিনিই চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পিতৃ স্নেহবঞ্চিত এবং দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যস্থ উত্তম স্থান সকল গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রাজ্য ধন ও মিত্র বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর; কিসে তাঁহার অবনতি ও গৃহ বিবাদ হয় বসন্তরায় সর্ব্বদা পুত্রসহ এই সকল চিন্তা করেন প্রতাপাদিত্য এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।" খুল্লতাত বসন্তরায়ের চক্রান্তে জামাতার সহিত তাঁহার এইরূপ ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

প্রতাপ যৎকালে জননী জন্মভূমীর উদ্ধার সাধনের জন্য পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা চিন্তাক্রান্ত; যখন তিনি জন সাধারণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়ব্রত, যখন তিনি সর্ব্বভূতের মিত্রতা লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত সেই কঠিন সময়ে তাহার গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হয়।

বসন্তরায় ও ক্রমেক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে প্রতাপের হৃদয় তাঁহার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ। ইহা তিনি অবগত হইয়াও তাঁহা ক্ষালনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করাতে তাহা ক্রমশঃ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিরূপে এই ধর্ম্মাবরণ আচ্ছাদিত কুটিল ভক্তের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারাযায় প্রতাপ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগি-

লেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মন এরূপ বিভীষিকাগ্রস্থ হইল যে উভয়েই উভয়ের মৃত্যু কামনায় ছিদ্রঅনুসন্ধান করিতেছেন এইরূপ ধারণা উভয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। এক সময় বসন্ত রায় পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বীয় গৃহে প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করেন। অত্যন্ত বিরোধ থাকিলেও প্রতাপ পিতৃব্য কর্ত্তৃক আহুত হওয়াতে তিনি পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইলেন। প্রতাপ যথা সময় বিশুদ্ধ ভাবে কএক জন বন্ধু সহ পিতৃব্য গৃহে গমন করেন। গোবিন্দরায়, বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; প্রতাপকে আগমন করিতে দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন; প্রতাপ, বসন্তরায়ের সমীপবর্ত্তী হইলে, বসন্তরায় ঘটনাক্রমে গৃহান্তর হইতে তাঁহার একজন পরিচারককে শীঘ্র "গঙ্গাজল" আনায়ন কর বলিয়া গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করেন। "গঙ্গাজল" বসন্তরায়ের প্রিয়তম আয়ুধ ইহা তাঁহার জীবনসহচর। প্রতাপ দূর হইতে 'গঙ্গাজল" আনায়নের আদেশ শ্রবণ করিয়া, পার্শ্ব-বর্ত্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় আমরা আগমন করিলাম? এই কথাকহিয়া আপন তরবারী কোষনির্মুক্ত করেন*। গোবিন্দরায়, পিতার গঙ্গাজল আনায়নের আজ্ঞা দূর হইতে শুনিয়া এবং প্রতাপকে মুক্ত কৃপাণ হস্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতি বিলম্বে প্রতাপকে লক্ষ করিয়া শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করেন, দৈবক্রমে গোবিন্দরায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতাপের শরীরে অণুমাত্র বিদ্ধ না হইয়া ব্যর্থ হইল। পদদলিত প্রসুপ্ত

---

* আজকাল আমরা অস্ত্রের নামে বিহ্বল হইয়া থাকি, কিন্তু পুরাকালে আমাদিগের পূর্ব্বজগণ এরূপ ছিলেন না তাঁহারা সকল অবস্থাতেই অস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

সিংহের ন্যায় প্রতাপ এক লম্ফ প্রদান করিয়া গোবিন্দ রায়কে আক্রমণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করেন। গোবিন্দরায়কে নিহত করাতে প্রাসাদ মধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। বসন্তরায় ও প্রতাপের পক্ষীয় লোক সকল শস্ত্রপাণী হইয়া পরস্পরের সাহায্যে আগমন করিতে লাগিলেন; শান্তিপূর্ণ রাজভবন অকস্মাৎ যুদ্ধ স্থলের প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল।

প্রতাপ. গোবিন্দ রায়কে নিহত করিয়া ত্বরিত গতিতে বসন্ত রায়ের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। বসন্তরায় প্রতাপকে রক্তাক্ত কলেবরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে "গঙ্গাজল" অস্ত্র আনায়ন করিবার জন্য আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে বসন্ত রায়ের রক্ষার জন্য প্রহরীগণ দ্রুতবেগে আগমন করিল প্রতাপ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষণ তলবারী প্রহারে বসন্তরায়কে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন। জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, রামকান্ত মধুসূদন মানিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের পুত্রগণ নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরগণ সংযতভাবে অবস্থান করিয়া অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বসন্তরায় ও তাঁহার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ আত্ম রক্ষার্থে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বসন্তরায় মহিষী, বালক রাঘবের প্রাণরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কচু বনে লুকাইয়া রাখেন, এই উপায়ে রাঘবের প্রাণরক্ষিত হয় বলিয়া তিনি কচুরায়

নামে অভিহিত হন, এই অল্পসময়ের মধ্যে পুত্রগণসহ বসন্তরায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, ইন্দ্রজালের ন্যায় এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল, আভ্যন্তরিকরহস্য অবগত না হওয়াতে পৃথিবী মধ্যে এইরূপ কতশত কাণ্ড হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, অতি সামান্য কারণে পৃথিবীর মধ্যে কত শত বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? রাজসূয়যজ্ঞকালে জলনিমগ্ন দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া যদ্যপি পাণ্ডবেরা হাস্য না করিতেন তাহা হইলে লোকক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র সমর সঙ্ঘটিত হইত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যদি বসন্তরায়, সে সময় গঙ্গাজল আনয়ন করিতে না কহিতেন তাহা হইলে বোধ হয় প্রতাপাদিত্যকে জ্ঞাতিবধ জনিত পাপ-ভাগী হইতে হইত না, এইক্ষণ প্রলয়কর কার্য্যসম্পন্ন হইলে পর যাহাতে আর না হত্যাকাণ্ড হয়, প্রতাপ তাহার সুব্যবস্থা করি-লেন। বসন্তরায়ের অনুচরবর্গকে নিরস্ত্র করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয় তজ্জন্য তিনি একজন উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। বসন্তরায়ের মহিষী স্বামী ও পুত্রগণের মৃত্যুশোকে অধীর হইয়া সহমৃতা হন। প্রতাপাদিত্য কচুবন হইতে বালক রাঘবকে আনয়ন করিয়া তাহাকে লালন পালন করিবার জন্য মহিষী হস্তে ন্যস্ত করেন, এই লোমহর্ষণ ঘটনার সময় বসন্তরায়ের চাঁদ রায় এবং অপর একটি পুত্র মাতুলা-লয়ে গমন করিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহারা সে সময় অনিবার্য্য মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান।

বসন্তরায় একজন রাজকার্য্য-নিপুণ প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য যেরূপ অসিবলে স্বীয় প্রাধান্য লাভের

চেষ্টা করেন; বসন্তরায় সেইরূপ সামাজিকরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার প্রাধান্য লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই অধিকাংশ সময় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব কবিদিগের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রালাপ কিম্বা কবিতা রচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন, তাঁহার সভাস্থল, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সে সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অলঙ্কৃত থাকিত। গোবিন্দদাস রচিত অনেকগুলি পদে আমরা বসন্তরায়ের নাম দেখিতে পাই। বসন্তরায় একজন সুকবি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; তাঁহার নামের ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে কতকগুলি পদ এরূপ সুললিত হৃদয়গ্রাহী ও প্রেমপূর্ণ যে তাহা বারম্বার পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হওয়া যায়না। বসন্তরায় বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে কালীঘাটের হালদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কালীঘাটে অবস্থান করিতেন। বসন্তরায় তাঁহার অলৌকিক কার্য্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। বসন্তরায় গুরুর আদেশানুসারে ভগবতীর পর্ণকুটিরের পরিবর্ত্তে একটি মন্দীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বসন্তরায় শাক্ত হইয়াও কখন বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না বরং প্রগাঢ় বৈষ্ণব ছিলেন, বোধ হয় গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের সদ্গুণে তাঁহার বৈষ্ণবপ্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তি আছে খেতরীর বৈষ্ণবমহোৎসবে বসন্তরায় গমন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনের অতুলনীয় বিমল সুখানুভব

করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সময় হইতে তিনি ঠাকুর বসন্ত রায় নামে অভিহিত হন *।

বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর রূপরাম বসু প্রভৃতি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীগণ মিলিত হইয়া প্রতাপের এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মন্ত্রনা করেন। সকলে একমত হইয়া বসন্তরায়ের পরমবন্ধু হিজলিকাঁথির অধীশ্বর প্রবল পরাক্রান্ত ইশার্থা মচ্ছন্দরীর* নিকট গমন করিলে একার্য্যের অনেক সহায়তা হইতে পারে সিদ্ধান্ত করিয়া হিজলি অভিমুখে গমন করেন। রূপরাম প্রমুখ বসন্তরায়ের আত্মীয় ও কর্ম্মচারীগণ মচ্ছন্দরীর। নিকট উপস্থিত হইয়া শোকোদ্দীপক জ্বলন্ত বাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গের প্রায় অধিকাংশ রাজন্য বর্গ এক্ষণে প্রতাপের আদেশানুবর্ত্তী এরূপ অবস্থাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে বঙ্গের সমস্ত নৃপতির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে সুতরাং এ উপায়ে রাঘবের উদ্ধার নিতান্ত সামান্য কথা নহে এসমস্যা ভঞ্জনে তাঁহারা অপারগ হইলে ইশাখাঁর সেনাপতি বলবন্ত মুক্তকণ্ঠে কহিলেন "রাজন আপনি চিন্তাক্রান্ত হইবেন না এদাসকে আজ্ঞা করুন সেবক একাকী শত্রুপুরী মধ্যে গমন পূর্ব্বক রাঘবকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিবে"। ইশাখাঁ প্রভৃতি বীর পুরুগষণ বলবন্তের

* প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে রামরামবসু ইহাঁকে ঠাকুর বসন্তরায় নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

† মহারাজ বসন্তরায় ইশাখাঁর সহিত এক সময় পাকড়ি বদল করেন, তদবধি উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন উপায়ে একাকী, সূর্য্যকান্ত শঙ্কর প্রভৃতি মহারথীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত মৃণ্ময় প্রাকার পরিবেষ্টিত দূর্গ অতিক্রমন করিয়া রাঘবের উদ্ধার সাধনে সফলকাম হইবে? তুমি কোন মন্ত্রবলে দিবারাত্র প্রহরী কার্য্যে তৎপর অসংখ্য প্রহরী গণের চক্ষে ধূলী প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? এবং কিরূপেই বা যুদ্ধনিপুণ ফিরিঙ্গি নৌসেনাগণকে পরাস্ত করিতে পারগ হইবে? আমরা তোমার বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি। মহাবীর বলবন্ত, ঈশার্থা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন দেব! মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেইরূপ সত্যবাদী। আমি মনন করিয়াছি যে একাকী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কিছু গোপনীয় বিষয় বক্তব্য আছে বলিয়া তাঁহাকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যাইব এবং সুযোগ ক্রমে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া আমার অধীনস্থ করিব, সেই সময়ে তিনি যদি আমার কোনরূপ অপকার না করিয়া কচুরায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব, অন্যথা তাঁহাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই নশ্বরদেহ স্বামিকার্য্যে অর্পণ করিব। আমার দৃঢ় ধারণা যে এই উপায়ে বিনারক্তপাতে আমাদের অভীষ্ট সাধিত হইবে। কচুরায়কে কোনরূপে হস্তগত করিতে পারিলে পর আমাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে গ্রহণ করা প্রতাপাদিত্যের দূরের কথা এমন কি বঙ্গের সমবেত রাজন্যবর্গও পারেন কিনা সন্দেহের কথা আমাদিগের এই দুর্গমপ্রদেশ আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলে কাহার সাধ্য ইহাকে আক্রমণ

করে ? বসন্তের এইরূপ বীরজনোচিতবাক্য শ্রবণ করিয়াসকলে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

বলবন্ত সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন একখানি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া যশোহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ষষ্টিজন বাহিতনৌকা অল্পসময়ের মধ্যে ভয়াল হিংস্র জন্তু সঙ্কুল সুন্দরবন অতিক্রমণ করিয়া প্রতাপের রাজধানী ধুম-ঘাটে উপস্থিত হইলে, বকুলছায়াসমন্বিত ধুমঘাটের প্রশস্ত পদবী অতিক্রমণ করিয়া বলবন্ত রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হন এবং স্বীয় আগমনবার্ত্তা প্রতাপের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপ যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক বলবন্তকে গ্রহণ করিয়া ইশাখাঁর কুশল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বলবন্ত প্রতাপের প্রশ্নের যথোচিৎ উত্তর প্রদান করিয়া নির্জ্জন স্থলে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে নিবেদন করিলেন, অসঙ্কুচিতচিত্ত প্রতাপ বলবন্তকে এক নিভৃত-কক্ষে লইয়া গেলে রাজ্যসম্বন্ধে উভয়ের নানাপ্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল, ইত্যবসরে ভীমবল- বলবন্ত মৃগোপরি পতিত ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপের উপর পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া কোষমুক্ত শাণিত তরবার অগ্রভাগ প্রতাপের বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন। প্রতাপ, গৃহাগতের ঈদৃশ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বলবন্তকে তাঁহার এরূপ অন্যায় কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলবন্ত জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে আপনার জীবনও মরণ আমার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে এই শানিত তলবারী আপনার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া পৃথিবী স্পর্শ করিবে, আমার প্রভুর পরমমিত্র বসন্তরায়ের

পুত্র রাঘব রায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি আপন রাজধানীতে উপস্থিত হই, ততক্ষণ আপনি আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলে আপনি জীবনলাভ করিতে পারেন অন্যথা আপ-নাকে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিব।”

প্রতাপ বলবন্তের অসীম সাহসীকতায় মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বলবন্তের করালপাশ হইতে মুক্ত হইবার কোন পন্থা না দেখিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। প্রতাপ বলবন্তের বাক্যানুসারে প্রতি জ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পুনরায় সভাগৃহে আগমন করিলেন তিনি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলবন্তকে যথেষ্টপরিমানে বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়া কচূরায়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করেন। বলবন্ত নির্বিঘ্নে বিনারক্তপাতে স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কচুরায় সহ অচিরকাল মধ্যে হিজিলিতে উপস্থিত হন। ইশাখাঁ, রূপরাম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, বলবন্তকে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের হৃদ-য়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইল। তাঁহারা প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন। সকলে তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রমের কথা আগ্রহের সহিত বারং-বার শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

বলবন্তের সফলতা জনিত আনন্দোচ্ছ্বাস একটু প্রসমিত হইলে ইশাখাঁ মছন্দরী প্রতাপের ভুজবল হইতে আপন রাজ্য রক্ষা করিবার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। পদদলিত

ভুজঙ্গ যেরূপ অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না সেইরূপ প্রতাপাদিত্য এ অবমাননার প্রতিশোধ না লইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেন বলিয়া আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব তাঁহাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের ঘোরতর সমর সজ্জায় সজ্জিত হওয়া উচিৎ। এই বলিয়া মহাবল ইশার্খা আশু ঘোরতর সমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গ সকল অধিকতর দুর্গম করা হইল আগ্নেয় অস্ত্র সকল সুসজ্জিত করিয়া প্রাকারোপরি স্থাপিত হইল; অবরুদ্ধ হইলে যাহাতে সৈন্যগণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পতিত না হয় তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে ধান্য সংগৃহীত হইল। পরমোৎসাহের সহিত বলবন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রতাপ বলবন্ত কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া কতক্ষণে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, কতক্ষণে সৈন্যসহ ইশার্খাকে রণস্থলে পরাস্ত করিবেন, কতক্ষণে পুনরায় কচুরায়কে হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন সেই সকল চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রীগণকে বলবন্তের আচরণ জ্ঞাপন করিয়া কতক্ষণে হিজলি নগর পদদলিত করিবেন, কতক্ষণে বিপক্ষগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন, কতক্ষণে হিজলির রাজকোষ স্বীয় কোষাগারে আনিত হইবে, মন্ত্রীগণ সহ তিনি এই সকল প্রশ্নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রুডা * প্রভৃতি বীরগণ অল্প সময়ের মধ্যে

* ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বহুসংখ্যক পর্টুগীজ, ভারতীয় নৃপতিগণের অধীনে কিম্বা স্বতন্ত্রভাবে আপনাদিগের ভাগ্যচক্র

হিজলী নগরী ভূমিসাৎ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন এবং হিজলী অভিজান জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রুডা প্রমুখ ফিরিঙ্গি নৌসেনানায়কগণ যুদ্ধপোত সকল রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন; পূর্ব্ব দেশীয় পার্ব্বত্যসেনাধিপতি মহাবল রঘু আপন সৈন্যগণকে ঘোরতর যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; ঢালী সেনানায়ক মদনমাল এবং অশ্বারোহী চমূপতি প্রতাপসিংহদত্ত, আপন আপন অধীনস্থ সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপে যশোহর নগর অকস্মাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোন দেশ পরাজিত করিবেন, সকলেই পরস্পর, এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিল, সকলেই অভিযানের বিষয় অনভিজ্ঞ সুতরাং কেহই কাহারও প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পুরনারীগণ আপন আপন পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি যুদ্ধস্থলে গম্যমান স্বজনবর্গের বিজয় কামনায় যশোহরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নানাপ্রকারে পূজা করিতে লাগিলেন। কি স্ত্রী কি বালক সকলেই অতীত যুদ্ধে আপন আপন স্বজনবর্গ কিরূপ ভৈরব বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিরূপে শুক্র পক্ষীয়গণকে যুদ্ধস্থলে বন্দী করিয়া ছিলেন, কিরূপে

পরিবর্ত্তন করিতেন। এই সকল অক্লিষ্টকর্ম্মা অধ্যবসায়ী পুরুষগণ বঙ্গোপসাগরকূলে কথন দস্যুবৃত্তি কথন বণিকবৃত্তি কথন বা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে সিবাস্তিন গঞ্জেলিস্ টিবো নামক একজন অজ্ঞাতকুলোদ্ভব অসমসাহসীক বীরপুরুষ কিছু দিন সনদ্বীপে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

অকাতরে শত্রু প্রহার সহন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, এই সকল অতীত বিষয় লইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা সময় সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার সিদ্ধিদাত্রী ভগবতী যশোরেশ্বরীর মহাসমারোহের সহিত পূজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জাহাজ ঘাটাতে * রণপোতে আরোহণ করতঃ হিজিলি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রণপোত সকল অল্পদিনের মধ্যে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে হিজলির সমীপবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। পদাতিক ও অশ্বারোহীগণ রণ তরি হইতে অবতরণ করিয়া স্থলপথরোধ এবং শত্রু পক্ষের সংবাদ প্রাপ্তির দ্বার রুদ্ধ করেন। ইশাখাঁ মছন্দরী জলে ও স্থলে প্রতাপসৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া ঘোরতর বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। বীরবর বলবন্ত আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত হওয়াতে, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর হিত সাধনের জন্য ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন নৌসেনার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অসীম

* বর্ত্তমানকালেও এস্থানে প্রাচীন গৌরবের অনুমাত্র অবশেষ পতিত আছে। ইহাদেখিলে প্রাচীনকালে ইহা কিরূপ সমৃদ্ধি সম্পন্নস্থান ছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। পূর্ব্বে এস্থানে যমুনা নদী প্রবলরূপে প্রবাহিতা হইত; কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহার ও ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এস্থানের বিপরীত পারে ভুধলে নামক স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জাহাজ সকল নির্ম্মিত হইত। এখনও প্রায় সার্দ্ধশত স্থান, যেখানে জাহাজ সকল প্রস্তুত হইত তাহার চিহ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধিমত্তা ও শূরতার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কখন বা পদাতিক অথবা অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিপক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধের অবতারণা করিতেছেন; অমিতবিক্রম বলবন্তের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া ইশাখাঁর সৈন্যগণ প্রাণপণ করিয়া ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে প্রতাপাদিত্য, যুদ্ধনিপুণ অক্লিষ্টকর্ম্মা সেনাপতিগণ সহ ইশাখাঁর সৈন্যগণের উপর অনবরত অগ্নিময় গোলকরাজী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, রঘু, মদন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ প্রতাপের সন্তোষ সম্পাদনের জন্য জলপথে ও স্থলপথে স্বীয় স্বীয় বাহিনী পরিচালনা করিয়া কুপিতকৃতান্তের ন্যায় শত্রুসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফেরঙ্গকুলোদ্ভব কূটযুদ্ধনিপুণ রুডা, নানাস্থান হইতে হিজলীর উপর লোকক্ষয়কর ভীষণ গোলক সকল নিক্ষেপ করতঃ সমূহ অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া হিজলি-বাসীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই ঘোরতর সংগ্রামের অষ্টাদশ দিবসে হিজলিপতি ইশাখাঁ মছন্দরী যুদ্ধ করিবার সময় গোলকাঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করেন। ইশাখাঁর পতনে তাঁহার সৈন্য সকল হতবীর্য্য হইয়া পড়ে, এই সুযোগে প্রতাপের সৈন্য সকল দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মথিত দলিত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিল। উদ্ধত বায়ু প্রভাবে পাদপ-দল যে রূপ দশা প্রাপ্ত হয় ইশখাঁর সৈন্যগণ ও প্রতাপ-সৈন্য কর্ত্তৃক সেই দশা প্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ বিপক্ষ প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিল। মহাবীর-বলবন্ত তাহাদিগকে কোনরূপে সংযত করিতে না

পারিয়া তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈনিক সহ প্রতাপের সৈন্য সমুদ্রে অবগাহন করেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া বীর-লোক প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গদেশে যৎকালে মুসলমানগণ রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্যের দিনে হিন্দুর সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুরাও আবার মুসলমান স্বামী বা বন্ধুর স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য প্রাণপণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহারা জানিতেন উভয়ের স্বার্থ উভয়ের সহিত জড়িত, এ জন্য তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে, পরস্পর মিলিত হইয়া, কার্য্য করিতেন। আবার যদি কখন হিন্দু মুসলমান এক প্রাণে মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তখন ইহাঁ-দিগের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয়ের বিলম্ব থাকিবে না।

প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিয়া রূপরাম ও কচুরায়কে ধৃত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। রূপরাম ইশাখাঁর পতনের আর বিলম্ব নাই বুঝিতে পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতাপ কচুরায়কে হস্তগত করিতে না পারাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন। প্রতাপাদিত্য হিজলি বিজয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। তিনি অনতিবিলম্বে হিজলি রাজ্যের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক সুব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ ও তথাকার দুইজন প্রধান হিন্দুকর্মচারীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

প্রতাপ, হিজলি অধিপতি ইশাখাঁকে নিহত ও তাঁহার সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতঃ বিজয়বাহিনী পরি-

চালনা করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। নগরবাসীরা প্রতাপের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ সকল নির্ম্মাণ এবং আপন আপন গৃহ সুশোভিত করিয়া বীরপ্রবর প্রতাপের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রতাপের আগমনে যশোহর সজীব হইয়া উঠিল, প্রশস্ত রাজপথ গৃহের ছাদ ও গবাক্ষ সকল লোক-পরিপূর্ণ হইল, আনন্দরোলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রতাপ যশোহরে পদার্পণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে ভগবতী যশোহরেশ্বরীর মন্দীরে গমন করিয়া নানাবিধ উপচারে জগজ্জননীর পূজা, বহুসংখক ব্রাহ্মণ এবং সৈন্যগণকে নানা প্রকার দ্রব্যে পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া স্বীয় স্বীয় গুণানুসারে বহুবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য, যে সময় হিজলি অধিপতিকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করেন, সেই সময় তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব প্রদেশে বিক্রমপুরের অধীশ্বর কেদাররায় চাঁদরায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুযোগ বুঝিয়া প্রতাপের সহিত মিত্রতা সূত্র ছিন্ন করত স্বতন্ত্রভাবে রাজ্য শাসন করিবার জন্য বহুল সৈন্য সংগ্রহ করেন। চার-চক্ষু প্রতাপ, কেদার রায়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে কিয়দংশ সৈন্য বিক্রমপুরাভিমুখে প্রেরণ করিয়া তিনি যশোহর হইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে বিক্রমপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনবরত দিবারাত্র গমন করিয়া প্রধান সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া কিরূপ প্রণালীতে যুদ্ধ ক্রিয়া পরিচালনা করিবেন সে বিষয় সেনানী-গণের সহিত মন্ত্রণা করেন। যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে অকস্মাৎ

কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিতে সকলেই অভিমতি প্রকাশ করিলেন। এতদনুসারে সূর্য্যকান্ত শঙ্কর, প্রতাপ সিংহ, মদন, রঘু প্রভৃতি সেনানীগণ কেদার রায়ের রাজধানীর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। ব্যাধগণ মৃগয়াকালে অরণ্যের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রতাপসৈন্য চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রু পক্ষের কেহই সেনাজাল অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহাঁরা ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুপুরীর উপর অনবরত অগ্নি গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেদার রায় প্রভৃতি বীরগণ প্রতাপ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়াতে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতায় কোন রূপে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া কেদাররায় ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণসহ প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন। প্রতাপ, কেদার রায়ের দুষ্টাচরণ জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া আর কখন এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না, জননী জন্মভূমির শত্রুগণকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সকলের সহিত মিলিত হইবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে সকল মহাপ্রাণ মুসলমান বা হিন্দুগণ এক প্রাণে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তাঁহাকে আবদ্ধ করেন। মহাবীর প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া কেদার রায়কে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রতাপ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া পর্টুগীজ দলদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করেন। এই সকল মনুষ্যত্ব বিহীন বৈদেশিক জলদস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গোপসাগরকূলপ্রদেশে প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং বালকবালিকা যুবক যুবতী ভেদ না করিয়া বন্দী করত স্থানান্তরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহাদিগের অত্যাচার এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে প্রজাগণ ইহাদিগের আগমন কথা শ্রবণ করিলে বজ্রাহতের ন্যায় ব্যামোহিত হইয়া পড়িত এবং আত্মরক্ষার্থ স্ত্রী পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহারা মগগণঅপেক্ষা প্রজাগণকে অধিকতর রূপে প্রপীড়ন করিত, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইহাদিগের অমানুষিক অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আরাকানাধিপতি মগরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। *

মগরাজ বঙ্গদেশ কখন আক্রমণ করিবেন না, উভয়েই পরস্পরের শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবেন, উভয়েই ফিরিঙ্গি দস্যুগণকে কখনই আশ্রয় প্রদান করিবেন না এবং তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্য আরাকান

* বঙ্গোপসাগর কূলের অধিবাসীরা এ সময় পর্টুগীজগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। সাধারণ শত্রু ফিরিঙ্গিগণকে দমন করিবার জন্য রাজন্যবৃন্দ মিলিত হইয়াছিলেন এ কথা আরাকান ও এ প্রদেশের সেই সময়ের বিবরণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়।

অধিপতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, ফিরিঙ্গিগণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরা দলবদ্ধ হইয়া ফিরিঙ্গিগণকে বঙ্গোপসাগর কূল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই রূপে ফিরিঙ্গি আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করিয়া মগাধিপের সহিত দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন।

উপরোক্ত সন্ধি অনুসারে রাজ্যস্থ দস্যু ফিরিঙ্গিগণ ধৃত হইতে লাগিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই দলবদ্ধ হইয়া দুর্গম নিভৃত স্থলে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সুযোগ ক্রমে বাণিজ্যপোত বা প্রজাগণের উপর পতিত হইয়া পালব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।

সে সময় আমাদের দেশের আপামর জন সাধারণ এ দেশ হইতে ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে নিষ্কাষিত করিবার জন্য এক প্রাণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জন সাধারণ কর্ত্তৃক উহারা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত দর্শিত হইত। কোন প্রকার অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে কেহই পশ্চাৎ পদ হইত না এমন কি পরম শত্রু ও পরস্পর মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গি দমনের জন্য এক প্রাণে কার্য্য করিতেন। যে সময় দেশের জন সাধারণের হৃদয়ে বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল সেই সময় কারভালহো (Carvalho) নামক একজন পর্টুগীজ জলদস্যুনায়ক চট্টগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া যশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধবশবর্ত্তী যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়া ইহাঁকে পথিমধ্যে নিহত করে; ইহার

মৃত্যু সংবাদ ধূমঘাট স্থিত মহারাজের নিকট রাত্রিকালে নীত হয়। কারভালহোর মৃত্যু-প্রসঙ্গে জনৈক ইয়ুরোপীয় লেখক প্রতাপাদিত্যের উপর বিশ্বাসঘাতকতা দোষ আরোপ করিয়া থাকেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়া এক্ষণে স্বতন্ত্ররূপে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া এক্ষণে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বীর হৃদয়ের ধর্ম্ম নহে। উদার চরিত্র পুরুষগণ দাসত্ব প্রথার পরম শত্রু; মনুষ্যমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই এই পরম পবিত্র মহামন্ত্র তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন; পৃথিবীর যে কোন প্রদেশের লোক হউক না কেন তাঁহাদিগের বিশাল হৃদয় সেই পতিত জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে অপর এক স্বার্থপর সম্প্রদায় আছে তাহারা যদি

কোন দুরতর দুর্গম প্রদেশে অরণ্যচর পশুপ্রায় মনুষ্যকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিতে পায় তাহা হইলে তখনই কেমন করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করা যাইতে পারে কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় সেচ্ছা অনুসারে পদদলিত করা যাইতে পারে এই সকল প্রশ্নের মিমাংসার জন্য তাহারা উর্ব্বর মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া থাকে। শেষোক্ত সম্প্রদায় সংসার মধ্যে অধিক সংখ্যক এবং ক্ষমতা-শালী এই জন্যই পৃথিবী মধ্যে এত অত্যাচার অনুদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে ; এই জন্যই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দরিদ্রগণ অনশনে দরিদ্রলীলা সম্বরণ করিতেছে ; এই জন্যই শান্তি পরিপূর্ণ সংসার এত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত না এই ঈশ্বরদ্বিষ্ট পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মনুষ্য মাত্র কৃপাণপাণি হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত সংসার মধ্যে সার্ব্বভৌম শান্তি সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

মহাত্মা প্রতাপ স্বীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপন করিয়া এক্ষণে কিরূপে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা লাভ করে, কেমন করিয়া জননী জন্মভূমি, মোগলদিগের পাশব অত্যাচার বিমুক্ত হয়, কেমন করিয়া সমধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গীয়গণ আপন আপন পুত্রকলত্র ধন ধান্য বৈদেশিকদিগের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আপন আপন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, সর্ব্বদা এই সকল বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীরহৃদয় প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি তাঁহার পরম গোপনীয় চিন্তার ভাগগ্রাহী বন্ধুগণের নিকট হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা

করিলেন, কি উপায়ে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইতে পারে? কি প্রকারে পশুপ্রায় মোগলগণকে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা যাইতে পারে? কেমনে আবার হিন্দু বিজয় বৈজয়ন্তি সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা বিঘোষণা করিতে পারে? প্রতাপ অবসন্ন হৃদয়ে পুনরায় কহিলেন; এই সকল দুর্ব্বিষহ চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় কন্দরে বৃশ্চিক দংশনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রদান করিতেছে। গো ব্রাহ্মণগণ প্রতি মুসলমানগণ দারুণ পীড়া প্রদান করিতেছে, কত শত লোক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছে; যখন এ সকল কথা স্মরণ করি তখন আমি কোন রূপে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না। এই রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ্য দ্রব্য সকল তখন হলাহলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তি স্বজাতির দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত না হন তিনি কি মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারেন? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের কি অলসভাবে অবস্থান করা উচিত। এ বিষয় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য তাহার সদ্‌যুক্তি প্রদান করুন।

প্রতাপ সমাবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীর ন্যায় এই সকল প্রশ্ন করিয়া নিরব হইলে, বাগ্মীবর শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "রাজন্! যে সকল প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিলেন, তাহা আপনার হৃদয়ে সম্পূর্ণ অনুরূপ; আপনার প্রশ্ন অনুরূপ কর্ম্ম সকল কার্য্যে পরিণত করা যে কতদূর ক্লেশসাধ্য তাহা কল্পনা করিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়। এই মাতৃপূজনরূপ ঘোরতর উৎকট তপস্যায় ব্রতী হইতে হইলে আমাদিগকে অসাধারণ দারিদ্র ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, এই অতুল ধন

সম্পত্তি ভোগবাসনা আপনাকে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন প্রদান করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে সমগ্রবঙ্গের দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মানবগণের মনোবৃত্তি একীভূত করিয়া সকলকে স্বাধীনতার জন্য উদ্‌বোধিত করিতে হইবে। রাজন্ ইতিপূর্ব্বে সুলতান দাউদ মোগলদিগের বিকট-গ্রাস হইতে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াও কেবল স্বদেশবাসী জনসাধারণের সমবেদনা নাপাওয়াতে তিনি এরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। মোগলগণ এক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত, উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ নৃপতিবর্গ ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। দিন দিন উহাদিগের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় উহাদিগকে পরাজয় কল্পনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে, আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়রাজ্যের উপর প্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিতে হইবে; অন্যথা আমরা শত চেষ্টা করিলেও উহা দিগকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইব না। দেশে এক্ষণে অরাজকতা পরিপূর্ণ; উড়িষ্যা প্রদেশে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিবর্গ পাঠানগণের সহিত মিলিত হইয়া অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন; গোরক্ষপুর প্রদেশে শঙ্কররাম প্রভৃতি বীর পুরুষগণও ভৈরব বিক্রমে আপনার স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছেন; বিহার প্রদেশে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত মোকম খাঁ-ই-কাবুলী প্রমুখ বীরগণ মোগল সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া এখনও স্বাতন্ত্রতা লাভের জন্য বিপুল প্রযত্ন করিতেছেন। কুচবিহারাধিপতি মোগলভীত লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলগণেরও সহিত মিলিত হইলেও তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে

নির্ব্বাসিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলগণের সহিত নিপুণতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। রাজন্! আপনার যদি বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাদিগের সহিত পূর্ব্ব হইতে মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করিতে হইবে, যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে উদাসীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অস্ত্র ধারণ করাইতে হইবে, আর যে সকল ব্যক্তি মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদাসীনভাব ধারণ করাইতে হইবে।” শঙ্কর, এইরূপ নানা প্রকার যুক্তি পূর্ণ বাক্য কহিয়া নিরস্ত হইলে পর, প্রতাপ তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহেন, স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য যদি স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ অথবা ঘোরতর নরক মধ্যে চিরকাল প্রবাস করিতে হয় তাহাও আমি আহ্লাদ সহকারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। এই জগৎ ক্ষণ বিধ্বংসি ইহা আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কত কোটি মনুষ্য এই পৃথিবী মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত কাল-সাগরে লীন হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; আমাদিগকেও ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ইহা ধ্রুব সত্য, অতএব যে কএক দিবস এই পৃথিবীতে অবস্থান করা যায় সে কএক দিবস কেন কাপুরুষসম পদদলিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করি? স্বাধীনতার জন্য নরনারীগণকে প্রবোধিত এবং প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে কৃতাঞ্জলি পুটে ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও আমি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য

বোধ করিয়া তৎ সম্পাদনে যত্নশীল হইব। রঘুনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ যেমন জগতের চিন্তা রাজ্যের উপর বঙ্গীয় মস্তিষ্কের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন; যেমন পরম কারুণিক চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপ্রভুগণ ধর্ম্ম জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিয়া যুগ যুগান্তরের জন্য বঙ্গীয়গণের মুখের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন; জয়দেব প্রভৃতি অমর কবীগণ সুললিত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন, সেইরূপ আসুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় বাহুবলের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জগত সমক্ষে সুপ্রমাণিত করি। যে মস্তিষ্ক জগতের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে সেই মস্তিষ্ক কি আত্ম রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে কুণ্ঠিত হইবে? কখনই নহে। আসুন আমরা সকলকে জাগরিত করিয়া আত্মাবস্থা বুঝাইয়া দি। পুরাকালে ঋষিগণ যেরূপ কোন বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার জন্য ধ্যান নিমগ্ন থাকিতেন, সেইরূপ কি উপায়ে আমরা স্বদেশীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্য আসুন আমরা পৃথিবীর নানা স্থানে যুবকগণকে প্রেরণ করি। পর-প্রেরিত হইলে কার্য্য সাধিত হইবে না যুবকগণের হৃদয়ে এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বপন করুন যাহাতে তাহারা স্বয়ং ইহা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয়।”

প্রতাপ, শঙ্কর প্রভৃতি বন্ধুগণ এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পর তাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রিয়তর জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য মোগলদিগের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্কর সুবা বঙ্গের

প্রত্যেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট গমন করিয়া সকলকে দেশের অবস্থা বিশেষ রূপে বুঝাইতে লাগিলেন। কি ধনী কি নির্ধনী কি বিদ্বান্ কি মূর্খ সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর শঙ্করের অপ্রতিহত ক্ষমতা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি কখন উড়িষ্যার রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতে পরামর্শ দিয়া, কতুল খাঁ ওসমান খাঁ প্রভৃতি পাঠান সেনা নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া কেমন করিয়া বঙ্গের চিরস্থায়ী স্বাধীনতা সংস্থাপন করা যাইতে পারে, কেমন করিয়া মুসলমানগণ হিন্দুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই সকল গুরুতর প্রশ্নের তত্ত্ব নির্ণয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন। আবার কখন বিদ্রোহী সেনা নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের কার্য্য কলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই সকলকে ভাবি ঘোরতর পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিতেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলাফল বঙ্গের জনসাধারণের উপর ন্যস্ত আছে। ইহারা মনে করিলে চির কালের জন্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এবং ইহাতে হতাদর করিলে অনন্ত কালের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে ইহা সকলকে সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করান। শঙ্করকে এই সকল কার্য্য সাধনের জন্য কিছু দিবস ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থান করিতে হয়, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মৈথিলীগণের হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বর হইয়া উঠেন। তিনি এ প্রদেশে অবস্থানকালে গণ্ডকীর তটে জগজ্জননী ভগবতীর একখানি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া

ছিলেন *। ইহার প্রতিষ্ঠা কালে তিনি অকাতরে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের বিশেষ রূপে শ্রদ্ধার পাত্র হন।

শঙ্করের গমনের পর হইতে প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত, মদন, প্রতাপ সিংহ, সুন্দর, রুডা প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণকে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের ভার প্রদান করেন। তাঁহারা প্রাণপণে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ দুর্গ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বা নানা প্রকার যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র সকল প্রস্তুত এবং বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রভূত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানের দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা সকল প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সৈন্যগণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, কেহ বা নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া সেনাদল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, কেহ বা নানা প্রকার যুদ্ধ তরী নির্ম্মাণ করিয়া নৌবল পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। কেহ বা গুপ্তরূপ ধারণ করিয়া মোগল কর্ম্মচারীগণের স্বভাব চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কার্য্য করাতে যে কার্য্যে যে ব্যক্তি কখন ব্রতী হয় নাই তাহাতে সে ব্যক্তিও বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল। প্রতাপ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে

* এরূপ কিম্বদন্তি দারভাঙ্গা প্রদেশের অন্তর্গত হায়াঘাটে শঙ্কর স্থাপিত মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে।

গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যেক বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না, অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্যেও তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। ধুমঘাট সমরপ্রিয়তার কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল। এ প্রদেশ আগমন করিলে মন যেন স্বতঃই যুদ্ধ করিবার জন্য নৃত্য করিয়া উঠে; কোন স্থানে বহুবিধ আয়ুধ সম্পন্ন সৈন্যগণ নানাপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোমহর্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে, ইহা দর্শন এবং বীররসোদ্দীপক রণবাদ্য শ্রবণ করিলে কাপুরুষ হৃদয়েও উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়। কোনস্থানে শত শত ব্যক্তি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে অদ্ভুত দর্শন মৃণ্ময় দুর্গ অধ্যবসায় সহকারে নির্ম্মিত হইতেছে; এই সকল সজীবতা ভাব দর্শন করিলে মৃত ব্যক্তিরও কার্য্য করিবার প্রবল স্পৃহা উদ্রেক হইয়া থাকে। জীবন্মৃত বঙ্গীয়গণের নিকট আজকাল এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সহিত পূর্ব্বজ মহাপুরুষগণকেও তুলনা করেন, আমরা সেই সকল বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণকে একবার সুন্দরবন প্রদেশে গমন করিয়া কথাবশেষপ্রাপ্ত স্মৃতিচিহ্ন শেষ সকল দর্শন করিতে অনুরোধ করি, এসকল স্থান দেখিলে এখন ও আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করিয়া থাকে, এখনও বিষাদ ও আনন্দে হৃদয়কে উচ্ছ্বাসিত করিয়া তোলে, যদি বঙ্গের কোন প্রধান তীর্থস্থান থাকে তাহা হইলে ইহাই সেই স্থল, এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতা সংস্থা-

পন জন্য [illegible] জয়পতাকা সংরোপিত হয়, এই স্থলে হইতে বীরগণ নানাস্থানে গমন করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করেন এবং অবশেষে এই স্থানেই বঙ্গীয় বীরগণ স্বাধীনতার জন্য ভৈরববিক্রমে শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া অনন্তকাল-সাগরে নিমজ্জিত হন।

মহারাণা প্রতাপ, যে সময় ভাবিযুদ্ধের বিরাট আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত, সে সময় বীরবর শঙ্কর কোন কার্য্য উপলক্ষে রাজমহলে উপস্থিত হন, এই সময় জনৈক মুসলমান প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হন। ইতিপূর্ব্ব হইতে নীচ-প্রকৃতির মুসলমান কর্ম্মচারীগণ শঙ্করের অসাধারণ বাগ্মিতা সরলতা কার্য্যতৎপরতায় মুগ্ধ হইলেও তাঁহার জাতীয় ভাব উচিৎ বক্তৃতা ও অত্যাচারী মুসলমান বিদ্বেষ জন্য তাহারা তাঁহাকে শত্রুরের সহিত ঘৃণা করিতেন, দুষ্ট প্রকৃতির রাজপুরুষগণ ইহাকে দমন করিবার জন্য ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেন। সেরখাঁ নামক জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী এ সময়ে রাজমহলে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি প্রথম হইতেই শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। অপরাধী, শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছে অবগত হইয়া ইনি শঙ্করকে ভৎসনা করিয়া শীঘ্র অপ-রাধী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে শঙ্কর অতি বিনীত ভাবে সেরখাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন "এ ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এ যাহা ক্ষতি করিয়াছে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া দিব, এবার ইহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করুন"। এ কথায় সেরখাঁ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। শঙ্করকে দণ্ড প্রদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া

মুসলমান কর্ম্মচারীগণ রাজকার্য্যে ব্যাঘাত করা অপরাধে শঙ্করকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। শঙ্করের কারাবাসের কথা বিদ্যুৎ বেগে সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কি শত্রু কি মিত্র সকলেই তাঁহার কারাবাসে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ; এ সময় সকলে নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়াছিল :--

শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলো বাঘে,
আর মানুষ কোথায় লাগে ?

যখন শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির এরূপ দশা, তখন অন্য লোকের মান, সম্ভ্রম, ধন, ধর্ম্ম যে গমনোন্মুখ তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

শঙ্কর মুশলমানদিগের কূটজালে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হইবার পাত্র নহেন। যখন তিনি শুনিলেন দেশের জনসাধারণ ব্যক্তিগত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সকলেই সমস্বরে তাঁহার প্রতি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, নূতন রাজস্ব নিয়মে সকলেই বিরক্ত, মুসলমান কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারে সকলেই অত্যন্ত পীড়িত, সকলেই যখন একটা পরিবর্ত্তন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, তখন বুঝিলেন মুসলমান

* এই বাক্যটি এক্ষণে প্রবাদবাক্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, যখন কোন কার্য্য করিতে সুচতুর ব্যক্তি অকৃতকার্য্য হন, তখন ইহা কথিত হইয়া থাকে। প্রবাদস্থ বাঘ শব্দ সেরখাঁ বোধক। পারস্য ভাষায় সের ব্যাঘ্র জ্ঞাপক। সঞ্জীবনী হইতে "বঙ্গের শেষবীর" প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে ; লেখক ও অনেক স্থলে উক্ত কিম্বদন্তি শ্রুত হইয়াছেন।

দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলে সকলেই এই পরম পবিত্র কার্য্যে যোগদান করিবে, ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ, শঙ্কর বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। যিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন; যিনি প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ের স্বাধীনতা দেবীর পরম কমনীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সকলকে তাঁহার পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছেন; যিনি অসাধারণ বাগ্মীতায় প্রাণীমাত্রকে মুগ্ধ করিয়া আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী করেন। সেই মহাতেজস্বী শঙ্করকে কি প্রকারে মুসলমান জাল হইতে বহির্গত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পর প্রতাপ, স্থির করিলেন যে কারাগারের প্রহরীগণ অধিকাংশ হিন্দু, একজন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতাপ একজন কর্ম্মচারীকে রাজমহলাভিমুখে প্রেরণ করেন। প্রতাপপ্রেরিত লোক রাজমহলে উপস্থিত হইয়া প্রহরীগণকে প্রচুরপরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করেন। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রতাপ প্রেরিত লোক শঙ্করকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া দ্রুতগামী নৌকাযোগে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শঙ্করের পলায়ন কথা সেরখাঁর কর্ণগোচর হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কারাগার রক্ষককে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শঙ্করের অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নগর মধ্যেও প্রত্যেক স্থল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া কোথাও শঙ্করের তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন না ক্রমে ক্রমে প্রহরীগণও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিল। সেরখাঁ শঙ্করের গমনের পর চতুর্দ্দিকে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করেন। যশোহর প্রদেশ হইতে লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া শঙ্করের তথায় অবস্থান এবং যুদ্ধের জন্য প্রতাপাদিত্যের বিপুল আয়োজনের বিষয় সেরখাঁর নিকট নিবেদন করে। সেরখাঁ প্রতাপের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈন্য লইয়া ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহির্গত হন।

শঙ্কর কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া প্রতাপপ্রেরিত লোকের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্ব্বরক্ষিত নৌকাযোগে যশোহরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অবিরাম দিবারাত্রি নৌকা বাহিত হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্কর জাহাজঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের আগমন কথা শ্রবণ করিয়া প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রত্যুদ্গমন করিয়া সমারোহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। যশোহর নগর আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে পিতা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের সমাগমে লোকে যেরূপ আহ্লাদিত হয় যশোহরবাসী জনসাধারণ শঙ্করের দর্শনে সেইরূপ আনন্দিত

হইলেন। শঙ্কর বন্ধুবান্ধবসহ মিলন সুখউপভোগ করিয়া আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শঙ্করের উপর মোগলগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কখনই ইহা নীরবে বহন করিবেন না। বৈরনির্যাতনের জন্য তাঁহারা সমুচিত চেষ্টা করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রতাপ, তাঁ ও সৈন্য সকলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন।

সেরখাঁ বহুসংখক সৈন্য স্বয়ং পরিচালনা করিয়া শঙ্করকে বন্দী ও প্রতাপকে দমন করিবার জন্য যশোহরাভিমুখে আগমন করেন। প্রতাপের গুপ্তচর সেরখাঁর আগমন বার্তা নিবেদন করিলে, প্রতাপ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে সেরখাঁর প্রত্যুদ্গমনের জন্য বহির্গত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেরখাঁর সৈন্য সমাগত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রতাপ স্বীয় সেনাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সেনাপতি নায়ক শঙ্করের অধীনে প্রদান করিয়া সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সহ তিনি অপর ভাগ গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর প্রথমতঃ সৈন্যগণকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া ভৈরব বিক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের বীরগণ বিজয়লাভ বাসনায় জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন, কামান সমূহের ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির-প্রায় হইয়া উঠিল, অশ্ব ও সৈন্যদিগের পদ বিক্ষেপ জনিত ধূলি এবং বারুদের ধূমে আকাশমণ্ডল ঘোর অন্ধকার পরিপূর্ণ হইল, শঙ্করসৈন্য মোগলব্যূহ ভেদ করিয়া অস্ত্রাঘাতে শত্রু-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। মোগল সেনাপতি তাঁহার

পশ্চাৎ রক্ষিতসৈন্য সকল আনয়ন করিয়া নূতন বলের সহিত শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন, শঙ্কর পূর্ব্ব ইঙ্গিত অনুসারে প্রতীয়মান পরাজিতের ন্যায় নিকটস্থ জলাভূমি অভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান সেনাপতি, শঙ্করকে পলায়ন প্রবৃত্ত দেখিয়া সমস্ত সৈনাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। মুসলমান সৈন্যগণ সেনাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিজয়োল্লাসে দ্রুতবেগে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ করিল। মহাবীর শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে অকস্মাৎ সংযত করিয়া মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন ইহাতে বিশৃঙ্খল মোগল সৈন্য অধিকতর বিশৃঙ্খল হইল; ইত্যবসরে পশ্চাৎভাগে লুক্কাইত প্রতাপ, নবীন প্রতাপে ঘোরতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন, একে শঙ্করের অকস্মাৎ আক্রমণে মোগল সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আবার প্রতাপ পশ্চাৎভাগ হইতে ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় ভীষণবেগে আক্রমণ করাতে মোগলেরা বজ্রাহতের ন্যায় বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িল। শুষ্ক তৃণক্ষেত্রে অগ্নিপ্রযুক্ত হইলে তাহা যেমন বায়ুসহযোগে ধীরে ধীরে বৰ্দ্ধিতাকার ধারণ করে সেইরূপ বিজয়মদোন্মত্ত সূর্য্যকান্ত, প্রতাপসিংহ, মদন প্রভৃতি বীর পরিচালিত সৈন্যগণ মোগলগণকে প্রতিপদে পরাজিত করাতে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল, যে সকল মোগল অশ্বারোহীসৈন্য শঙ্করসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদিগের অধিকাংশ কর্দ্দম নিমগ্ন হওয়াতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। সেরখাঁ স্বীয়সৈন্যগণকে পরাজিত এবং বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অল্পসংখ্যক

সৈন্য লইয়া প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করেন, এই ঘোরতর যুদ্ধে প্রতাপ মুসলমান পরিত্যক্ত যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হন, অদ্য হইতে বঙ্গের ইতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ প্রারম্ভ হইল, অদ্য হইতে পরমপবিত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষিত হইল। বঙ্গীয় ভুজবলের নিকট আজ দুর্দ্ধর্ষ মোগলবীর্য্য প্রতিহত হইল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য, মোগলগণকে পরাজয় করিয়া, যে সকল রাজন্যবর্গ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইলে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহাদিগের নিকট মোগলসৈন্য পরাজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা সকলে প্রতাপের বিজয়লাভে পরম আহ্লাদিত হইয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে ধনও শরীরের সহিত পার্থিব বিষয় সকল প্রতাপের অধীনে ন্যস্ত করিলেন। প্রতাপের যুদ্ধের সহিত বঙ্গের নানা স্থানে মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে মোগল সম্রাটের অনিষ্ট করিতে ক্রটী করিল না। কেহ বা দিল্লীগামী মোগল রাজকোষ লুণ্ঠন *। কেহ বা মোগল সৈনিক নিবাসে অগ্নি প্রদান, কেহ বা সুযোগ ক্রমে অল্প সংখ্যক মোগলসৈন্য দল আক্রমণ, কেহ বা রাস্তা ঘাট পোল প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের জন সাধারণ এক প্রাণে প্রতাপের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান

* বলা বাহুল্য প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বঙ্গদেশ হইতে এক কপর্দ্দকও রাজস্ব দিল্লী রাজকোষে পৌছে নাই।

হইল। প্রতাপ ও ইহাদিগের স্বত্ব সংরক্ষণ ইহাদিগকে মোগল অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ এবং আবশ্যকানুসারে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিজ্‌লিপতি ইশা খাঁ মছন্দরী, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ কালে নিহত ও পরাজিত হইলে পর রূপরাম বসু, বঙ্গদেশে আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভি-মুখে যাত্রা করেন। বঙ্গদেশে এ সময় প্রতাপাদিত্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা; কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত না। বিশেষতঃ প্রবল পরাক্রম ইশাখাঁর পতনের পর হইতে সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনার পর আবার তিনি মোগলদিগকে অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাতে এ ধারণা সকলের অধিকতর ঘনীভূত হয়। মহাভারত যুদ্ধে ভূতভাবন ভবানীপতি যেরূপ অর্জ্জুনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতেন; সেইরূপ মহাকালী প্রতাপের বিজয় জন্য স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া সেনাপতির কার্য্য করেন সকলে এইরূপ ধারণা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপ, যে যুদ্ধে বর্ত্তমান

থাকিতেন সে যুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও কোন রূপে বিজয় লাভে সমর্থ হইতেন না। প্রতাপের নামের বৈদ্যুতিক শক্তি সকলকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। জন সাধারণের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করা সাধারণ সাধনার কথা নহে।

বসন্তরায়ের কর্ম্মচারী রূপরাম বসু কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নানা প্রকার পথ ক্লেশ অতিক্রমণ পূর্ব্বক মোগল রাজধানীতে উপস্থিত হন। রূপরাম কোন রূপে দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্যের বৃদ্ধি, বসন্তরায়ের মৃত্যু কচুরায়ের উদ্ধার এবং ইশা খাঁর যুদ্ধ ও পতনের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা সম্রাট সমীপে নিবেদন করিলেন। ইত্যবসরে বঙ্গদেশ হইতে এক জন কর্ম্মচারী আগমন করিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত সেরখাঁর ঘোরতর যুদ্ধ ও পরাজয় কথা নিবেদন করেন। সম্রাট এই কথা শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিম খাঁর অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া প্রতাপাদিত্য বিজয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন *।

ইব্রাহিম খাঁ, নানা প্রকার উপকরণ সম্পন্ন বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে আগমন করিতে লাগি-

---

* The first general sent was Abram Khan whose army was nearly annihilated near the fort Mutlar (Mutlah, now Port Canning) Twenty-five other generals are stated to have been defeated in succession. Proceeding of the Asiatic Society of Bengal for December 1868.

লেন। কিছু দিন পরে তিনি যথা সময়ে রাজমহলে উপস্থিত হন। এ স্থানে কএক দিবস অবস্থান করিয়া পথ ক্লেশ দূর হইলে পুনরায় তিনি কতকগুলি নূতন সৈন্য লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম সপ্তগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে যশোহর গমন করিতে সংকল্প করেন। এ জন্য বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে বহুল পরিমাণে খাদ্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য পূর্ণ করিয়া অভিজ্ঞ নাবিকগণসহ যাত্রা করেন।

চারচক্ষু প্রতাপ বহুসৈন্য পরিবৃত ইব্রাহিমের আগমন কথা অবগত হইয়া রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের দুর্গ সকল সুদৃঢ়, আহার্য্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ, বিচক্ষণ কর্ম্মনিপুণ গুপ্তচর সকল মোগল রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ সকল অবগত হইতে লাগিলে। তিনি যখন শুনিলেন ইব্রাহিম খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতেছেন, তখন ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া মাতলা দুর্গে সৈন্য সকল প্রেরণ করিয়া তাহা সুদৃঢ় করেন। কলিকাতার দক্ষিণ রায়গড় দুর্গের নিকট ইব্রাহিম সৈন্যের সহিত একটি ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় *। মোগল সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ বঙ্গীয়সৈন্য তাহাদিগের বিশেষ কিছু অপকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইব্রাহিম রায়গড় অবরোধ করিয়া অনবরত ভীষণ অগ্নিময় গোলকসমূহ তাহারপ্রতি নিক্ষেপ করিতে

* প্রতাপের রাজ্য মধ্যে অনেকগুলি রায়গড় দেখিতে পাওয়া যায়; উপরোক্ত রায়গড় বেহালা বড়িষার সন্নিকট।

লাগিলেন। বঙ্গীয়সৈন্যগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ঘোরতর বিক্রমে অবিরাম মুসলমান সৈন্যগণের উপর গোলক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ রায়গড়, অবরোধ করিয়াছে, প্রতাপ, একথা অবগত হইয়া কমল খোজা, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণকে মুসলমানদিগের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। সূর্য্যকান্ত, কতকগুলি কর্ম্ম নিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু অসমসাহসী সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া রাত্রযোগে দ্রুতগামী নৌকা করিয়া নিরুদ্বিগ্ন মোগলসৈন্যের শিবিরের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হন। নৌকা সকল সাঙ্কেতিক স্থানে রক্ষা করিয়া, সকলে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় মোগল শিবির আক্রমণ করেন। অসতর্ক মোগলগণ, বঙ্গীয়গণের অকস্মাৎ আক্রমণে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। বঙ্গীয় বীরগণ বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য নিহত করিয়া শত্রুশিবিরে অগ্নি প্রদান করেন। অল্পকালমধ্যে প্রবল বায়ু সহযোগে অগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; মোগলগণ এই আলোক সাহায্যে বঙ্গীয়গণকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়াতে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করেন। সূর্যকান্ত দেখিলেন তাঁহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, শত্রুসৈন্যের হৃদয়ে ঘোরতর বিভীষিকা বদ্ধমূল হইয়াছে, এক্ষণে যুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষীয়লোক বৃথা নিহত হইবে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া সকলে পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে নৌকায় গমন করিয়া মাতলায় উপস্থিত হইলেন।

সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ মোগলসৈন্য মথিত করিয়া নির্বিঘ্নে গমন করার পর, ইব্রাহিম খাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া রায়গড় অবরোধ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পরদিন প্রাতঃ-

কালে কিয়দংশ সৈন্য রায়গড় অবরোধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মাথলা অভিমুখে গমন করেন। প্রতাপ, ইব্রাহিমের আগমণের পূর্ব্ব হইতে রুডাকে নৌসেনা এবং সূর্য্যকান্ত শঙ্কর মদনমল্ল, সুখা, সুন্দর, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি বীরগণ মধ্যে কাহাকে পদাতিক কাহাকে অশ্বারোহী কাহাকে বা গজারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ বিপুলবাহিনী পরিচালনা করিয়া মাতলাতুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অকস্মাৎ তুর্গাভ্যন্তর হইতে মোগলসৈনের উপর গুলি বর্ষণ হইল, ইহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্কেত; এই সঙ্কেত শব্দ শ্রবণ করিয়া রুডা নৌসেনা লইয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। যে সকল মোগলসৈন্য স্থলপথে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, তাহাদিগকে সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি সেনানীগণ ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন; যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, শোণিত প্রবাহে নদী আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, কামান সমুহের মুহূর্মুহুঃ ভয়ঙ্কর শব্দ, সৈন্যগণের কোলাহল এবং রণমত্ততাজনকবাদ্যধ্বনিতে সুন্দরবন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া অরণ্যচর পশুগণকেও আকুলিত করিতে লাগিল। প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যে স্থলে অতি ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতেছে, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া যবন দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত বঙ্গীয়সৈন্য প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় মোগল সৈন্য মধ্যে প্রবাহিত হইল, ইহাতে মোগল সৈন্য বিচলিত হইয়া পড়িল, ইব্রাহিম বহু চেষ্টাতেও সৈন্যগণকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন না; বঙ্গীয়গণের মুহূর্মুহুঃ ভীষণ

আক্রমণে মোগলসৈন্য হতবীর্য্য হইয়া পড়িল। জয়লাভ দূরের কথা, এক্ষণে কোনরূপে আত্মরক্ষা করা যথেষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া, সকলে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রুডা প্রভৃতি বীরগণ নিপুণতা সহকারে শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিবসে ইব্রাহিমের প্রায় সমস্ত সৈন্য মাতলাতুর্গের সন্নিকট বঙ্গীয় বীরগণকর্ত্তৃক বিধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালীরা যেরূপ রণনিপুণতা অধ্যবসায় ও নির্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তাহাতে বোধ হয় ইহাঁরা যদি উপযুক্ত সেনানায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হন তাহা হইলে ইহাঁরা সর্ব্ব প্রধান সমরপ্রিয় জাতির সহিত ও যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাহারা ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন বা যাহারা ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া জগত মধ্যে ঘোষণা করেন তাহারা যে কাপুরুষ ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগের শান্তিপ্রিয়তা কাপুরুষতা নহে; ইহারা উত্তেজিত হইলে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহারা অহরহ পদদলিত হইয়াও শীঘ্র উত্তেজিত হয় না ইহাই ইহাদিগের প্রধান দোষ। নদীর গতি একদিক বন্ধ হইলে তাহা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হইয়া অন্য দিক দিয়া অন্য আকারে প্রবাহিত হয়; সেইরূপ বাঙ্গালীর সমর প্রিয়তার উপর খড়্গাঘাত করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীর এবং চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবীগন * তাহার

* ইহাদিগের সংখ্যা সার্দ্ধ শতেরও অধিক বলাবাহুল্য

স্থলে জগতের দাসত্ব, শান্তিপ্রিয়তা, প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি রোপণ করিয়া তাহা সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। যদি ভগবান চৈতন্যদেব সৌম্যরূপে অবতীর্ণ না হইয়া, প্রচণ্ডরূপে শাণিত কৃপাণ হস্তে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইতেন; অথবা বঙ্গীয় কবিগণ যদি প্রেমপূরিত শ্রুতিমধুর গীতি সকল সুমধুর স্বরে বীণা-যোগে গান না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে উচ্চৈঃস্বরে উত্তেজনা পরিপূর্ণ শ্রবণভৈরব স্বাধীনতা গীতি শিঙ্গা সহযোগে গান করিতেন তাহা হইলে আজ বঙ্গের দশা অন্য রূপে দর্শিত হইত।

প্রতাপ, মোগলসৈন্যকে মাতলা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়া, রায়গড়ের অবরুদ্ধ সৈন্যের সাহায্য করিবার জন্য সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণকে প্রেরণ করিলেন। মোগল-গণ ইতি পূর্ব্বেই ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ পরাজয় কথা শ্রবণ করিয়া-ছেন। এরূপ অবস্থায় অল্প সৈন্য লইয়া শত্রু দেশে অবস্থান করা হিতজনক নহে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা গমনের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলে, হতাবশিষ্ট ইব্রাহিম সৈন্য পলায়ন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হন। রুডা, সূর্য্যকান্ত, কমল খোজা প্রভৃতি সেনানায়কগণ এখানেও তাহাদিগকে ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করেন। ইহারা পদে পদে পরাজিত হও-য়াতে ভয় বিহ্বল হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে আরম্ভ

বঙ্গীয় হৃদয়ের উপর ইহাঁরা অসীম ক্ষমতা এক সময় বিস্তার করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান কালের বিকৃতমনা বৈদেশিক ভাবা-পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাঁদিগের কবিতার সমাদর না থাকিলেও শিক্ষিত মধ্যে এখনও আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

করিলেন। প্রতাপ মোগলগণকে বিতাড়িত করিয়া বহুল পরিমাণে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ পদার্থ লইয়া রাজধানী যশোহর নগরে প্রত্যাগমন করেন। ইহাঁর আগমনে আনন্দের সীমা রহিল না। যাঁহার করুণা কটাক্ষে প্রতাপ সমরবিজয়ী সেই জগজ্জননী মহামায়ার অতি সমারোহের সহিত পূজা হইল, ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে পূজিত হইয়া নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দীন দরিদ্রগণ মধ্যেও অকাতরে ধন বিতরণ হইতে লাগিল।

প্রতাপ মোগলগণের উপর অসামান্য বিজয়লাভ করিয়া মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পররাজ্য আক্রমণের পূর্ব্বে মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহাতে রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়, সেজন্য তিনি লক্ষ্মীকান্ত * নামক একটি বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে রাজস্ব ও শাসন

* হুগলী জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়, একজন সংসার বিরক্ত ঈশ্বরানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাতিবাহিত করিতে বাল্যকাল হইতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা এত দিন হইয়া উঠে নাই; কালক্রমে কামদেবের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী সন্তান প্রসব করিয়া জীবন লীলা সম্বরণ করেন। কামদেব এই নবীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পত্নী বিয়োগে জর্জ্জরিত হওয়াতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ ছিন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। এরূপ জনশ্রুতি আছে

বিষয়ক প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মীকান্ত অত্যন্ত নিপুণতার সহিত প্রতাপের অনুপস্থিতকালে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতাপের প্রীতি ভাজন হন।

প্রতাপ, কালবিলম্ব না করিয়া মোগলরাজ্য আক্রমণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে নৌবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। নদী প্রধান বঙ্গদেশে স্থলপথ অপেক্ষা নৌকাপথ অধিকতর সুবিধাজনক বিশেষতঃ যুদ্ধকালে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্থলপথে গমনাগমন অত্যন্ত ক্লেশকর ও সময় সাপেক্ষ; সময়ই যুদ্ধের প্রাণ, যে সেনানী যুদ্ধ কালে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তিনিই সেনাপতি পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রতাপ বহুসংখ্যক সুদৃঢ়

যে কামদেব এক সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময় দৈববশাৎ গৃহের উপরি ভাগ হইতে একটী জ্যেষ্টির ডিম্ব তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ডিমের ভিতর হইতে ছানাটী বাহির হইল বটে কিন্তু তাহা লালাতে আবৃত থাকায় নিস্পন্দ হইয়া রহিল; ইত্যবসরে একটি মক্ষীকা আসিয়া ঐ লালা ভক্ষণ করাতে ছানাটি পাশমুক্ত হইল এবং ঐ মক্ষিকা ধরিয়া ভক্ষণ করিল। কামদেব ঐ ঘটনাটী মনোযোগের সহিত দর্শন করিতে ছিলেন যখন তিনি দেখিলেন সদ্য প্রসূত শাবক জন্মগ্রহণ করিয়াই আহার প্রাপ্ত হইল তখন তাঁহার সমস্ত অন্ধকার অপসারিত হইয়া তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি নবকুমার লক্ষ্মীকান্তকে ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কালক্রমে এই লক্ষ্মীকান্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করিয়া সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত এবং স্বীয় প্রতিভা বলে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হন। প্রতাপের

রণতরি একত্রিত করিয়া তাহাতে সকল প্রকার দ্রব্য পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। রণপোত সকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যপূর্ণ হইলে প্রতাপ শুভদিবসে বিপুলবাহিনী লইয়া মোগলরাজ্য আক্রমণে বহির্গত হন। মৃতপ্রায় নিস্তব্ধভাবে নৌকাসকল অনুকূল বায়ুভরে সুন্দরবনের হিংস্র জন্তু পূর্ণ বিজন প্রদেশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরিৎ অতিক্রমণ করিয়া ভাগীরথী গর্ভে পতিত হইল। এসময় হইতে তাঁহারা অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শত্রু আক্রমণ নিবারণ এবং তাহাদিগের অবস্থানের বিষয় সংবাদ দিবার জন্য, কতক খানি দ্রুতগামী রণপোত অগ্রেও পশ্চাতে থাকিতে আদিষ্ট হইল; প্রতাপ এই প্রকারে বিপুলবাহিনী সঙ্গে লইয়া একদিন অকস্মাৎ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন। মোগলগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করাই প্রতাপের মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য, সুতরাং যাহাতে প্রজাগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার নাহয় সেই জন্য সৈন্যগণ মধ্যে কঠোর আদেশ প্রদান করেন। মোগলগণ, প্রতাপসৈন্য কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারা অল্প

পতনের পর কামদেব জন্মভূমি দর্শনের জন্য একবার বঙ্গদেশে আগমন করেন সে সময় কামদেবের সহিত মানসিংহের সাক্ষাৎ হয়; মানসিংহ, কামদেবকে সাধক বলিয়া ইতি পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। মানসিংহ কামদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকান্তের যে সকল সম্পত্তি ছিল তাহা রাজ্যান্তর্গত না করিয়া তাহাকেই প্রদান করেন। এই মহাপুরুষই বড়িশার সাবার্ণ চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ।

সংখ্যক হওয়াতে যুদ্ধে পরাজিত হন। প্রতাপ, সপ্তগ্রামস্থ যাবতীয় রাজকীয়ধন লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় নাবিকগণকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

প্রতাপের মোগল রাজ্যাক্রমণ কথা অবগত হইয়া উড়িষ্যার হিন্দু রাজন্যবর্গ ও পাঠান সেনানায়কগণ চতুর্দিক হইতে দলে দলে মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাঁদিগের পদভরে বঙ্গদেশ কম্পিত প্রায় হইয়া উঠিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ মোগল সেনানীগণকে আক্রমণ করাতে ইহাঁরা মোগলদিগের বিজাতীয় ভীতিপ্রদ হইয়া উঠেন। সেই সময় হইতে আমাদিগের দেশে কোন ভীষণযুদ্ধের হহিত তুলনা দিতে হইলে মোগল পাঠানের যুদ্ধ বলিয়া উদাহরণ দেওয়া হয়।

প্রতাপ গঙ্গাতীরের সমীপবর্ত্তী মোগলনগর সকল আক্রমণ করিতে করিতে রাজমহলের সমীপবর্ত্তী হন। পাঠান সেনানায়কগণ প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া জল ও স্থল পথে চতুর্দিক হইতে রাজমহল আক্রমণ করিলেন। কএক দিবস ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল ইহাতে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না; ইহাতে প্রতাপ অতি নিপুণতা সহকারে কামান সকল দুর্গের চতুর্দিকে সংস্থাপন করিয়া অনবরত লোক সংহারক ভীষণ অগ্নি গোলক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মোগলগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল, আহার্য্যসামগ্রী ও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল. দুর্গ প্রাচীর ও স্থানে স্থানে ভূমিসাৎ হইল; এরূপ ঘোরতর সঙ্কটাবস্থায় মোগলগণ আত্মসমর্পণ করিলেন; প্রতাপ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ইহার শাশনভার ন্যস্ত করিয়া বিজয়লব্ধ দ্রব্য সহ পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন প্রতাপের

সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; প্রতাপের আদেশ ক্রমে মোগলদিগের যুদ্ধতরী সকল ধৃত হইল। শত্রুপক্ষের হস্তে যাহাতে নৌকা সকল পতিত না হয় সেজন্য তিনি অনেক গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলেন। প্রতাপ মোগলদিগকে পরাজিত করিতে করিতে পাটনা নগরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন; ইতিপূর্ব্বেই বিহার প্রদেশের জমীদারগণ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাঁহারা সুযোগ ক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রতাপকে বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহারাসকলে পতঙ্গপালের ন্যায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রতাপ, শঙ্কর, প্রভৃতি বীর পুরুষগণ বহুদিন হইতে ইহাঁদিগের নিকট সুপরিচিত। পূর্ব্বে তাঁহারা ইহাঁদিগকে সৌম্যবেশে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভৈরববেশে দেখিতে পাইলেন; বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় নাই; পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বভাষণ, সকল বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণ অথবা সস্নেহ ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতাপ, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পাটনা নগর আক্রমণ করিলেন; পাটনা, বিহার প্রদেশের রাজধানী। এপ্রদেশের মধ্যে ইহা মোগলদিগের প্রধান সেনানিবেশ স্থান। প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রঘু, সুখা, রুডা, মদনপ্রভৃতি মহা-বীরগণের সহিত মোগলগণকে ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করিলেন, মোগলগণ পূর্ব্বপরাক্রম স্মরণ করিয়া প্রাণপণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্জলিত হইল। এই যুদ্ধে, এক পক্ষের বীরগণ আপনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে যবনগণের বিকটগ্রাস হইতে

মুক্ত করিবার জন্য, পরমপবিত্র দেবমন্দির সকল পাষণ্ডগণের পদদলন হইতে ত্রাণ করিবার জন্য, ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অন্য পক্ষে মোগল বীরগণ তাঁহাদিগের প্রভুতার খর্ব্ব হওয়াতে তাঁহাদিগের ভোগবিলাস দ্রব্যের হ্রাস হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দু সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধিত সিংহবিক্রমে মোগল ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শাণিত তরবারীপ্রহারে শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে হিন্দুবীরগণ মোগল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। মোগলগণ, হিন্দুবীর্য্য কোনরূপে সহন করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার্থ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে হিন্দুবীরগণ যেরূপ অসীমসাহসিকতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং যুদ্ধনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বীরতার ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে; জয়মদোন্মত্ত বীরগণ আবার ঘোরতর পরাক্রমের সহিত দুর্গঅবরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান পর্টুগীজ সকলেই যেন নিজের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বদ্ধভাবে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সকলেই মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া অসীম শৌর্য্যপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কামান সকল অনবরত ভীষণশব্দ করিয়া গোলক উদ্গীর্ণ করাতে যেন প্রলয়কাল সমীপবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কএকদিবস এইরূপ সমভাবে আক্রমণ করাতে দুর্গপ্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে। হিন্দু বীরগণ এই অবকাশে শাণিত কৃপাণহস্তে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্করবেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণকালের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ প্রারম্ভ

হইল; পর্বতের নিকট প্রবল প্রভঞ্জন যেরূপ প্রতিহত হয়, সেইরূপ মোগলসেনা হিন্দুসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। প্রতাপ পাটনাদুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপ কিছুদিনের জন্য বঙ্গভূমি হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া ইহার শাসনভার সেই সেই প্রদেশের ভুস্বামীর অধীনে প্রদান করিলেন, তাঁহারা ন্যায় অনুসারে রাজ্যপালন এবং যুদ্ধকালে ক্ষমতানুসারে সৈন্য সাহায্য করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। প্রতাপ এইরূপ শাসনব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, গমনের পূর্ব্বে প্রতাপ একদিবস যেসকল বীরগণ যুদ্ধকালে সহায়তা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন "বীরগণ স্বাধীনতা সংস্থাপনজন্য আপনারা যে এই অপর্য্যাপ্ত শোণিত প্রবাহিত করিলেন ইহার জন্য আপনাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরকালঘোষিত হইবে, দেবতা সকল আপনাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন, আপনারা দেশের গৌরব বলিয়া অভিহিত হইবেন, আপনারা অসীম অধ্যবসায় সহকারে যে ধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন ইহা যে কেবল বর্ত্তমানকালে লোকহৃদয়ে অনুক্রমিত হইয়া আমাদিগের পুষ্টিসাধন করিবে এরূপ নহে। ভবিষ্যৎকালেও আমাদিগের সন্ততিগণকে ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা শিক্ষাদিতে থাকিবে, যে সকল স্বদেশবাসী আমাদিগের এই পরমপবিত্র স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে সহায়তা না করিয়া, উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা ঘোরতর

নরকে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, আর যেসকল কুলাঙ্গার স্বদেশদ্রোহী ক্ষণিক স্বার্থের জন্য মোগলদিগের সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা অনন্তকাল রৌরব নরকে অনন্ত দুঃখভোগ করিবে এবং তাহাদিগের সন্ততিগণ ধনবান্ গুণবান্ বিদ্বান হইলেও পুরুষানুক্রমে তাহারা ধিকৃত ভর্ৎসিত এবং অপমানিত হইবে; জনসাধারণ তাহার সম্মুখে কহিতে অসমর্থ হইলেও পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিবে "উহার কুলাঙ্গার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমিকে শক্রকরে বিক্রয় করিয়াছিল, ঐ পাপাত্মার ধনজন-সম্পত্তিতে ধিক্।" মহাবীর প্রতাপ সমাগত বীরগণকে এইরূপে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদিগের পদ মর্য্যাদা ও যোগ্যতানুসারে সকলকে যথেষ্ট পরিমাণে ধনপ্রদান করেন। মহারাজ প্রতাপ, পাটনাপর্য্যন্ত অধিকার করিয়া প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিজয়লাভ করিয়া গমন করিলেও প্রতাপের সৈন্যমধ্যে কোনপ্রকারে বিশৃঙ্খলার লেশমাত্র নাই, পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মানুসারে সমস্ত কার্য্যসম্পন্ন হইতেছে। রণতরী সকল কখন বা অনুকূল বায়ুভরে কখন বা গুণযোগে চলিতে লাগিল, এই সকল পোতসমূহ যখন তরঙ্গায়িত-নদীবক্ষে পালভরে গমন করিত, যখন উল্লসিত মনে নাবিক ও সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর সঙ্গীত গান করিয়া দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিত, তখন নদীতীরে এই অপূর্ব্ব নৌকানগরী দেখিবার জন্য শত শত লোক একত্রিত হইয়া অনিমেষ নয়নে যতক্ষণ না ইহা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ চাহিয়া থাকিত।

প্রতাপ কিছুদিনের মধ্যে আবার যশোহরনগরে উপস্থিত হই-লেন তাঁহার আগমনে আনন্দের সীমা রহিল না। যশোহর যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, লোকসকল কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনসহ মিলিত হইবার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য জাহাজ ঘাটায় অবতীর্ণ হই-লেন, ইহার অবতরণের সহিত বুরুজপোতা * হইতে অনবরত তোপধ্বনি হইয়া মহারাজের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল, মহারাজ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে যশোহরেশ্বরীর চরণতলে শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও বিজয়লব্ধ অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা মহামায়ার পূজা করিলেন, জগজ্জননীর পূজা সম্পন্ন করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে ধন দান করিয়া ধূমঘাট ভবনে গমন করেন।

সম্রাট আকবর, বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান এবং স্বীয় সৈন্যগণের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া আজিম খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বহুল পরিমাণে রণনিপুণ সৈন্য প্রদান করিয়া প্রতাপ বিজয় জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন আজিম খাঁ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সম্পন্ন সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হন এবং শীঘ্রগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোগলসৈন্য অনবরত গমন করিয়া পাটনার সমীপবর্ত্তী হইলেন, প্রতাপ আজিমের দিল্লী হইতে বহির্গমন বিষয় অবগত

* ইহার উপর কামান স্থাপিত হইত, বর্ত্তমানকালেও ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

হইয়া, তিনি পাটনা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মচারীগণকে, মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে এবং বিনাবাধায় বঙ্গের অভ্যন্তর প্রদেশে আগমনের পথপ্রদান করিতে উপদেশ দিয়া পাঠান।" পাটনার রাজকর্ম্মচারীগণ প্রতাপের উপদেশানুসারে আজিমের সহিত মিলিত হইলেন, আজিম প্রতীয়মান বিজয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বোক্ত আদেশানুসারে রাজমহল প্রভৃতি নগরের কর্ম্মচারীগণও আজি-মের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল স্থলের তৃণগণ ও মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্য বজ্রবীর্য্য ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় সকল বিষয়ই মোগল সৈন্যের অনুকূল রূপধারণ করিল, বিনা রক্তপাতে বঙ্গদেশ করতলস্থ হইতেছে ইহাতে আজিমের উচ্চাভিলাষ, আহ্লাদ ও গর্ব্বের সীমা রহিল না। নদী যেমন সমুদ্রের যত সন্নিকটবর্ত্তী হয় তাহার প্রশস্ততাও সেরূপ ততবর্দ্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া প্রশস্ততাও স্বায় অস্তিত্বপর্য্যন্ত হারাইয়া থাকে। আজিমের গতি নদীর গতিকে যথার্থরূপে অনুকরণ করিল, আজীম প্রতাপের যত সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন তাঁহার স্ফীততাও ততবৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রতাপ যখন শ্রবণ করিলেন, আজিম বর্ত্তমান কলিকাতার সন্নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে বিশ্রাম সুখ উপ-ভোগ করিতেছেন, তখন তিনি একদিন নিশিথরাত্রে সমস্ত সৈন্যের সহিত মোগল শিবির আক্রমণ করেন, প্রতাপসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে যুগপৎ ভৈরব বিক্রমে সিংহনাদ পরিত্যাগ

করিয়া মন্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন, প্রসুপ্ত মোগলসৈন্য অকস্মাৎ প্রলয়কালীন গভীরগর্জ্জন শ্রবণ পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যেমন শিবির দ্বারে উপস্থিত হইবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গীয়সৈন্যের শাণিত কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। শিবিরের চতুর্দ্দিকে মার মার, কাট কাট, রক্ষাকর রক্ষাকর ইত্যাদি শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতাপসৈন্য মহাকালের ন্যায় রুদ্ররূপে সমস্ত রাত্রি ভীষণরূপে মোগলসৈন্য সংহার করেন। অনন্তর প্রাতঃকালে হতাবশিষ্ট পলায়নোদ্যত মোগলগণকে বন্দী করিলেন *। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে, যুদ্ধোপযোগী পদার্থ ও নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়। এই অদ্ভুত বিজয়বার্ত্তা তড়িতগতিতে সমস্ত বঙ্গে প্রচারিত হইল। আবালবৃদ্ধ বণিতার মুখে প্রতাপের মহিমা ঘোষিত

---

* আজিমাগমনং বার্ত্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ।
অশ্রাবং সিংহনাদেন স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ॥
নিষ্ক্রাম তদাতূর্ণ-মাজিমো হি স্থিতোযথা।
নিঃশব্দং ঘোর যামিন্যামাক্রম্য তৎবলং বলাৎ॥
প্রগৃহ্য বিবিধানস্ত্রান্ স ববর্ষ মুহুর্মুহুঃ।
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃতোসৌ শমনোপমঃ॥
বিংশ সহস্র সৈন্যানী ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্র ঘাতেন ভূতলে॥
(প্রাচীনঘটক কারিকা।)

হইতে লাগিল। যুদ্ধ সমাপ্তের পর প্রতাপ যুদ্ধনিহত মুসলমান শবের সৎকারের আদেশ দিয়া তিনি যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন। পরাজিতের প্রতি কৃপা প্রদর্শন হিন্দুগণের অস্থি মজ্জাগত, প্রতাপ এই দেবদুর্লভ গুণ বিহীন ছিলেন না। যে সকল মোগল সেনাপতি, প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অতি সমারোহের সহিত সমাধিস্থ করিতেন। বর্ত্তমান কালেও যশোহরে ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে এই সকল আমিরগণের কবর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দিল্লীশ্বর মহাপ্রাজ্ঞ আকবর, সেনানী আজিম খাঁ সহ সমস্ত সৈন্যের বিনাশ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। কেমন করিয়া ভারতের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়, কেমন করিয়া দিন দিন বৰ্দ্ধিতপ্রায় বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়, কেমন করিয়া নদী সঙ্কুল দুর্গম সুন্দরবন প্রদেশ ধ্বংস করিয়া বিদ্রোহী প্রধান প্রতাপকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে? ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য দ্বাবিংশতি আমিরকে আহ্বান করেন। সম্রাট, বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কহেন আপনাদিগের মধ্যে কোন বীরপুরুষ নানাপ্রকার বিপদ সঙ্কুল দুর্গম বঙ্গদেশে গমনপূর্ব্বক বিদ্রোহীগণকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ? কোন ব্যক্তি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিতে মোগল বিজয় বৈজয়ন্তী দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোনব্যক্তি মোগলশোণিত প্রবাহের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি মোগল নামের বিজাতীয় বিভীষিকা বঙ্গীয় হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ? দ্বাবিংশতি আমির সকলেই বঙ্গদেশে গমন করিয়া মোগল অপ-

মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট ইহাদিগের অধীনে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

আমিরগণ যথাসময়ে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেবমন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান সকল চূর্ণিত, পদদলিত ও দূষিত হইল। গৃহ সকল অগ্নিসাৎ করিয়া নিরীহ প্রজাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নিপুণতার সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে করিতে মোগল সৈন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপের রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতাপ ইহাদিগের আগমন কথা অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে উহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্যাধ যেরূপ জালমধ্যে আগত জন্তুকে আগমনমাত্রেই ধরিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে স্বয়ং আবদ্ধ হইবার সময় প্রদান করে, সেইরূপ প্রতাপ নদাজালবেষ্টিত প্রদেশে মোগল সৈন্যের আগমনের কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না।

দ্বাবিংশতি আমির শত্রুরাজ্য মধ্যেও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবিযুদ্ধের কোনরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইল না সমস্তই শান্তিপূর্ণ, একমাত্র প্রতাপ নিহত বা ধৃত হইলে সমস্ত ক্লেশ সমাপ্ত হইবে। গর্ব্বিত আমিরগণ ইহা স্থির করিয়া, প্রতাপের নিকট অসি ও শৃঙ্খলা সহ একজন দূত প্রেরণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কিম্বা বন্দী হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। দূত, আমিরগণের আদেশ অনুসারে তরবারী ও বন্ধনশৃঙ্খল

গ্রহণ করিয়া প্রতাপসমীপে উপনীত হন এবং যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন 'রাজন! আপনার পিতৃদ্রোহিতা এবং রাজদ্রোহিতা সম্রাটের কর্ণগোচর হইতে আর বাকি নাই, এত দিবস যে আপনি আপনার এই কুৎসিত কার্য্যের ফলপ্রাপ্ত হন নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে কাল প্রাপ্ত না হইলে কেহ ফলভোগ করেনা, এক্ষণে আপনার নিয়ন্তা দ্বাবিংশতি আমির বহুসৈন্য পরিবৃত হইয়া আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই শাণিত অসিও পাশ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি তাহা গ্রহণ করুন।" ইহা কহিয়া দূত মৌনাবলম্বন করিলে পর প্রতাপের ইঙ্গিতানুসারে কেশবভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন 'দেখ যবন! তুমি দূতরূপে আগমন করিয়াছ বলিয়া আজ এই শাণিত তরবারীর করাল দংষ্ট্রা হইতে রক্ষা পাইলে, দূত! তুমি শীঘ্র তোমার প্রভু সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে ঐ যে অদূরে নীলকান্ত মণিপ্রভ যমুনাজল প্রবাহিত হইতেছে দেখিতেছ, যদি তুমি ভাগ্যক্রমে যুদ্ধস্থলে বন্দী হও তাহাহইলে পুনরায় দেখিবে ইহা যবনরক্তে আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মোগল সৈন্য ও সেনাপতি যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে তোমাদিগের ও সে দশা পাইতে আর বিলম্ব নাই অতএব তুমি গমন করিয়া তোমার প্রভুগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে কহ" কেশবভট্ট ইত্যাদি কহিয়া দূতের নিকট হইতে অসি গ্রহণ করেন এবং তাহা চুম্বন করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পদতলে রাখিয়াদেন।

প্রতাপ, মন্ত্রীবর শঙ্কর, গুহকুলগৌরব প্রধান সেনাপতি

সুবাকান্ত এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া কি প্রণালীতে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদিগের সৈন্যক্ষয় না হইয়া শত্রুপক্ষ সমূলে নির্ম্মূল হয় এতদ্বিষয়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাবীর শঙ্কর প্রতাপের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্‌ শত্রুগণ বিপুল বাহিনীসহ আমাদিগের রাজ্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে এরূপ অবস্থায় আমাদিগের আর নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করা উচিত নহে। শত্রুগণ এক্ষণে জলাভূমি ও নদীমালাপরিবেষ্টিত হইয়াছে উহাদিগকে আর রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইতে দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনা, আমার বিবেচনামতে শত্রুপক্ষীয় নৌকা সকল ধ্বংস করিয়া দেওয়া হউক, তদনন্তর যাহাতে না পলায়ন করিতে পারে তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ প্রারম্ভ হউক, সম্মুখে বর্ষা সমীপবর্ত্তী। যে পর্য্যন্ত না বর্ষাকাল উত্তমরূপে আগমন করে সে সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তারপর বর্ষাকাল আগমন করিলে, সমস্ত পৃথিবী ইহাদিগের জন্য দণ্ডায়মান হইলেও কেহই ইহাদিগকে যমের করালদংষ্ট্রা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেনা স্বভাবতঃই আমাদের দেশের বর্ষাকাল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক, তাহাতে আবার উহারা অনভ্যস্ত সুতরাং শত্রুপক্ষীয় শিবির সমুহ রোগীপূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে সময় আমরা অল্প প্রয়াসে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব" শঙ্কর এইরূপ নানাপ্রকার হিতগর্ভ বাক্য কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে সকলেই তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতাপ সেনাপতিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন "স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে প্রত্যেক স্বদেশবাসীর সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধে কোন ব্যক্তি বৃক্ষছেদন পূর্ব্বক পথরোধ করিয়া শত্রু-সৈন্যের এক মুহূর্ত্ত সময় রোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে এক সময় এইরূপ সামান্য ঘটনায় দেশের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাই বলি বীরগণ আমাদিগের এই যুদ্ধের সহিত দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে এক হৃদয়ে শত্রুগণকে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ও যেন আপনারা দৃষ্টি প্রদান করেন। আপনারা এক্ষণে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন। কোনদল রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গমন পথ সকল রোধ করুন। কোন দল, শত্রুগণ যাহাতে বাহিরের সংবাদ প্রাপ্ত নাহয় সে বিষয় দৃষ্টি প্রদান করুন কোন দল শত্রুসৈন্যের খাদ্য প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করুন, কোন দল শত্রুসৈন্যের গতি বিধি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করুন। প্রত্যেকদল যেন পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা এক-প্রাণে মিলিত ও বিযুক্ত হন। শত্রুগণ আমাদিগের হৃদয়ের উপর অবস্থান করিয়া শোণিত শোষণ করিতেছে, এরূপ অবস্থায় সকলে ধীরভাবে প্রাণপণে কার্য্য করিতে অগ্রসর হউন।" এইরূপ সাধারণ উপদেশ প্রদান করিয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবীর রুডাকে নৌসেনা পরিচালনা করিয়া শত্রুনৌকা সকল আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সূর্য্যকান্তকে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং সময় ক্রমে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রঘু ও সুখাকে যথাক্রমে গমনাগমন পথে এবং খাদ্য-

দ্রব্য সং[illegible]হে বাধা প্রদান করিতে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, কখন বা বঙ্গীয় সেনাগণ মোগল গণকে পরাজয় কখন বা মোগলগণ বঙ্গীয়গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। মোগলদিগের অধিকাংশ নৌকাবাহী খাদ্যদ্রব্য বঙ্গীয়দিগের হস্তে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ কিছু দিন ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল ইহাতে জয় পরাজয় কোন পক্ষেই নির্ণিত হইলনা। ক্রমে বর্ষাও ঘোর-ঘনঘটা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ষাগমনের সহিত আমিরগণের পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শীঘ্রই [illegible]ন পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন; অপরপক্ষ দুই চার দিবসের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণিত হইবে, [illegible]এব কএক দিনের জন্য আমাদিগের এত ক্লেশ ও পরিশ্রম এত জয়[illegible] কি বৃথা হইবে? ইহা কখনই হইতে পারিবেনা বলিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল; অনবরত কয়েক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উন্নত প্রদেশ সকল দ্বীপাকার ধারণ করিয়া স্থলচর প্রাণীর একমাত্র আবাস ভূমি হইল। নানাপ্রকার সর্প বিষাক্ত কীট, মশক, জলৌকা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। জ্বর মোগল-শিবির মধ্যে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিল, দুর্ভিক্ষও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন। প্রতাপ, মোগল-শিবিরের দুরবস্থা অবগত হইয়া এক দিন নি[illegible] সমস্ত সৈন্যসহ মোগলগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ

করেন, এক দিক হইতে নির্ভয়চিত্ত রুডা রণতরী হইতে মোগল গণের উপর অশনি-সম অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কোন দিক হইতে গজারূঢ় সৈনিকগণ কালান্তক যমের ন্যায় মহাপরাক্রমে মোগলব্যূহ ভেদ করিল; কোন দিক হইতে পদাতিকগণ শাণিত তরবারী বিঘূর্ণন করত শত্রুগণকে খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিল এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ পূর্ব্বক মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল হিন্দুগণের কালী কালী ধ্বনির সহিত মুসলমানগণের দীনদীন ধ্বনি মিলিত হইয়া দিক সকল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। শত্রু করতলস্থ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে পদদলিত করিতে পারিলেই বিজয়-লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে হস্তগতা হন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া হিন্দুগণ ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এইরূপ কয়েক দিবস দিবারাত্র ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হওয়াতে, কয়েকজন মোগল সেনাপতি নিহত হন, ইহাতে তাঁহারা বিজয় বিষয়ে হতাশা হইয়া হতবীর্য্য হইয়া পড়েন। সেনাপতি নিহত হওয়াতে মোগলগণ নিরুৎসাহ হইয়াছে অবগত হইয়া প্রতাপ ঘোরতর পরাক্রমে আক্রমণ করিলেন। মোগলগণ কোনরূপেই তাহাদিগের বেগ রোধ করিতে পারিলেন না। বঙ্গীয় বীরগণ অনন্য সাধারণ বীরতাপূর্ব্বক প্রতি পদে পদে মোগলগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, মোগলগণ জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, মোগলগণের চতুর্দ্দিকেই বঙ্গীয় সেনা অবরোধ করাতে কেহই পলায়ন করিতে পারিলনা সুতরাং হতাবশিষ্ট সকলেই বন্দী হইলেন। এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে বঙ্গীয়বীরগণ জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অসামান্য

বীরতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেরূপ ঘটনা যদি অন্য কোন বীরদেশে সংঘটিত হইত তাহাহইলে সেই বীরজাতি এই ঘোরতরযুদ্ধের কত স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন, কতশত লেখক ইহার উপর পুস্তক পুস্তিকা রচনা করিতেন তাহার ইয়ত্তা হইতনা। যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াছিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত আমরা সেই সকল দেবোপম ব্যক্তির পূজা এবং তাঁহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের অনুকরণ না করিব ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবনা।

যুদ্ধ জয়ের পর প্রতাপ মোগল বন্দীগণের পদানুসারে সম্মানের সহিত গ্রহণ এবং অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বহুল পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্য সহ যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন। মোগলগণের পরাজয়কথা সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল। বঙ্গদেশ এতদিনে মুসলমানদিগের অত্যাচার মুক্ত হইল; আবার হিন্দুগণ নির্ভয়ে শঙ্খধ্বনি করিতে পারিল। হিন্দুগণ পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিয়াপ্রাণের সহিত প্রতাপের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মোগলকুলগৌরব মহাভাগ আকবর, যে সময় আগরা রাজধানীতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত, যে সময় কুমার খসরু, স্বীয়

মাতুল মহাবীর মানসিংহ এবং শ্বশুর মন্ত্রীপ্রবর আজিম খাঁর * সহিত রাজ্যের শাসনদণ্ড অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন, সেই সময় সুদূর বঙ্গদেশে মোগল সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং দ্বাবিংশ আমিরের নিধন সংবাদ আগরা রাজধানীতে উপস্থিত হয়। এ সময় সম্রাটের মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী এবং পিতা পুত্র আপন আপন ভুজবলে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াতে রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছিল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কে কিরূপভাবে অভিনয় করিবেন, সেই সকল চিন্তায় তাঁহারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গ দেশের কোন নিভৃত স্থানে মোগল সৈন্যের জয় বা পরাজয় হইল সে সকল ক্ষুদ্র চিন্তা এ সময় তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না।

কালক্রমে দেবচরিত্র আকবর, মানবলীলা সম্বরণ করিলে মানসিংহ, আজিম খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন; কুমার সেলিম পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই সকল অন্তর্বিপ্লব কিরূপে নিবারণ হয়, কিরূপে প্রবল পরাক্রান্ত মানসিংহকে হস্তগত করা যায়, কিরূপে আজিম খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা অবলম্বন করে এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন। সম্রাট, কর্ম্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন

* আজিম খাঁ ইনি আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পূর্ব্বক তাহার পুত্র এবং মানসিংহ প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণকে তাহাদিগের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। মানসিংহ প্রভৃতি মীরগণ, খসরুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার জাহাঙ্গীরের নিকট আগমন করিলেন। মানসিংহের অধীনে এ সময় প্রায় বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ছিল; এতদ্ব্যতীত রাজপুত জাতির উপর ইহাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা, ইনি মনে করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত করিতে পারেন এরূপ অবস্থায় ইহাঁকে রাজধানীতে রাখা কোন রূপে মঙ্গলকর নহে বিবেচনা করিয়া সম্রাট, শ্যালককে বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন, ইহাতে গৃহের ও বাহিরের উভয় শত্রু প্রশমিত হইবে। যদি ঘটনা ক্রমে মানসিংহ এই যুদ্ধে নিহত হন; তাহা হইলে সিংহাসন আরোহণের প্রধান শত্রু বিনা প্রয়াশে ইহলোক হইতে অপসারিত হইবে; আর যদি প্রতাপাদিত্য বিনষ্ট হয় তাহা হইলেও রাজ্যের এক জন প্রধান শত্রুর হ্রাস হইবে, অতএব আমার উভয়দিকে ইষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মানসিংহকে বহুবিধ মধুর বাক্যে সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিয়োগ করেন। মানসিংহ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত সৈন্য ব্যতীত আরও অনেক সৈন্য লইয়া বঙ্গে শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আগ্রা হইতে বহির্গত হন।

আমিরগণের পরাজয়ের পর হইতে প্রতাপ তাঁহার উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন। এই সময় হইতে তিনি রাজ্য

শাসন ব্যবস্থা এবং বঙ্গের স্বাধীনতা যাহাতে দৃঢ় স্থায়ী হয় তজ্জন্য বিশেষ রূপে মনোযোগী হইয়াছিলেন। যাহাতে বঙ্গীয় নৃপতি ও জমীদারবৃন্দ পরস্পর হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন, যাহাতে পরস্পরে সুখে, দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করেন, সে জন্য তিনি বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের কতকগুলা কুলাঙ্গারের নিকট প্রতাপের অতুল ক্ষমতা ভাল লাগিল না; এক জন কায়স্থ যুবক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এ দৃশ্য তাঁহাদিগের চক্ষে শূল স্বরূপবিদ্ধ হইতে লাগিল। কেমন করিয়া এই কায়স্থ যুবকের সর্ব্বনাশ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। এই নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাপী লিপ্ত ছিল, তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার সর্ব্ব প্রধান *। প্রতাপের অন্নে প্রতিপালিত বঙ্গের এই সকল অকালকুষ্মাণ্ড জননী জন্মভূমির গলদেশে কঠোর দাসত্ব পাশ পরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

* যশোহর প্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তি যে রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র ভবানন্দ কর্ম্মোপলক্ষে উত্তর প্রদেশ হইতে যশোহরে আগমন করেন। যশোহর তখন উদীয়মান জনপদ, দিন দিন তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সুচতুর ভবানন্দ কোন রূপে রাজসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ পরিবারের প্রীতি ভাজন হইবার চেষ্টা করেন। অনেকে বলেন রামচন্দ্র ও ভবানন্দ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের অনুগ্রহ পাত্র হন। অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহারা ইহাঁদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি সম্পত্তি

মহাবীর মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনকালে রূপরাম সহ কচুরায় তাঁহার সহিত মিলিত হন। প্রতাপের গৃহছিদ্র ও দুর্ব্বলতা অবগত হইতে পারিবেন বলিয়া মহাবল মানসিংহ, কচুরায় প্রভৃতিকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশাভি-

প্রদান করিয়াছিলেন। এ স্থলে আমরা শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের Hindu Castes and Sects নামক বিচিত্র গ্রন্থ হইতে কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"For a time Pratapaditya defied the great Akbar and the conquest of his Kingdom was ultimately effected by Raja Man Sing. chiefly through the treachery of Bhava Nand Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Baraahman boy." 183, P.

কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্তের মধ্যে এই স্থানটী অত্যন্ত রহস্যময়। কার্ত্তিকেয় বাবু উপরোক্ত কথা আদৌ স্বীকার করেন না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাঁহার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কাশীনাথের অনাথিনী পত্নী,—এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন দাস, ও একটী দাসী এবং দুই সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা সহিত; আন্দুলিয়ানিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লইলেন, এবং তথায় সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক গৃহীতা হইলেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঐ কামিনীকে অতি সুশীলা দেখিয়া দুহিত্রী নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উক্ত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, যথা কালে পুত্রবতী হইলেন। হরেকৃষ্ণ নবকুমারের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অন্নপ্রাসনের সময় তাঁহার

মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণ মোগল সৈন্যগণের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া গৃহ দ্বার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য দূরতর প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল *। প্রজাগণের পলায়ন জন্য মানসিংহকে সময় সময় অন্নের জন্য বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মানসিংহ মানব-বিহীন প্রদেশ বহুক্লেশে অতি-

---

নাম রামচন্দ্র রাখিলেন; এবং যথাকালে তাঁহার উপনয়ন ও বিবাহ দিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী" করিলেন এবং স্ববংশে সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন। রাজবংশ লেখক কার্ত্তিকেয় বাবু রামচন্দ্রের এইরূপে সম্পত্তি প্রাপ্তি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পাঠকগণের হস্তে উভয় বর্ণনা ন্যস্ত করিলাম তাঁহারা ইহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী প্রবল জনরব উল্লেখ করা উচিত। চাঁচড়ার রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ভবেশ্বর ও তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা যথাক্রমে মোগল ও প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিতেন। দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যখন প্রতাপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন সেই সময় কনিষ্ট ভ্রাতা প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য চাঁচড়ার রাজারা এ কথা সম্পূর্ণ পেক্ষ অস্বীকার করিয়া থাকেন।

* ততো মানসিংহো মহাপ্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায়বহুসৈন্যব্রতোর্নিজগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রে বাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়নম্ চক্রিরে রাজনাশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভুবুঃ।

বার্লিনের মুদ্রিত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত ১৩ পৃষ্ঠা।

ক্রম করিয়া, অবশেষে চাপড়া গ্রাম সমীপবর্ত্তী নদীতটে সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন। ইতি পূর্ব্বেই এ প্রদেশের আপামর জন-সাধারণ মোগল বাহিনীর আগমন কথা অবগত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; নৌকা সকল পাছে শত্রু হস্তে পতিত হয় এ জন্য তাহা নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত এবং জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। মানসিংহ যে সময় নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় উদ্ভাবন চিন্তাক্রান্ত সেই সময় কুলাঙ্গার ভবানন্দ অতি গোপন ভাবে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হন। ভবানন্দ, মানসিংহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট জননী জন্মভূমির হৃদয়দেশে কুঠারাঘাত করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং নৌকা ও দ্রব্য সমূহের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় নারকীয় উন্নতির ভিত্তি-সংস্থাপন করেন। মানসিংহ, ভবানন্দের সাহায্যে সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইলে পর সপ্তাহ কাল ব্যাপী ভয়ঙ্কর বৃষ্টির আরম্ভ হয়। এই প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিতে সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হইল। কুটিল ভবানন্দ, মানসিংহের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া, গোবিন্দদেব প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ভাণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে বহুল পরিমাণে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য এই ঘোর দুর্দ্দিনে মানসিংহের আতিথ্যে বিনিয়োগ করিয়া তাঁহার কৃপাক্রয় করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ নৌবলে অত্যন্ত প্রবল; বিশেষতঃ জলযুদ্ধ নিপুণ, পর্টুগীজগণ অসামান্য বুদ্ধিবলে তাঁহার নৌবল চালনা করিয়া থাকেন; পূর্ব্বের সেনাপতিগণ জলপথে গমন করিয়া সকলেই নিহত হইয়াছে; মানসিংহ এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া নৌকাপথে গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একটি সুপ্রশস্ত

রাস্তা প্রস্তত করিতে করিতে যশোহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন *। প্রতাপ পূর্ব্বনীতি অনুসারে, পথিমধ্যে মান-সিংহকে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে আগমনের পথ প্রদান করিলেন। সকল সময় এক প্রকার নীতি ফলপ্রদ হয় না। ভবানন্দ প্রভৃতি পুরুষগণ মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত হওয়াতে প্রতাপের নীতি জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। মানসিংহ, বঙ্গের কুলাঙ্গারদিগের নিকট হইতে প্রতাপের গতিবিধি অবগত হইয়া তাঁহার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ উপযুক্ত স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া, প্রতাপের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত, অসি ও শৃঙ্খল সহ মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের সভায় গমন করেন এবং সবিনয় সহকারে অভিবাদন করিয়া মানসিংহ প্রেরিত পত্র অসি ও শৃঙ্খল, সভামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। দূত উপবিষ্ট হইলে পর কেশব ভট্ট প্রতাপের আদেশ ক্রমে জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন 'দূত! তোমার প্রভু সমীপে কহিবে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জন্মভূমীর স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার হস্ত পদাদি দেশের কল্যাণকর কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে

* বর্ত্তমান কালেও এই সুপ্রশস্ত রাস্তার ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, লেখক সুন্দরবন প্রদেশে গমনকালে এই রাস্তার উপর গমন করিয়াছিলেন। এখনও ইহা মঙ্গের রাস্তা বলিয়া বিখ্যাত।

না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ অনার্য্য আমীরগণকে যম সদনে প্রেরণ করিয়াছেন সেইরূপ হিন্দুকুল কুলাঙ্গার মানসিংহকে সমরে নিহত করিয়া সমগ্র হিন্দুগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন। দুর্বৃত্ত বিহারী মল মানসিংহের পিতামহ, রাজপুতদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে জন্মভূমি বিক্রয়ের উদাহরণ প্রদর্শন এবং সম্রাট আকবরের নিকট আগমন করিয়া স্বীয় কন্যা প্রদান করেন; এই দুরাচারীরা অমরকীর্ত্তি রাজপুতদিগের পবিত্র বংশে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করেন। ইহার পুত্র এবং তোমার প্রভুর পিতা ভগবান দাস স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া কুমার সেলিমের চিত্ত বিনোদন করেন, তোমার প্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণ পুরুষানুক্রমে যবনগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জন্ম ভূমির স্বাধীনতা বিধ্বংশ করিয়া আসিতেছে। এই যবন বিক্রীতাত্মার পিশাচের অগণিত পুত্রগণ * যেরূপ আমাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে সেইরূপ ইহাকেও আমরা যম সদনে প্রেরণ করিয়া ইহাদিগের দুষ্কর্ম্মের কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। ভারতের শত্রুগণ ভারতের যে সকল অনিষ্ট সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইয়াছেন এই সকল ক্রূরকর্ম্মা পাপিষ্ঠগণ ক্ষণবিধ্বংসি সুখের জন্য তাহা

* মহাবল মানসিংহের পঞ্চদশ শত স্ত্রী ছিল প্রত্যেকের গর্ভে ইহার দুই তিনিটি সন্তান উৎপন্ন হয় ইহাদিগের অধিকাংশ বঙ্গদেশে নিহত হন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে ইনি পঞ্চত্বলাভ করেন এবং ইহাঁর সহিত ৬০ জন স্ত্রী সহমৃতা হয়। একমাত্র জীবিত পুত্র ভাওসিংহ বর্ত্তমান ছিলেন।

সম্পন্ন করিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য ঘোরতর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তখন এই সকল স্বদেশদ্রোহী স্বাধীনতার জাত শত্রুগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে ক্ষণ বিলম্ব করিব না এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র” বাগ্মীবর কেশব ভট্ট এই সকল উদ্দীপনাপূর্ণ কথা কহিয়া অসি চুম্বন করতঃ প্রতাপের পাদদেশে স্থাপন করেন। মানসিংহ প্রেরিত দূত প্রতাপ সভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যথাযথ সমস্ত কথা প্রভু সমীপে নিবেদন করিলেন।

মানসিংহ, কচুরায় এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহের আদেশ শ্রবণ করিয়া বৈরনির্যাতনাকাঙ্খী কচুরায় বিনীতভাবে কহিলেন “রাজন্! বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের সহিত একটু বিশেষ বিবেচনার সহিত যুদ্ধ করিবেন ইনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আমিষবিজয়ে উদ্দীপ্ত এবং অবসরজ্ঞ; সত্য বটে আপনি নানাস্থানে অনন্যসাধারণ জয়লাভ করিয়াছেন কিন্তু আমি বিবেচনা করি ইহার ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন কুত্রাপিও হন নাই। ইনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অসাধারণ ভুজবলে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহাতে ইহাঁর অভিজ্ঞতাই প্রকটিত হয়। ইনি এক্ষণে বঙ্গদেশের একমাত্র নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ইনি যে সকল বিশ্বস্ত, প্রভুকার্য্যতৎপর কর্ম্মচারীগণ পরিবেষ্টিত আছেন তাঁহারা সকলেই অমিতসাহসী অক্লিষ্টকর্ম্মা যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ এবং জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ প্রদানেও কুণ্ঠিত নহে। দৈবানুগৃহীত প্রতাপ মহামায়ার

বরপুত্র বলিয়া সকলের নিকট অভিহিত হন। জনসাধারণের হৃদয়ে ইঁহার অসীম ক্ষমতা, অতএব আমার বিনীত নিবেদন আপনি একটু বিশেষ নিপুণতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। অদূরবর্ত্তী যশোহর পুরী লঙ্কার ন্যায় সুরক্ষিত, ইহার চতুর্দ্দিকে দুর্গ ও দুস্তর যমুনাবেষ্টিত হওয়াতে শত্রুগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছে; দুর্গপ্রাকার কামান শ্রেণীদ্বারা সুশোভিত হওয়াতে ইহাকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে; রাজন্ ঐ যে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রণক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি দেখিতে পাইতেছেন উহার নিম্নপ্রদেশে সুড়ঙ্গ করিয়া প্রচুর পরিমাণে বারুদ রক্ষিত হইয়াছে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে এস্থানে উপস্থিত হইলে সসৈন্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এইরূপ ইহার উত্তরদিকে ক্রোশ পরিমিত ভূমির নিম্নদেশে স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ রক্ষিত হইয়াছে; দুর্গের দক্ষিণদিকে আমমাংশাহারী দুর্জ্জয় পার্ব্বত্য সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে। কূটযুদ্ধপ্রিয় ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ অহরহ সতর্কতার সহিত যশোহর রক্ষা করিতেছে। ইহার পশ্চিম দ্বারে গজারোহ সৈন্য, উত্তরদ্বারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, দক্ষিণদিকে বঙ্গীয় বীরগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নানাপ্রকার আয়ুধসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ সজ্জায় অবস্থান করিতেছে। মানসিংহ কচুরায়ের নিকট যশোহর দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অবগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মহাবীর মানসিংহ নিপুণতা সহকারে ব্যূহ রচনা করিয়া দক্ষিণ দিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বাম দিকে গোলোন্দাজগণ সম্মুখে গজারোহী সৈন্য সংস্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ ভাগে

আমীরগণ পরিবেষ্টিত বহু সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিয়া স্বয়ং সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। মানসিংহের সৈন্যগণ কখন মানসিংহের জয় কখন দিল্লীশ্বরের জয় শব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

মহাবীর, প্রতাপ মহাশক্তির উদ্বোধন পূর্ব্বক জনগণ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া শত্রু বিজয়ের জন্ত মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজয় লক্ষ্মী তাঁহাদিগের অঙ্কগতা হয়, কি, উপায়ে জ্ঞাতিসহ মানসিংহকে পরাভব করা যাইতে পারে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শঙ্কর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সকলে এক বাক্যে কহিলেন, "এবার আমা- দিগকে অন্ত প্রকার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কচুরায় প্রভৃতি আপনার জ্ঞাতিবর্গ মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে, আগমন করিয়াছে শুনিতেছি ইহার সহিত আরও কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়াছে। নদী তটে মানসিংহ যৎকালে খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিলেন, যখন ঘোরতর বৃষ্টির সময় প্রাণীকুল আকু- লিত হইয়াছিল, সেই বিপদ সময়ে শুনিতেছি, ভবানন্দ খাদ্যদ্রব্য নৌকাও আশ্রয় প্রদান করিয়া মানসিংহের সৈন্তগণকে রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; যখন বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী, স্বদেশ- বাসীগণ পরাধীন হইবার জন্য শত্রুদিগের সাহায্য করিতেছে, যখন কুলাঙ্গারগণ শত্রুপদতলে জননী জন্মভূমিকে বলিপ্রদান করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তখন আমাদিগকে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর বিক্রমে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে

হইবে, আমাদিগকে এক্ষণে গৃহস্থ বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে" শঙ্কর প্রমুখ বীরগণ এই সকল কথা কহিলে পর প্রতাপ, সেনাপতিগণকে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ প্রতাপের আদেশানুসারে মহাবীর শঙ্কর, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, পূর্ব্বদেশীয় সেনাধিপতি রঘু, তুরঙ্গপতি রুডা, গুপ্তসেনাপতি সুখা, ঢালীপতি মদন, রাজকুমার উদয়াদিত্য, যুদ্ধপ্রিয় প্রতাপসিংহ প্রভৃতি বীরগণ লইল সৈন্য পরিচালনা করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন, উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বঙ্গীয় বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষের যোধগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বিজয় লাভের জন্য পরস্পরের উপর শাণিত তরবারী প্রহার করিতে লাগিল, শোণিত প্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিল হইয়া উঠিল; এইরূপ কয়েক দিবস উভয়পক্ষে ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ইহাতে পর্টুগীজ সেনাপতি রুডা, লোমহর্ষণ যুদ্ধকালে মানসিংহের দশজন আমিরকে নিহত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যবধ করেন, উভয়পক্ষই বিজিগীষু হইয়া অমিত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন জয় পরাজয় কোনপক্ষেই নির্দ্ধারিত হইল না, এইরূপ কয়েক দিবস যুদ্ধ হইলে মহাবীর প্রতাপাদিত্য, ভক্তিভাবে ভগবতীর পূজা করিয়া, অতিপ্রত্যূষে সেনাপতিগণ সহ-সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, বাগ্মীবর শঙ্কর যুযুৎসু সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, "বীরগণ আমরা এক্ষণে জয়পরাজয় নামক দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, একদিকের রাস্তায় শত্রু সৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া স্বাধীনতার শান্তিনিকেতনে উপনীত হওয়া যায়

অন্যদিকের রাস্তায় গমন করিলে শত্রুকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া পরাধীনতার চিরত্ত্বঃখভবনে উপস্থিত হইতে হয়, এক্ষণে আপনারা কোন রাস্তায় গমন করিবেন? যদি আপনারা পুত্র কলত্রের চিরস্থখের জন্য জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করেন তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই জয়লাভ কবিবেন, ইহাতে আপনারা ইহলোক ও পরলোকে বিমলকীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, আর যদি আপনারা কাতরতাপূর্ব্বক যুদ্ধ বিমুখ হন তাহা হইলে আপনারা শত্রুগণকর্ত্তৃক পশুর ন্যায় নিহত হইবেন এবং আপনাদিগের বহুক্লেশ সম্পাদিত কীর্ত্তিসকল চিরকালের জন্য ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে। বীরগণ! আপনারা যে বহুদিন হইতে ক্লেশে যবনগণকে যুদ্ধস্থলে মথিত, ব্যথিত ও নিহত করিয়া স্বাধীনতা সংস্থাপন করিলেন, তাহা কি আমাদিগের ভীরুতার জন্য বিফল হইবে? কথনই নহে, ঐ দেখুন ভগবতী আমাদিগের সহায়তার জন্য কৃতান্তের ন্যায় অসিনিষ্কাষিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনারা একবার প্রাণপণে যুদ্ধ করুন অদ্যই আমরা শত্রুগণের উপর চিরস্মরণীয় বিজয়লাভে সমর্থ হইব।" এই বলিয়া শঙ্কর সৈন্যগণসহ শত্রুসৈন্যের মধ্যে বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্করবেগে ভৈরবনাদ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন, এইরূপ সূর্য্যকান্ত, রঘু, মদন, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সেনানায়কগণ সকলেই আপন আপন সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া অদ্ভুত বিক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন; কামানরাজীর অবিরাম অগ্নিবর্ণ গোলোকোদ্গীরণে রণস্থল ভয়ঙ্কর এবং ঘোরতর ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, আগ্নেয় অস্ত্রসমূহের শ্রবণ ভৈরব গর্জ্জন, রণবাদ্য এবং

যোদ্ধাগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণীগণের বিভীষিকা উৎপন্ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির অজস্র শোণিতপাতে মেদিনী কর্দ্দমাক্ত হইল; এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যোদ্ধাগণের ও ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়ে। শঙ্কর প্রভৃতি বীরগণ অবিচলিতচিত্তে অতি নিপুণতার সহিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, মানসিংহের দুর্ব্বলপক্ষ আক্রমণ এবং স্বীয় পক্ষের অসংযত সৈন্যগণকে সংযত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিবা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বেলা অবসানের সময় কতকগুলি নূতন সৈন্য লইয়া ভীষণ পরাক্রমে সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কর, সমবেত সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বীরগণ ঐ দেখ আমাদিগের যুদ্ধ সহচরগণ কিরূপ ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন, সমুদ্রের ভীষণ আলোড়নে বৃক্ষ সকল যেরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ইহাদিগের প্রবল পরাক্রমে যবন সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইতেছে। বীরগণ! এই অবকাশে যবনগণকে আক্রমণ করিলে প্রবল প্রভঞ্জনের নিকট যেরূপ জলদ জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ শত্রুগণ প্রাণ রক্ষার্থ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে; অতএব বীরগণ এরূপ সুযোগ বৃথা কাটাইবার সময় নহে, এই বলিয়া শঙ্কর প্রভৃতি সেনানীগণ মহারুদ্রের ন্যায় যবন সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; যে সকল সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মানসিংহের সৈন্যগণ সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে তাহাতে আবার

নূতন সৈন্যের আক্রমণে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, প্রবল বায়ু বৃক্ষাদিকে যেরূপ সমূলে উৎপাটিত করে সেইরূপ প্রতাপ সৈন্য মোগল সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলয়কর যুদ্ধে মানসিংহের সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মানসিংহ সৈন্যগণকে শত্রু পদদলিত দেখিয়া জীবন ও জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া অসামান্য নিপুণতা সহকারে পরাজিত সৈন্যগণকে কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবসের যুদ্ধপরিশ্রান্ত সৈন্যগণ পশ্চাৎ হইতে বারম্বার প্রতাপ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। একে রাত্রিকাল তাহাতে ঘোরতর অন্ধকার যুক্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অধিকতর ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। মানসিংহ পাঁচ ক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া সৈন্যগণসহ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ, সৈন্যগণসহ মানসিংহকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। আবার রণ বাদ্য ও কামান গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল, মানসিংহ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা অদ্যকার যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কর রূপে প্রজ্জ্বলিত হইল; এই ঘোরতর যুদ্ধে মহাবীর রঘু, মামুদ আদি সেনাপতিগণসহ বহু সংখ্যক সৈন্যকে নিহত করিয়া বীর লোক প্রাপ্ত হন।

মানসিংহ, দিন দিন তাঁহার সৈন্য সকল নিহত হইতেছে এবং

প্রতাপকে পরাজয় সহজ কার্য্য নহে বুঝিতে পারিয়া প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং রাঘবরায়, ভবানন্দ মজুমদার, প্রভৃতি স্বদেশদ্রোহী নর পিশাচগণকে আহ্বান করিয়া কহেন, "আমি কাবুল আদি অনেক দেশ জয় করিয়াছি কিন্তু কোথাও এরূপ ভাবে পরাজিত হই নাই; আমার পরাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখিয়া কম্পিত হইতে হইয়াছে। সম্রাট, আমার মৃত্যুর জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, এদেশ হইতে পরাজিত হইয়া সম্রাটসমীপে গমন করিলে কখনই তাঁহার ক্রোধানল হইতে মুক্তি পাইব না, মহাত্মা আবুল ফজেলকে তিনি যেরূপ ঘাতক হস্তে নিহত করিয়াছেন, মহাবীর সেরখাঁকে যেরূপ নৃশংসতা-সহকারে হত্যা করিয়াছেন, তাহা ভুবন বিদিত এরূপ কঠোর অবস্থায় কি প্রকার কার্য্য করিলে উভয়দিকে হিতসাধিত হয় আমাকে সেইরূপ পরামর্শ প্রদান করুন। স্বদেশদ্রোহী কচুরায় সর্ব্বাগ্রে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন। "মহাভাগ! বিজয় আপনার অঙ্কগত প্রায় এরূপ সময়ে যদি আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইহার ফলভোগ না করেন তাহাহইলে বুঝিলাম বীরধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যশোহরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, প্রতাপের উপর বিমুখ হইয়াছেন, ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে ভগবতীর উদ্বোধন করিয়া বানর চমূ মধ্যে যেরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও মহামায়ার পূজা করিয়া সৈন্যগণ হৃদয়ে বল প্রদান করুন; ইহাতে দেখিবেন অচিরকাল মধ্যে আপনার অভীষ্ট সাধিত হইবে। রাজন্! আপনি যদি এই দুর্বৃত্ত পিতৃহন্তার

সমুচিত দণ্ড বিধান না করেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবে?" ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা কহিলে কেহ কেহ তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিলেন। মানসিংহ, কচুরায়ের উপদেশানুসারে অতি সমারোহের সহিত ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া সৈন্য মধ্যে এরূপ জনরব প্রচার করিলেন যে "ভক্তবৎসল ভগবতী, মানসিংহের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া প্রতাপের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা প্রচার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। মানসিংহ সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ, মানসিংহের সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেনাপতিগণকে চতুর্দিক হইতে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সূর্য্যকান্ত, মদন, সুখা, রুডা এবং ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক কুমার উদয়াদিত্য আপন আপন সৈন্যগণকে পরমোৎসাহিত করিয়া বিজয় লাভের জন্য শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যুভয় বিরহিত মানসিংহ সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "অদ্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অভিনীত হইবে, শত্রুপক্ষ পরাজয় না করিয়া আমি রণস্থল পরিত্যাগ করিব না, অদ্যকার ভীষণ পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হই তাহা হইলে এই নানা রত্ন-পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ আমাদিগের পদদলিত হইবে; অতএব বীরগণ তোমরা যে প্রকার বীরতা পূর্ব্বক আফগানগণকে পরাজিত করিয়াছ সেইরূপ বীর্য্যবলে বঙ্গীযগণকে পরাজয় কর," এই বলিয়া মানসিংহ, কুঞ্চিতকেশ হাবসী, উন্নত শরীর রাজপুত এবং

অতিবা মোগলগণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্জলিত হইল উভয় পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে আগ্নেয় অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলি পটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; যুদ্ধমদোদ্ধত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সূর্য্যকান্ত অন্যান্যসাধারণ বীরতাপূর্ব্বক মানসিংহের ব্যূহ ভেদ করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন, দলিত, মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ যেরূপ ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বারিধি বারি আলোড়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যকান্ত মানসিংহের সৈন্যগণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিলেন। উত্তাল তরঙ্গাকুলিত সমুদ্র ভীষণ মুখব্যদান করিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য যেরূপ গভীর গর্জ্জন করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ মানসিংহ সৈন্যগণসহ বঙ্গীয় সৈন্যগণকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মানসিংহের সৈন্যগণের সহিত সূর্যকান্তের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রারম্ভ হইল, মোগলসৈন্যগণ সূর্য্যকান্তের চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিল, সূর্য্যকান্ত আপনাকে যবন পরিবেষ্টিত দেখিয়া অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রবল দাবানল ইন্ধন বিহীন হইয়া যেরূপ নিস্তেজ হইয়া আইসে সেইরূপ সূর্য্যকান্তের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল; মহাবীর উদয়াদিত্য, সেনাপতি সূর্য্যকান্তকে বিপদ সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সৈন্যগণ সহ তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিতে লাগিলেন, মহাবীর মানসিংহ উদয়াদিত্যকে সূর্য্যকান্তের সাহায্যের জন্য আগমন করিতে দেখিয়া

কতকগুলি সৈন্যকে তাঁহার অবরোধের জন্য প্রেরণ করিয়া সূর্য্যকান্তের নিধন জন্য অপর কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ প্রেরিত সৈন্যগণ বিপুল পরাক্রমে সূর্য্যকান্তকে আক্রমণ করিল, সূর্য্যকান্ত ইহাদিগকে কোনরূপে রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না তিনি মহারুদ্রের ন্যায় রণস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বীরগতী প্রাপ্ত হন। মহাবীর উদয়াদিত্য সূর্য্যকান্তের পতনে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন আদিত্যের ন্যায় ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দ্রুতবেগে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। বঙ্গীয় সৈন্যগণ, সূর্য্যকান্তের পতনে ভয় বিহ্বল না হইয়া সেনাপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য উগ্ররূপ ধারণ করিয়া ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন উনবিংশ বর্ষীয় উদয়াদিত্য, সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া যবন মথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহ সূর্য্যকান্তকে বিনাশ করিয়া সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া কহিতে লাগিলেন "বীরগণ ঐ দেখ শত্রুগণের সেনাপতি তোমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে, এক্ষণে তোমরা তোমাদিগের পুর্ব্ব বীর্য্য স্মরণ করিয়া ঐ যে যুবক কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আমাদিগের সৈন্য সমূহ সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, উহাকে আক্রমণ কর, ঐ যুবক প্রতাপাদিত্যের পুত্র ইহাকে নিহত বা বন্দী করিতে পারিলে আমরা শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।" এই কথা কহিয়া মানসিংহ, কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত ও হাবসী সৈন্য উদয়াদিত্যাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ যুদ্ধ প্রারম্ভ হইল। অলৌকিক বীর্য্য

সম্পন্ন উদয়াদিত্য, শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে যবন সৈন্য-গণকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে লাগিলেন। যে সময় মহাবীর উদয়াদিত্য প্রলয়কালীন মহারুদ্রের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন সেই সময় বিপক্ষ পক্ষ নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক, তাঁহার বক্ষস্থলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অমরধামে প্রেরণ করে। বঙ্গের গৌরবরবি কায়স্থ কুলভূষণ মহাবীর উদয়াদিত্য যৌবনের প্রারম্ভে যেরূপ শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বীর ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে, বীর জগতে সূর্য্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের পতনে বঙ্গীয়গণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। মহাবীর রুডা সৈন্যগণকে ব্যামোহিত ও বিশৃঙ্খল দেখিয়া ফিরিঙ্গি সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "ভ্রাতৃগণ আমরা জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ ও অনন্ত বারিধি বারি অতিক্রমণ পূর্ব্বক মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনে পরম সুখে বাস করিতেছি; ইহাঁর সস্নেহ ব্যবহারে আমরা জন্মভূমি বিয়োগজনিত দুঃখ ও অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছি ইনি আমাদিগের সুখের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি আমাদিগের ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ইহাঁর নিকট আমরা সর্ব্বতোভাবে ঋণগ্রস্ত। এক্ষণে আমাদিগের সেই পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে ইহার জয় পরাজয়ের সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অবনতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতএব ভ্রাতৃগণ আমাদিগের জন্মভূমিকল্প বঙ্গ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর এ যুদ্ধে বিজয়

লাভ করিতে পারিলে এ দেশে আমাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি চির স্থাপিত হইবে, মহাবীর রুডা সৈন্যগণকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিয়া সিংহ বিক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রবল প্রভঞ্জন যেরূপ অবলীলাক্রমে বৃক্ষ সমূহকে সমূলে উন্মুলিত করেন, সেইরূপ ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ বঙ্গ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বিধাতা যখন প্রতিকূল হন তখন সকল উপায়ই বিফল হয় আবার যখন অনুকূল হন তখন বিপদ ও সম্পদে পরিণত হয়। বিধাতা, সারমেয় বৃত্তিপ্রিয় স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণের অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লীপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহাঁদিগের স্বাধীনতার জন্য বৈদেশিক বীরগণও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, মহাবীর রুডা অসাধারণ বীরতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু হস্তে নিহত হইলেন। বঙ্গীয় ও ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি সেনাপতিগণকে নিহত দেখিয়া অবসন্ন হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, স্বজাতিদ্রোহী বিজয়গর্ব্বিত মানসিংহের সৈন্যগণ ঘোরতর বিক্রমে বঙ্গীয় বীরগণকে আক্রমণ করিল।

মহাবীর প্রতাপ ও শঙ্কর বহুসংখ্যক সৈন্য পরিচালনা করিয়া মোগল সৈন্যের পশ্চাৎভাগে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই দুই মহাপুরুষ প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ কেশরীরন্যায় ইহাঁরা ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অলৌকীক বীরতা সহকারে শত্রুগণকে সংহার করিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এইরূপে ইহাঁরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মোগলসৈন্যগণকে বিপর্য্যস্ত করিতে

লাগিলেন। ইহাঁরা যে সময় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য ভস্মীভূত করিতেছিলেন; যে সময় মোগলসৈন্য ইহাঁদিগের যুদ্ধ নিপুণতায় পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ণ করিতেছিল, যে সময় বঙ্গীয় সৈন্যগণ জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া যবনগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই আনন্দের সময় প্রতাপ মহাবীর সূর্য্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের মৃত্যুকথা অবগত হন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার বিজয়ীসৈন্যের কিয়দংশ প্রতাপসিংহ দত্তের অধীনে প্রদান করিয়া অপরার্দ্ধ সৈন্য লইয়া শঙ্কর ও রুডার সাহায্যের জন্য দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ যে সময় বিজয়বাহিনী লইয়া ফেরঙ্গপতির সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন, সে সময় মহাবীর রুডা মরজগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন; বঙ্গীয়সৈন্যগণ সেনাপতি বিহনে বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এরূপ সময় যখন তাহারা শ্রবণ করিল মহাবীর প্রতাপাদিত্য পশ্চাৎভাগের যবন সৈন্য পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তার জন্য বিজয়বাহিনী লইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন তাহারা মন্ত্র মোহিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে প্রতাপ আগমন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং আত্মরক্ষায় বিমুখ হইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কর, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত করিয়া ভৎর্সনা পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন, "বীরগণ এই কি তোমাদিগের অবসন্ন হইবার সময়? তোমাদিগের প্রিয়তম সেনাপতিগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া

কিরূপে তোমরা জড়পিণ্ড পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছ? ইহা যুদ্ধক্ষেত্র এ স্থানে কি অলস ভাবে অবস্থান করিতে হয়? পূর্ব্ব বীর্য্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অচির কাল মধ্যে বিজয় লাভে সমর্থ হইবে।” মহাবীর শঙ্কর সৈন্যগণকে সংযত করিয়া পুনরায় প্রতাপা-দিত্যের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ শঙ্করসহ মিলিত হইয়া মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মহাবেগে অরাতিকুল সংহার করিতে করিতে মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ কতকগুলি সৈন্য প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল তথাপিও যুদ্ধের বিরাম নাই বীরগণ আত্মরক্ষায় বিস্মৃত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মানসিংহ যে সকল সৈন্যকে প্রতাপ সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা ঘোরতর বিক্রমে বঙ্গীয়সৈন্য ভেদ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিল। প্রতাপ স্বীয় সৈন্য হইতে বিভক্ত হইয়া মান-সিংহ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইলেন। রজনীর বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ এবং অন্ধকার বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। মানসিংহের সৈন্যগণ, প্রতাপ পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, এইরূপ শব্দ করিয়া বঙ্গীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। “প্রতাপের মৃত্যু” এই শব্দ বঙ্গীয় সৈন্যগণের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাতে তাহারা দশদিক অন্ধকার দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মানসিংহ সৈন্যপরি-বেষ্টিত প্রতাপ কোনরূপে ইহা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না সমস্ত দিবসের ভীষণ পরিশ্রম ও ক্ষত হইতে অজস্র শোণিত

প্রবাহিত হওয়াতে পূর্ব্ব হইতেই প্রতাপের শরীর অবসন্ন, এক্ষণে বারবার শত্রু প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি যুদ্ধস্থলে অচৈতন্য হইয়া পতিত হন। এই অবকাশে মানসিংহ প্রতাপ পরিবেষ্টিত সৈন্যগণকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিলেন। বঙ্গীয় সেনাগণ মহারাজের শরীর রক্ষা করিবার জন্য অচলের ন্যায় অটল হইয়া তাহাদিগকে রোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষুভিত মহাসমুদ্র পর্ব্বতের পাদদেশে আহত হইয়া তাহা যেরূপ পুনরায় পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ মানসিংহ সৈন্য বারম্বার উপরি আক্রমণ করিয়া পশ্চাৎ পদ হইতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর অঙ্গুলিপরিগণিত বঙ্গীয় সৈন্যগণ মানসিংহের অগণিত সৈন্যের হস্তে লীলা সম্বরণ করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরীর রক্ষায় নিযুক্ত একমাত্র অবশিষ্ট মহাপ্রাণ শঙ্কর যুগপৎ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়াতে আহতও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হন। মানসিংহ স্বয়ং ইহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক বন্দী করিয়া শিবির মধ্যে প্রেরণ করেন।

বঙ্গের স্বাধীনতা সূর্য্য মহাভাগ প্রতাপাদিত্যের অস্তাবলম্বনের সহিত চির কালের জন্য অস্তমিত হইল অদ্য হইতে বঙ্গীয়গণ চির দাসত্ব পাশে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানসিংহ প্রতাপ ও শঙ্করকে বন্দী করিয়া বিজয়োল্লাসে যশোহর নগর নির্দ্দয়তা সহকারে লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। জনরূপ কিম্বদন্তি মানসিংহ যশোহর বিজয়ে বহুল পরিমাণে বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্য মহিষী, মহারা-

জের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যবন হস্তে পতিত হইবার ভয়ে যমুনাগর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করেন, মহারাণী যে স্থলে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান কালেও পথিকগণ সেস্থল দিয়া গমনকালে মহারাণীর অদ্ভুত বীরতা কীর্ত্তন করিয়া সেই স্থল নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বিজয়লাভের পর মানসিংহ যশোহর নগরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ যাঁহার কৃপায় সমর দুর্জ্জয় হইয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সমরপ্রিয়া অসুরমর্দ্দিনী মহামায়ার পূজা করিতে গমন করেন। মানসিংহ ভগবতীর অলৌকিক রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যান *।

স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য চিতোরের মহারাণা মহাপ্রাণ প্রতাপ সিংহ এবং আমাদিগের বঙ্গীয় বীরকুল চূড়ামণী প্রতাপাদিত্য যেরূপ ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা বীরতার ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। উভয়েই মুসলমান

* মানসিংহ যশোহর বিজয় করিয়া যে প্রতীমা লইয়া যান তাহা এক্ষণে জয়পুরের নিকটবর্ত্তী আম্বের নামক স্থানে স্থাপিত আছে। ইনি এপ্রদেশে "সল্লাদেবী" (অর্থাৎ যাহার নিকট পরামর্শ করা হয়) নামে অভিহিত হন। ভগবতীর পূজার জন্য অনেকগুলি ব্রাহ্মণও মানসিংহের সহিত গমন করেন। এই সকল বাঙ্গালী এক্ষণে হিন্দুস্থানীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বিদ্যাধর নামে একজন ব্যক্তি উৎপন্ন হন। তিনি বর্ত্তমান জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, উভয়েই অবশেষে রাজপুত কুলাঙ্গার স্বদেশদ্রোহী স্বদেশবাসী মানসিংহের প্রতিকূলতায় পরাজিত হন। পরাজিত হইলেও মহারাণা কিন্তু পরাজিত হন নাই। তাঁহার স্বদেশবাসীরা বীর মন্ত্রের উপাসক তাই তাঁহারা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, চারণ ও ভাট কবিগণ তাঁহাদিগের যশোগীতি গান করিয়া দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন।

প্রতাপের অদৃষ্ট কিন্তু সম্পুর্ণ বিপরীত। তিনি যদি অন্য কোন দেশে উৎপন্ন হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নাম ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইত এবং প্রতিগৃহে আরাধ্য দেবতার ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি পূজিত হইত। অকৃতজ্ঞ বঙ্গীয়গণ যতদিন না এইরূপ স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পূজা করিতে না শিখিবেন ততদিন স্বদেশের উন্নতি আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিয়া কচুরায় ভবানন্দ প্রভৃতির সহিত দিল্লী গমনকালে বন্দী প্রতাপ পথিমধ্যে বারাণসীক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। "মানসিংহ পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাদসার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধকরিবনা, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্তকরিয়া দেন। "যাঁহার প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল, যাঁহার ক্ষমতায় মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ ভৎর্সিত বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ছিল যাঁহার বুদ্ধিবলে সমস্ত বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিল আজ তিনি কালচক্রের আবর্ত্তনে বিষবিহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

গঙ্গাবাস উপলক্ষে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী বারাসাত গ্রামে সপুত্রে আসিয়া বাস করেন" (সঞ্জীবনী)।

প্রতাপের মৃত্যুর পর কচুরায়, ভবানন্দ প্রভৃতি কুলাঙ্গারগণ সম্রাট জহাঙ্গীরের নিকট হইতে স্বজাতীদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যশোরজিৎ! ও শেষোক্ত ব্যক্তি কিছু জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন *

রামচন্দ্রের যশোহর পরিত্যাগের পর প্রতাপ দুহিতা বিন্দুমতী "কাশী যাত্রা চ্ছলে বহুসংখক রক্ষী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গণ সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি আপন হইতে রাজাকে আপনার আগমন বৃত্তান্ত না জনাইয়া, রাজ বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধহয়, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় ও বাসনা ছিল যে রাজা আপনা হইতে তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া যাইবেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাহার তীরোপরি প্রতি সপ্তাহে দুইবার এক হাট বসিতে আরম্ভ হইল। এখন সে স্থানে হাট নাই, কিন্তু সে স্থানটীই "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে তিনি বিশ্ববাটী গ্রামের উত্তরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তথায় কিছু দিন ছিলেন। সেই গ্রামে তিনি এক

* ১৬০৬ খ্রী বা ১০১৫ হিজরীতে ভবানন্দ দিল্লীশ্বরের নিকট ফারমান ও জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে চাঁচড়ার রাজারা "যশোহরের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন।

বৃহৎ দীর্ঘি খনন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্বদা নৌকাতে থাকিতেন, কখন কখন তীরে তাম্বু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন। তাঁহার এই সকল কীর্ত্তির বিষয় রাজার কর্ণ গোচর হইল। কিন্তু তিনি কে? রাজা তাহার পরিচয় না পাইয়া তাঁহার বিষয়ে কোন মনোযোগ করিলেন না। পরে রাজার অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইল। রাজমাতা বধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার নৌকাতে আগমন করিলেন। তাহাতে রাজপত্নী এক থাল মোহর দিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করেন। পরে তিনি সমারোহ পূর্ব্বক বধূকে স্বভবনে লইয়া গেলেন।*" কেহ কেহ কহেন রাজকন্যা বিন্দুমতী চন্দ্রদ্বীপে কিছু দিন অবস্থান করিয়া ৮ কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

উপন্যাসপ্রিয় ব্যক্তিগণ, আপনার রুচি অনুসারে প্রতাপের চরিত্র যেরূপ বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন. তাঁহার চরিত্র অনুশীলন করিলে বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ দূষিত বলিয়া প্রতীতি

---

* শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্র দ্বীপের রাজবংশ।

হয় না। প্রতাপের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শান্তিপ্রিয় বঙ্গীয় প্রকৃতির নিকট বিসদৃশ হওয়াতে তাঁহারা তাঁহাকে মূর্ত্তিমান ক্রোধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহারা মহারাজ বসন্ত রায়ের মৃত্যু এবং রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার অসদ্ব্যবহার বিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতাপচরিত্রে যদি কিছু মহাপাপ থাকে তাহা হইলে পিতৃব্য হত্যাই সেই মহাপাপ, কিন্তু এই মহাপাতকে তিনি কতদূর দোষী তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে এরূপ ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে আচ্ছন্ন হইতে হয় যে সেই গাঢ় অন্ধকার দূর করা দূরের কথা আমাদিগের ক্ষুদ্র আলোক ও নিষ্প্রভ হইয়া আইসে। প্রতাপ ও বসন্ত রায় উভয়েই উভয়ের উপর কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরস্পরের শত্রুপক্ষীয়ের কথায় তাঁহাদিগের এই ভ্রম বিশ্বাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে এই লোমহর্ষণ ঘটনায় সমাপ্ত হয়। দিল্লী হইতে প্রতাপের প্রত্যাগমনের পর উভয়ের মধ্যে বেশ ভালবাসা স্থাপিত হয়। প্রতাপ উৎকল হইতে উৎকলেশ্বর, গোবিন্দ দেব প্রভৃতি দেবতা আনয়ন করিয়া পিতৃব্যের চিত্ত বিনোদনের যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন। ইহার পর হইতে প্রতাপ, যখন বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য সর্ব্বদা পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত এবং ভাবী মহাসমরের আয়োজনের জন্য ব্যাস্তথাকিতেন সেই সময় হইতে বৃদ্ধ, বৈষ্ণবপ্রিয়, বৈষ্ণব বসন্তরায়ের চক্ষে প্রতাপাদিত্যের কার্য্য কলাপ দূষিত বলিয়া বোধহইতে লাগিল। বসন্তরায় প্রতাপের এরূপ অতিসাহস কার্য্যের তীব্রপ্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পরমবৈষ্ণব বসন্তরায়

নির্ব্বিবাদে সকলের দাস্যভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষপাতী ; সুতরাং যে পুরুষ আপনার অসি বলে দেশের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য এই নশ্বর শরীর বিসর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর, যে পুরুষ অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য ভৈরব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গকেও ধরাতলে আনয়নের উদ্যোগ করিয়া থাকেন, এরূপ চরিত্রের লোকের সহিত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। বসন্তরায় প্রতাপের জীবনব্রত উদযাপনে বাধা দেওয়াতে ক্রমশঃ এই শত্রুতা ঘনীভূত হইয়া অবশেষে উক্ত শোচনীয় ঘটনায় সমাপ্ত হয়। সংসার মধ্যে যে পুরুষ পরমপবিত্র, বিনয়ী ও মধুরভাষী বলিয়া কীর্ত্তিত হন, অনেক সময় সেই পুরুষকে জ্ঞাতিগণ মধ্যে অবিনয়ী রূঢ়ভাষী অসদাচরণ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, বসন্তরায় বা প্রতাপাদিত্য জগতের নিকট মহাপুরুষ হইতে পারেন কিন্তু পরস্পর জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন পরম শত্রুতায় আবদ্ধ হইয়া এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া থাকিবেন ইহা নিতান্ত বিচিত্র বিষয় নহে।

প্রতাপের সহিত রামচন্দ্রের বিবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম, সম্ভবতঃ নবম বৎসর বয়স্ক পিতৃবিহীন বালক রামচন্দ্র, যশোহর নগরে বিবাহ করিতে আগমন করিলে সুপ্রসিদ্ধ বিদূষক রমাই-ভাঁড় স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং প্রতাপ মহিষীর সহিত নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিরাপদে প্রত্যাগমন করেন। প্রতাপ এ কথা অবগত হইয়া রমাই সহ জামাতাকে নিহত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন।

এ জনরব কতদূর স্বাভাবিক তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয়, রামচন্দ্র বিবাহ করিতে আগমন করিলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাতাকে নিহত করিয়া কন্যার পক্ষ হইয়া তাহার রাজ্যাধিকার করিতে পরামর্শ করেন; একথা তাঁহার সপ্তম বা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, অবগত হইয়া, বাসর ঘরে পতিকে প্রবোধিত করিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কহেন। দ্বাদশবর্ষীয় উদয়াদিত্য, ভগ্নী বা ভগ্নীপতির নিকট এই বিপদ কথা অবগত হইয়া রামচন্দ্রের প্রাণ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে মশালধারীর পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের বাটিতে ঐ রাত্রেই সংগীত শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রিত ছিলেন; রামচন্দ্র, মশালধারী রূপে রাজবাটির বহির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় নৌকাতে আরোহন করেন। রামচন্দ্র প্রতাপের মায়া জাল ছিন্ন করিয়া, নিরাপদে নৌকারোহণ বার্ত্তা প্রতাপের কর্ণগোচর করিবার জন্য বন্দুকধারীগণকে মুহুর্মুহু শব্দ করিতে আজ্ঞা দিয়া দ্রুতবেগে নৌকা চালাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এ কিম্বদন্তী কতদূর সত্য তাহা পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ। রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, একথা সত্য কিন্তু কিজন্য এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তিন শত বৎসর পরে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন বাসনা প্রতাপাদিত্যের এতদূর প্রবলা ছিল, যে তিনি কোনপ্রকার বাধাকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক শ্রেণীর মনুষ্য আছেন, তাঁহারা যখন কোন সৎ বা অসৎ কার্য্য করিতে দৃঢ় ব্রত হন তখন, তাহার প্রতিকূলে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না

তাহাকে সমূলে উৎপটিত করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র বোধ হয় বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন বিষয়ে বসন্তরায়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্বশুরের প্রতিকূলাচরণ করাতে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর শক্রতা বদ্ধমূল হয়।

প্রতাপ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহ কিরূপ উদারতার সহিত ব্যবহার করিতেন তাহা এক্ষণে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। তিনি অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন, এতদ্বিষয়ক বহু সংখ্যক কিম্বদন্তি প্রাচীন যশোহরের সমীপবর্ত্তী প্রদেশের নর নারীর মুখে এখনও আগ্রহের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্য তাহার দুই একটি উল্লেখ করিব। প্রতাপাদিত্য যে সময় অভিষিক্ত হইয়া সস্ত্রীক সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হইয়া মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহারাজ তাঁহাকে কএকটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে পর মহিষীও তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হস্ত প্রসারণ করেন, দৈবক্রমে সেই মুদ্রা ব্রাহ্মণ হস্তে পতিত না হইয়া নিম্নস্থ সুবর্ণমুদ্রা ভরিত কুম্ভে পতিত হয়, মহারাজ্ঞী তাহার মধ্য হইতে তাঁহার দেয় মুদ্রা উত্তোলন করিয়া প্রদানকালে প্রতাপ, মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে মুদ্রা তোমার হস্ত চ্যুত হইয়াছে। তুমি কি সেই মুদ্রাটিই দিতেছ? না তাহার পরিবর্ত্তে অন্য মুদ্রা দিতেছ? প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী কহিলেন, অন্য মুদ্রা দিতেছি। প্রতাপ রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া সেই মুদ্রাপরিপুরিত কলস ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহাতে ইঁহার ব্রাহ্মণভক্তি ও দানশীলতা উভয়ই লক্ষিত হয়। এক সময় প্রতাপাদিত্য কল্পতরু

হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদিগের প্রার্থনা অনুসারে দ্রব্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। একজন ব্রাহ্মণ মহারাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্ঞীকে প্রার্থনা করেন, মহারাজ অবিচলিত চিত্তে অম্লানবদনে মহিষীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ মহারাজের দানে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিয়া ছিলেনঃ—

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ আদিত্য দাতা * অবনী মণ্ডলে॥

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রতাপ, প্রদত্ত পদার্থ পুনর্গ্রহণে কোনরূপে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে রাজ্ঞী পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা রাজ্ঞীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করত স্ত্রী গ্রহণ করেন।

প্রতাপ, জাতি বিচার না করিয়া গুণবান্ ব্যক্তির আদর করিতেন; মুসলমান কমলখোজাকে সেনাধিকার প্রদান করা ইহার উত্তম উদাহরণ। একদা রাজবাটীতে ব্রাহ্মণভোজন কালে বিতত চন্দ্রাতপের বংশস্তম্ভ কোন রূপে উৎপাটিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মস্তকোপরি পতিত হইবার উপক্রম হয়, ইহা দেখিয়া সকলেই প্রাণরক্ষার্থ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে উদ্যোগ করে, ইত্যবসরে একজন অমিত বলসম্পন্ন অজ্ঞাত পুরুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভীমবলে বংশস্তম্ভ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-

* দাতা স্থানে কেহ কেহ রায় শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

কি শস্ত্র আলোচনা উভয় প্রতাপাদিত্য যুবকের অমিত পরাক্রম নিপুণ হসে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটী প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ঐ যুবক প্রতাপের একজন বিশ্বাস পাত্র হন। ঐ ব্যক্তিই নলতার জমীদার ভদ্রমহাশয়দিগের আদিপুরুষ।

প্রতাপ, শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ কঠোরতা সহকারে ভগবতীর অর্চ্চনা করিতেন যে জনসাধারণ তাঁহাকে দেবীর পরমানুগৃহীত ও বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা অসাধারণ, কি ঘোরতর যুদ্ধস্থল, অথবা নানা প্রকার ভোগ্য-পরিপূর্ণ বিলাস ভবন কোন স্থলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন না সকল সময়েই তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা প্রকটিত হইত। তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার অসীম উদারতা ছিল। তিনি মুসলমান প্রজাদিগের জন্য আপন রাজ্যের স্থানে স্থানে মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বর্ত্তমান কালেও স্থানে স্থানে এই সকল মসজীদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় *। মহাভাগ প্রতাপাদিত্য পর্টুগীজ ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সহিত অনেক সময় মুক্ত হৃদয়ে ধর্ম্ম আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেন তিনি কোন ধর্ম্মকে বিদ্বেষ চক্ষে দর্শন করিতেন না। প্রতাপ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের আচরণে আহ্লাদিত হইয়া ফিরিঙ্গি

* মৌতলি ও মুকুন্দপুরের নিকট পরবেজপুরে প্রতাপাদিত্যের নির্ম্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত স্থানের মসজীদের কারুকার্য্য সকল ক্লেশ করিয়া দেখিবারও উপযুক্ত বিষয়।

প্রজা ও কর্ম্মচারীদিগের উপাসনার জন্য প্রার্থনা অনুসারে তবা অনুজ্ঞা প্রদান করেন *। বঙ্গদেশের মধ্যে যশোহর রাজ্যের সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মহানুভব প্রতাপাদিত্য যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন, সেইরূপ তিনি অবকাশক্রমে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেও বিরত থাকিতেন না। ভগবান্ চৈতন্যের পরবর্ত্তী কবিগণের শীর্ষ-স্থানীয় কবিবর কবিরাজ গোবিন্দ দাসকে, প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত সম্মান ও ধনাদি প্রদান করিয়া পূজা করিতেন। গোবিন্দ দাস অনেক সময় যশোহর নগরে অবস্থান এবং কৃষ্ণ বিষয়ক নানা প্রকার পদ রচনা করিয়া প্রতাপাদিত্যের চিত্ত বিনোদন করিতেন। গোবিন্দ দাস ব্যতীত অন্যান্য অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ-কবিগণকর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত হইত। প্রতাপের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও সমকালে বঙ্গদেশে যে সকল ঐশী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা চিরকাল মানবগণের মধ্যে উচ্চ আসনে আসীন হইয়া থাকিবেন। বঙ্গের ইতিহাসে ইহা বসন্ত কাল। বসন্তের সমাগমে বৃক্ষ সকল যেরূপ পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেরূপ বঙ্গের সেই মধুর সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতিত্রয় একত্র সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কি শাস্ত্র

* ১৫৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগকে গির্জ্জা প্রস্তুত করিবার সনন্দ প্রদান করেন। উক্ত সনন্দে দ্বাদশ বর্ষীয় উদয়াদিত্যও স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

কি শাস্ত্র আলোচনা উভয় বিদ্যাতেই জ্যোতিত্রয় যেরূপ অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন সেরূপ তীক্ষ্ণ মেধা ও বীর্য্য সম্পন্ন পুরুষ বঙ্গে আর উৎপন্ন হয় নাই। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে এই বসন্ত-কাল মেঘ নির্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় অলৌকিক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া অচির কাল মধ্যে চির কালের জন্য বিলুপ্ত হইল

গোবিন্দ দাস, প্রতাপাদিত্যের সভার একটি প্রধান রত্ন, ইনি বৈদ্য কুলের কমল স্বরূপ। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রামণি রামচন্দ্র কবিরাজ। ইহাঁরা প্রথমতঃ শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন, কনিষ্ঠ রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া আগমন কালে ধাম্মিক প্রবর শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রাণস্পর্শী সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হন, ক্রমশঃ এই ভাব তাঁহার এত দূর প্রবল হয় যে, তিনি বিবাহের দুই চার দিবস পরেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণাপন্ন হন। রামচন্দ্রের গমনের পর হইতে গোবিন্দ দাসের ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে একধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইল। গোবিন্দ, গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে এক জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অতিথি হন। গোবিন্দ অতিথির ধর্ম্ম মত জিজ্ঞাসা না করিয়া ভগবতী মুক্ত-কেশী কালীর মন্দিরে তাঁহার পূজা করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াদেন। ব্রাহ্মণ, ভগবতীর পূজা না করিয়া নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি শালগ্রামে অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণের পূজার পর দেবীর পুরোহিত আগমন করিয়া উৎসর্গ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করেন। ভগবতী স্বপ্নযোগে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন;—

গোবিন্দ মূল তত্ত্ব নাহি জান।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মান ॥
পরম ঈশ্বর সেই পরাৎপর হরি। ভক্তমাল।

তিনি ইহ জগতের এক মাত্র নিয়ন্তা ও জীব মাত্রের শরণ্য ইত্যাদি কহিয়া অন্তর্হিতা হন। নিদ্রা ভঙ্গের পর হইতে গোবিন্দের অত্যন্ত চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহার কিছু দিবস পরে গোবিন্দ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলে, "গোবিন্দ শরণ কর হইবে নিস্তার" এইরূপ এক আকাশ বাণীতে গোবিন্দের চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইবার জন্য ভগবতী পুনরায় আদেশ করেন। অনুতপ্ত গোবিন্দ সেই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কাতরতা পূর্ব্বক স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া কনিষ্ঠ রামচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্র সমস্ত অবগত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বুধরীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গোবিন্দের পার্শ্বে উপস্থিত হন। উত্থানশক্তি রহিত গোবিন্দ, রামচন্দ্র সহ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করিয়া গলদশ্রু নয়নে করযোড়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তি আছে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীনিবাস গোবিন্দের সেই অবস্থাতেই হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ রোগ মুক্ত হইয়া অসাধারণ কবিত্বলাভ করেন এবং নিম্ন লিখিত কবিতা রচনা করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রবণ করান। ইহাই ইহাঁর সর্ব্ব প্রথম পদ রচনা।

ভজহু রে মন নন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে, তরহ এভব সিন্ধু রে ॥

শীত আতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন কিবা আছে ইথে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখী জন আত্ম নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহাঁর পদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে ঠাকুর উপাধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে ইনি আজীবন চর্চ্চা এবং পদরচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দদাস, "সংগীত মাধব" ও "গীতামৃত" নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয় ইহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের বিকৃত ভাবাপন্ন পঠিত ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ লোভী বাঙ্গালী দিগের নিকট ইহাদিগের হৃদয়স্পর্শী স্বাভাবিক কবিতা সকল বড় একটা স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই যুগে গোবিন্দ দাস, রায় বসন্ত (প্রতাপের খুল্লতাত) জ্ঞান দাস, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, শিবরাম দাস, কবিচন্দ্র, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা বিষয়ক পদ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন বর্ত্তমান কালের মার্জ্জিত রুচির কবিগণ তাহার ষোড়শাংশের এক অংশও করিতে পারেন নাই।

বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা নিতান্ত অল্প ছিল না। রূপসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ এই সময় সংস্কৃত ভাষায় কতক গুলি নাটক রচনা করেন।

এসময় রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ, মিথিলার অধীনতা দলিত করিয়া কল্পনা রাজ্যের উপর একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি মনিষী গণ অবিরাম লেখনী সঞ্চালন করিয়া নব্যন্যায়ে বঙ্গ দেশ প্লাবিত করেন। রঘুনাথ যেরূপ কল্পনা রাজ্যের স্বাধীন রাজা, সেইরূপ রঘুনন্দন মৈথিলী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্মৃতি সংগ্রাহকারগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বঙ্গের জন্য তিনি স্বাধীন ভাবে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

বঙ্গদেশে এ সময় ইন্দ্রজাল বিদ্যার যথেষ্ট পরিমাণে চর্চ্চা ছিল এবং ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। জাহাঙ্গীরের দরবারে সাতজন বাঙ্গালী যেরূপ অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান কালেও বিস্ময় জনক।

প্রতাপের সময় বঙ্গীয়গণ ধর্ম্ম চর্চ্চায় যেরূপ সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছেন বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ব্যতীত ভারতের কোন জাতি সেরূপ কঠোরতা অবলম্বন, সে রূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ এবং প্রাণী মাত্রের প্রতি সদয় ভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। এই পবিত্র সম্প্রদায়ের নেতা মহাপ্রভু চৈতন্য, অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় চরিত্রবলে বঙ্গদেশকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিয়াছিলেন। এই ঘোরতর আলোড়নে বহুসংখ্যক ধর্ম্মবীর উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কর্ম্মের সহায়তা সম্পাদন করেন। এই সকল ধর্ম্ম বীর বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়পতাকা স্কন্ধে লইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে, মালব, রাজপুতনা, গুর্জ্জর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া

সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তণে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন* এই সকল মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণ যেরূপ তন্ময় হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারকেরাও তাহার সহস্রাংশের এক অংশও তন্ময়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

উত্তর ভারতবর্ষে যে সকল বঙ্গীয় মহাপুরুষগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, বৃন্দাবন তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এবং

---

* সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া॥
* * ১৫ পৃ ভক্তমাল।
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তারে।
পশ্চিম দেশেতে কর শক্তি সঞ্চারে॥
পাঞ্জাব লাহোর আর মল্লার আদি করি।
শাসন করহ কৃষ্ণ-ভক্তিদান করি॥
* * * *
অদ্বৈত প্রভু শাখা চক্রপাণী নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ধাম॥
প্রভুর প্রেরিত গেল পশ্চিম দেশেতে।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
গুজরাত গেলেন————————॥
পাঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ॥

সনাতন গোস্বামী প্রধান নেতা। ইহাঁদিগের প্রচারের বিস্তৃতির সহিত অন্য দেশীয় ব্যক্তিগণও ইহাঁদিগের সহিত প্রচার কার্য্যে যোগদান করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবল প্রচার হইলেও সে সময় শাক্তগণের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না ভগবতীর পূজাকালে মদ্যের প্রবাহ প্রবাহিত এবং অগণিত পশু বলি প্রদত্ত হইত। শাক্তগণই প্রচণ্ড অসিবলে যবনগণের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর শাক্তগণ যখন বিষাদগ্রস্ত ও রাজনিগ্রহিত হন সেই সময় বৈষ্ণবগণও শাক্ত দিগের উপর

হিন্দুত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মুসলমান যত ছিল হরি ভক্ত হইল॥

* * * *

তারপর পাঞ্জাব মল্লার গুজরাত।
সুরাতাদি দেশে প্রভুচৈতন্য ভকত॥
ক্রমে ক্রমে দিলা সবে চৈতন্যের দায়।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান সবে হয়॥
কতক পণ্ডিত গোস্বামী পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয় বহুতর॥

* * * *

উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তাসবার করিল নিস্তার।

নরোত্তম বিলাস।

বিজয়লাভ করেন, এই বিজয়ে অনেক চাটুর্য্যে মুখুর্য্যে বাঁড়ুর্য্যে
গ্রহণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন ও রাজস্ব প্রদান
আরম্ভ করেনা। সে সময়ের শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ বর্ত্ত-
দের "সুবিধাবাদী"* দিগের ন্যায় বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব
ক্তর কাছে শাক্ত হইতেন না। যত দিন যে মত অবলম্বন
করিতেন, ততদিন সেই মতে অচল বিশ্বাস স্থাপন করিতেন।

লেখক যে সময় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের
উপকরণ সংগ্রহের জন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থান
ই সময় সমুদ্রতরঙ্গ পরিধৌত কোকণ প্রদেশের
গোয়াদিগের বাসস্থান শ্রীবর্দ্ধন নামক জনপদে গমন
লেন। প্রায় সার্দ্ধত্রিংশত বৎসর পূর্ব্বে, অবধৌত
াথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক এদেশে
আগমন ও অবস্থান করিয়া এদেশবাসীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার
এবং মহারাষ্ট্রীয়গণকে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত করেন। এদেশের
লোকেরা এখনও তাঁহার নাম ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং মঠ
দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। ইনিই এপ্রদেশে সংকীর্ত্তন
প্রথা প্রচারিত করেন।

† প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হইতে শিষ্টশান্ত স্বভাব হইল।

* ইহারা যখন যে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সুবিধা পান
তখন সেই সম্প্রদায় ভুক্ত হন। ইহারা কখন হিন্দু কখন বৌদ্ধ
কখন খৃষ্ট কখন মুসলমান কখন তিলকধারী কখন কুক্কুটহারী
হইয়া অনন্ত লীলা প্রকাশ করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে
সুবিধাবাদীদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে খানজাআলি নামে একজন ঈশ্বরপরায়ণ মুসলমান বাগেরহাট মহকুমায় অবস্থান করিতেন, কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়জাতির উপর তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার অসাধারণ চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, খানজাআলি মহম্মদ তাহীরের বুদ্ধিমত্তাও কর্ম্ম-নিপুণতাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন, খানজাআলীর মৃত্যুরপর মহম্মদতাহীর পিরআলী নামগ্রহণ করিয়া হিন্দুও মুসলমান ধর্ম্ম মিলিত করিয়া একটি ধর্ম্ম প্রচার করেন, এই নূতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ পিরালী নামে অভিহিত হন। পিরালী মতাবলম্বীগণ প্রথমতঃ হিন্দুদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেন, কালক্রমে ইহারা স্বীয়ধর্ম্মমত বিস্মৃত হইয়া মাতৃধর্ম্মের বিশাল উদরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায় *।

সে সময় প্রজাদিগের অবস্থা বর্ত্তমানকালের জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল প্রজাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম ছিল, তাহারা দুই

* যশোহর জিলার পিরালিদিগের আচার ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু আচার মিশ্রিত ইহাঁদিগের স্ত্রীলোকেরা শিবপূজা ও অন্যান্য হিন্দুব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, পুরুষেরা কুক্কুটভক্ষণ প্রভৃতি মুসলমানদিগের আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের গঙ্গাজলপূত পিরালী সঙ্গতুষ্ট পিরালীরা আজকাল অজ্ঞাতসারে হিন্দুসমাজের ভিতর একটু বেশী করিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেলা যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে পাইত, শস্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা দ্বারা রাজস্বপ্রদান করিত, সেকালে দেবতা মন্দির ও রাজভবন ইষ্টক নির্ম্মিত হইত * অন্যান্য সকলে বংশ নির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিত, এইরূপ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পঞ্চসহস্রের ও অধিক মুদ্রা ব্যায় হইত, এরূপ গৃহের কাষ্ঠ স্তম্ভে নানাপ্রকার মূর্ত্তিখোদিত হইত, বেতেরছাল দিয়া অতি নিপুণতার সহিত বুনান এবং অভ্র দিয়া মণ্ডিত হইত, বঙ্গের জলবায়ু গৃহাদির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল, এই জন্য এ প্রদেশে অতি প্রাচীন গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান কালের লোকদিগের ন্যায় সে সময়ের লোকেরা বিলাস প্রিয় ছিলেন না, তাঁহারা পরিশ্রমী মিতব্যয়ী কিন্তু সৎ-কর্ম্মে যথা সর্ব্বস্বদান করিতেন, আজকাল আমাদের দেশের সাহেবীভাবাপন্ন ধনবানেরা অতিথি সেবার যেরূপ কিছু ধার ধারেন না, সেকালে কিন্তু যবন সংসর্গ দুষ্ট ধনবানেরাও অতিথি সেবারপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতেন আবশ্যকানুসারে তাঁহারা স্বয়ং অতিথির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

* প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ নিম্নোক্ত স্থানে বর্ত্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। জয়নগরের মন্দির পাঁচফুলের মন্দির, মৌতলীর মসজীদ, গোপাল পুরের মন্দির মুস্তাফপুরের কবরস্থ, ঈশ্বরীপুরের বারদ্বারী, হাপসীখানা, বার-ওমরার গোর ইত্যাদি। A list of Objects of Antiqurian interest in the Lower province of Bengal. দেখুন।

সে কালের লোকেরা সাধারণতঃ কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা ও সৈনিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। বাঙ্গালীর সৈনিকবৃত্তি একথা পাঠ করিয়া বোধ হয় অনেকেই সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

বর্ত্তমানকালে সমগ্র ভারতবর্ষের সৈনিকবল অপেক্ষা বেহার উড়িষ্যাব্যতীত এক বঙ্গদেশের সৈনিকবল তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক ছিল। আবুল ফজেল আইন-ই-আকবরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গের সৈন্য সংখ্যা পরিগণনাকালে ২৭৭৫৩৯০ পদাতিক ৩৬০২১০ অশ্বারোহী এবং ৬০৭ গজা-রোহী সৈন্য উল্লেখ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ ভৌমিক রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য জমীদারদিগের নিকটও স্বল্প বিস্তর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আবুল ফজেল বলেন স্বাধীন ত্রিপুরারাজের অধীনে তৎকালে দুই লক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র হস্তী, কুচবিহার রাজের এক লক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য বর্ত্তমান ছিল, এসকল ব্যতীত কামরূপ রাজও আসামের রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এ সকল দেখিয়া বোধ হয় সেকালে যুদ্ধাদি পৌরুষ-জনক কার্য্যকে "গোঁয়ারতমি" আখ্যান প্রদান করা হইত না, কালের কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন! তিন শতবৎসর পূর্ব্বে যে জাতির বীরদর্পে মেদিনি কম্পিত হইত, যাঁহাদিগের অসির ঝঞ্ঝনাশব্দে দিক্ সকল পূরিত হইত আজ তাঁহাদিগের সন্ততি-গণের হৃদয়ে বীরতার লেশমাত্র নাই। শত্রু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে সময় প্রত্যেক প্রদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ-বর্ত্ত-মান ছিল। কালস্রোতে সেই সকল দুর্গকর্ত্তা বীরপুরুষদিগের

নামের সহিত এই সকল বীরকীর্ত্তি বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে *।

রাজসেবা।—সেকালের বাঙ্গালীরা মুসলমান নৃপতিগণের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য বেতনের কেরাণী বা পাইকের কর্ম্মে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। রাজ-দরবারে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল।

বাণিজ্য। বাণিজ্যের জন্য বঙ্গদেশ চিরপ্রসিদ্ধ। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময় বৈদেশিকগণের মধ্যে পর্টুগীজেরা আমাদিগের দেশে বহির্বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করেন, ইহারা ব্যতীত দিনেমার, ভিনিসিয়ান, ফ্রেঞ্চ, আরব প্রভৃতি জাতিরাও সময় সময় বাণিজ্যের জন্য আগমন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। যে সময় আমাদের দেশ হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে কার্পাস ও রেসমের বস্ত্র প্রেরিত

---

* পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য বঙ্গের লুপ্ত প্রায় দুর্গের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল, ইহাতে বুঝিতে ক্লেশ হইবে না আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা দুর্গের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন।

তাজপুরগড়, মদনগড়, দাউদপরগড়, কোলন্দরগড়, দারমাগড়, জাহাঙ্গীরগড়, নারায়ণগড়, নরসিংহগড়, কাসিমগড়, রাজগড়, রামজীবনপুরগড়, মোঙ্গলপোতাগড়, নারফিনগড়, বাউড়েগড়, তান্নাগড়, রাজগড়, বেতা (গড়বেতা) জালিকাগড়, দিগলগড়, মঙ্গলকোটগড়, সেনপাহাড়িগড়, বিষ্ণুপুরগড়, নিয়াগড়, পাঁচোটগড়, বরহামপুরগড়, সারহাটগড়, করঙ্গগড়, জগদ্দলগড়, কেল্লাবাড়িগড়, মহম্মদপুর (সীতারামের দুর্গ) নৌকটিগড়, রাবণবাদ নদীর সঙ্গমে (বাখরগঞ্জ) একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

রেনাল সাহেবের মানচিত্র হইতে সংগৃহীত হইল।

হইত। বঙ্গের অন্নে অনেকদেশের লোক জীবন ধারণ করিত। পৃথিবীর ধনবানেরা বঙ্গের হীরকে অলঙ্কৃত হইবার জন্য বঙ্গদেশ-গামী বণিকগণকে তাহা আনায়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বঙ্গদেশে তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরক উৎপন্ন হইত *। অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের সহিত বঙ্গদেশ হীরকের পরিবর্ত্তে এক্ষণে অঙ্গার প্রসব করিয়া থাকেন; আমাদের স্বর্ণপ্রসবিনী জন্মভূমি তখন স্বুবর্ণরেখা, দামোদর প্রভৃতি নদ নদীর বালুকাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ প্রদান করিতেন। বঙ্গের সোরা বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরিত হইত। বঙ্গের লৌহ তখন নিতান্ত কম উৎপন্ন হইত না। বর্দ্ধমানে "তেগা" নামক এক প্রকার তলবার প্রস্তুত হইত; অসিজীবী ব্যক্তিগণের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গৃহীত হইত।

এখনও উত্তর পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অতি বৃদ্ধ অসির মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহার অনেক প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত হইত সেরূপ ঢাল ভারতের কোন স্থলে নির্ম্মাণ হইত না। ইহা যেমন লঘু তেমনি দুর্ভেদ্য এজন্য ইহা ক্রয় করিবার জন্য সকলেই আগ্রহ করিতেন। বঙ্গদেশ, সেসময় অর্ণবপোত, যুদ্ধতরী

* বঙ্গে হীরক উৎপন্ন হইত স্বদেশবাসীর মুখে একথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে আপত্তি হয় তাহা হইলে সেই পুরুষকে আমরা নিম্নোক্ত পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি:—Economic Geology of India 25—30 P. P. Tavernier's Travels in India Vol. II. III. Edits by V. Ball. Appendix. বঙ্গে হীরকের খনির বিষয় আবুলফজেল আইন-ই-আকবরী তেও উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রভৃতি নির্মাণের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তুরস্কের সুলতানের জন্য এদেশ হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ প্রত্যেক বৎসর প্রেরিত হইত। আলেকজেণ্ড্রিয়ার জাহাজ অপেক্ষা ইহা স্থূল অথচ সুদৃঢ় হওয়াতে তাঁহারা ইহার অত্যন্ত সমাদর করিতেন। এপ্রদেশে সে সময় দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য এরূপ আকারে এক প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ হইত যে তাহা নদীতটস্থ দুর্গের সহিত সংলগ্ন হইলে নৌকার উপর হইতে অবলীলাক্রমে দুর্গ মধ্যে অবতরণ করা যাইত। বর্ত্তমানকালে এ সকল বিষয় বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। পর্টুগীজরা সময় সময় লবণের ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন। সনদ্বীপ তাঁহাদিগের লবণ বাণিজ্যের প্রধান স্থল ছিল। সে সময় হুগলী সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বঙ্গের প্রধান বন্দর ছিল।

কৃষি।—বঙ্গদেশে পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত প্রতাপের জন্মের পূর্ব্বে, আইবন বাটুটা নামক একজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন * তিনি বঙ্গ-

* I sailed for Bengal which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. I there saw one of the religions of the west who told me that he had brought provisions for himself and his family for a whole year with eight dirhems. 194. P. Travels of Iben-Batuta.

দেশের ন্যায় শস্যসুলভ দেশ কোথাও দর্শন করেন নাই। এখানে আট দরহাম হইলেই একটী পরিবারের এক বৎসরের আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ হইত।" * প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসর পরে নবাব সায়েস্তাখাঁর সময় বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত।

বঙ্গের আম্র চিরপ্রসিদ্ধ, আইন-ই-আকবরিতে আবুলফজেল সপ্তগ্রামের দাড়িম্বের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গে বৈদেশিকগণের অভ্যুত্থানের সহিত বঙ্গীয়গণের চরিত্রবল, ধর্ম্মবল, বাহুবল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাঁরা এক্ষণে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইহাঁদিগের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহারা যে কখন আবার উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ, জগৎ মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারগ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। পরম কারুণিক পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বরের রাজ্যের কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়ম, কোন জাতিকে অপর কোন জাতির অধীনস্থ করা তাঁহার নিয়ম বহির্ভূত, যখন এ কথা মনোমধ্যে উদয় হয় তখন বঙ্গদেশে আবার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবে এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। আবার যখন এক জাতির পতনের পর অন্য জাতির উত্থান এ বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন চিরপতিত বঙ্গের উত্থান হইবে মনে করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। আবার যখন ত্রিকালদর্শী ঋষিবাক্য মধ্যে পাঠ করি যে "হেমচন্দ্র নামে

* দরহাম বিভিন্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা। একটী দরহাম।০ আনার সমতুল্য।

একজন মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দাসত্বপাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন"*। তখন সেই পরমপবিত্র শুভদিন দেখিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট করযোড়ে অবনত মস্তকে দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়।

* ভবিষ্যৎ পুরাণের বঙ্গদেশের অন্তর্গত যশোহর দেশ বর্ণন দর্শন করুন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট প্রথম। *

রামচন্দ্রস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে।
ভবানন্দো গুণানন্দঃ শিবানন্দো মহীভুজঃ ॥
শিবানন্দো মহাজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী কন্দর্পইব রূপবান্ ॥
দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রিত্বং তথা তেন হি লভ্যতে।
দানে কর্ণসমঃ সোঽপি গুণে চ বাসবোপমঃ ॥
ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌড়মন্ত্রী বভূব হ।
শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্য সংজ্ঞকঃ ॥
পুরং যশোহরং রম্যং গজবাজী সমন্বিতম্।
স্থাপয়ামাস স প্রাজ্ঞ স্তত্রোবাস প্রযত্নতঃ।
চন্দ্রদ্বীপপুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা।
বৈদ্যকানানয়ামাস সমাজেশ বভূব স ॥
তন্মাতুল মহাপ্রাজ্ঞো নাগবংশ সমুদ্ভবঃ।
জীতমিত্র ইতি খ্যাতো মধল্যত্বেন ভাষিতঃ ॥
গুণানন্দঃ পুণ্যবাংশ্চ শান্তচেতা দ্বিজার্চকঃ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ ॥

---

* যে অবস্থাতে আমরা পাইয়াছি সেইরূপ মুদ্রিত হইল।

বভূব খালিশাধীপঃ গৌড়-কোষাধিপস্তথা।
দিল্লীশ্বর প্রসাদেন প্রচণ্ড বলবিক্রমঃ ॥
বসন্তরায় সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্নুয়াৎ সমরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
শিবপ্রভক্তো গুণানন্দঃ পুত্রদারাদিভিঃসহ।
রাজবিপ্লবনে গৌড়াৎ যশোহরং সমাগতঃ ॥
তাত্রাসহ ততো বাসঃকৃতোহসৌশান্তচেতসঃ।
যশোহরস্য রাজশ্রীস্ততঃ সমুজ্জ্বলো ভবৎ ॥
শিবানন্দ গুণানন্দৌ কুলীনৌ কুলদীপকৌ।
তয়োয়াস্ত কুলমাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুম্ ॥
মার্ত্তণ্ডস্য যথা তেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
কুলভাবাস্তয়োস্তেন প্রকাশো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
বিক্রমাদিত্য পুত্রশ্চ প্রতাপাদিত্যসংজ্ঞকঃ।
রাজরাজেশ্বরো বীরো মহাধনুর্দ্ধরঃ স চ ॥
উদ্ধারিতো বঙ্গদেশং যবনস্য করাৎ বলাৎ।
অস্য বীর্য্যপ্রভাবেন দিল্লীশঃ কম্পিতঃ সদা ॥
যুদ্ধে অর্জ্জুন তুল্যশ্চ জ্ঞানে হি শঙ্করো যথা।
প্রতিজ্ঞায়াং যথা ভীষ্ম দানে কর্ণসমঃ স চ ॥
অক্ষৌহিণী পতির্বীরো মহাদর্পান্বিতোহভবৎ।
কলিকা চরণাশক্তো রক্ষিতোহপি তয়া কিল।
ফেরঙ্গ মগ বীর্য্যঞ্চ যবনস্য বলং তথা।
খর্ব্বং চকার শূরোহসৌ মহাকাল সমোরণে ॥

জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্ ।
আসমুদ্রকরগ্রাহী বভূব নৃপশার্দ্দূলঃ ॥
তৎপিতৃব্য মহাজ্ঞানী বসন্তরায় ভূপতিঃ ।
মহাতেজা মহামানী সর্ব্বধর্ম্ম ভৃতাংবরঃ ॥
সরস্বতী সমোবাগ্মী বুদ্ধৌ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিঃ ।
মহাশাক্ত ইষ্ট ভক্তঃ সর্ব্বগুণৈস্তু সংযুতঃ ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানবিৎ সোঽপি ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ সদা ।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিদাম্ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশস্ত্র বিশারদঃ ॥
প্রতাপাদিত্য ভূপেন নিহতোঽয়ং সপুত্রকৈঃ ।
বসন্তরায় তনয়ঃ রাঘবঃ শৈশব স্মৃতঃ ॥
অসৌকচ্চি বনপ্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ ।
কচুরায়স্ততঃ খ্যাতো বিধিনা জীবিতঃ কিল ॥
বর্ষ দ্বাদশমাপন্ন তীব্রধী র্লক্ষণান্বিতঃ ।
উপগম্যাতি দুঃখেন দিল্লীশ্বর সমীপতঃ ॥
নৃপাল চেষ্টিতং সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরাৎ ।
সম্বাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ ॥
প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ ।
প্রতাপাদিত্য ভূপালো যবনারী রণপ্রিয়ঃ ॥
দশানন সমো দর্পে সব্যসাচী সমোরণে ।
আজিমাগমনং বার্ত্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ ॥
অধাবৎ সিংহনাদেন স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
নির্জগাম তদাতুর্ণ-মাজিমো হি স্থিতো যথা ॥

নঃশব্দং ঘোরযামিন্যামাক্রম্য-তৎবশ্মং বলাৎ।
গৃহ্য বিবিধানস্ত্রান্ সববর্ম মুহুর্মুহুঃ ॥
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃতোযো সমনোপমঃ।
বংশ সহস্রসৈন্যানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা ॥
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে।
ত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাধিপাজিমং তথা ॥
শ্রীশো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ।
াধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ ॥
বিংশতিতমাখানাঃ প্রেষয়ামাস সত্বরং।
াং ভীষণ নাদেন চকম্প চ বসুন্ধরাম্ ॥
াবংশ্চ মহাযোধাঃ সার্দ্ধং পঞ্চাযুতৈর্বলৈঃ।
যু বঙ্গদেশে চ যমুনায়াস্তটে ততো ॥
দূ ঞ্চ প্রেষয়ামাস সম্বাদার্থায় সত্বরং।
উ সংগম্য দূতস্তু বঙ্গাধিপ পুরং কিল ॥
কৃ াভিবাদনং ভূপং বিনয়ে স উবাচহ।
হে াজেন্দ্র মহাতেজঃ বঙ্গাধিপ মহামতি।
শৃ ীর প্রবক্ষ্যামি যদর্থ মহমাগতঃ।
সম্রাট্ জাহাঙ্গিরঃ শ্রেষ্ঠো দিল্লীশ্বরো মহাদ্যুতিঃ ॥
জানাতি ত্বাং মিত্রদ্রোহং রাজবিদ্রোহকং তথা।
প্রেষ ামাস সেনান্যং দমনার্থায় ভূপতে ॥
ত্বয়া ঃ কৃতস্তস্য সার্দ্ধং সৈন্যাদিভির্রণে।
তস্মা দ্বাবিংশ সেনান্যঃ সম্রাজোঽনুমতঃ পুনঃ ॥

সমাগতা বঙ্গদেশে শান্তি সংস্থাপনায় চ।
পশ্যত্বিমমসিং রাজন্ লৌহবদ্ধমিমন্তথা॥
যথামতিং গৃহাণার্য্য নোচেদ্ যথা বিধিং কুরু।
শ্রুত্বৈতং বঙ্গ ভূপালঃ ক্রোধেনারক্ত লোচনঃ॥
তদোত্তরং প্রদানার্থমিঙ্গিতং ভট্টকে কৃতং।
তস্মিন্ ভট্টস্তমুবাচ আদেশো নৃপতেরয়ং॥
বার্ত্তাবহস্ত বধোান তস্মাত্তং স্থিতজীবিতঃ।
ত্বরিতং গচ্ছ হে দূত সেনানী যত্র তিষ্ঠতি॥
তচ্ছকাশে তু বক্তব্যং যথা সাধারণং কুরু।
কায়স্থানামসি ধর্ম্মঃ স্বর্গস্তপো ব্রতাদিকঃ॥
গৃহ্লামি দেহি তং দেহি অসিঃপ্রাণস্তসিধনঃ।
পশ্যেমং যমুনাতোয়ং নীলকান্ত মণিপ্রভং॥
শত্রুরক্তে রক্তবর্ণো ভবিষ্যত্যমুনাসিনা।
জানামি যবনান্ ক্লীবান্ দস্যুবল সমন্বিতান্॥
বিড়াল ব্রতিকাস্তেঽপি দাম্ভিকাঃ লোকদম্ভকাঃ
ধর্ম্মধ্বজিনঃ ক্রূরাস্তে হিংস্রাঃ সর্ব্বাভি সন্ধিকাঃ॥
প্রাপ্নুয়ুর্ভারতস্তস্মাৎ কলৌ তে প্রবরা ভবম্।
বঙ্গাধিপ মহাতেজো যবনস্য যমোপমঃ॥
যবনানাং বধার্থায় প্রাপ্তোয়ম্ মানবী তনুঃ।
ইত্যুক্তা কেশবো ভট্টঃ গৃহিত্বাসিং তদা মুদা॥
চুম্বয়িত্বা ততস্তূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ।
দূতঃ শ্রুত্বা নৃপাদেশং গতোঽসৌ স্বীয় মন্দিরে॥

ক্রোধানলেন সন্তপ্তো প্রলয়াগ্নি সমোঽভবৎ।
প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্রং মানসিংহং মহাবলং ॥
তথা চাক্ষৌহিণীং সৈন্যং হাবসী চাপগণাদিকম্।
জয়পুরেশ্বরো বীরঃ ইক্ষ্বাকুকুলভূষণঃ ॥
চচাল সিংহনাদেন প্রকম্পিত বসুন্ধরা।
চতুরঙ্গ বলৈঃ সার্দ্ধমাগতঃ স যশোহরং ॥
রাঘবেন তথা বীরো জলদগ্নি শিখোপমঃ।
প্রেষয়ামাস শূরেন্দ্রো দূতং বঙ্গেশসন্নিধৌ ॥
আদায় শৃঙ্খলা খড়্গৌ লেখনাঞ্চ দ্রুতং যযৌ।
রাজ্ঞঃ পুরং সমাগত্য দূতস্তু বিনয়ান্বিতঃ ॥
কৃত্বাভিবাদনং ভূপং লিখনং প্রাদদৌ ততঃ।
পঠিত্বা লিখনং রাজা ক্রোধেনারক্ত লোচনঃ ॥
তদোত্তরং প্রদানার্থং ভট্টস্তেনেঙ্গিতোঽভবৎ।
ভট্টো দূতমুবাচেদং মুচুস্তে নৃপতিং ধ্রুবং ॥
সম্বন্ধং যবনৈঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ ক্ষত্র পুঙ্গবঃ।
অনিত্যদেহ সুখার্থং দুনিতং প্রাকরোৎ কুলং ॥
গৌরবং ভারতস্যাপি নাশয়ামাস দুর্ম্মতিঃ।
অসিজীবী ক্ষত্রিয়শ্চ বিদ্যাহীনঃ সুখ প্রিয়ঃ ॥
পশুবৎ ধর্ম্মসংযুক্তো বিলাসাতিপ্রিয়ঃ সদা।
অতএব বীর্য্যহীনশ্চ উদ্যোগরহিতস্তথা ॥
তস্মাত্তং ক্ষত্রিয়ং ধর্ম্মং ন বেত্তি জড়বুদ্ধিমান্।
অসিনা রক্ষণং রাজ্যমস্যতৎ স্থাপনং কৃতং ॥

উত্তৌক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ মহাশূরঃ।
স্ব[illegible]ভ্যার্ভয়াৎ ক্ষত্রিয়ো যো বিপক্ষানুগতো ভবেৎ॥
ই[illegible] কীর্ত্তিং সমাপ্নোতি পরত্র নরকং ব্রজেৎ।
ত্ব[illegible] তং গচ্ছ হে দূত যত্র তিষ্ঠতি ভূপতিঃ॥
ত[illegible]কাশে তু বক্তব্যং যথাসাধ্যং রণং কুরু।
ইত্যুক্তা কেশবো ভট্টো গৃহীতাসিং ততোমুদা॥
চু[illegible]ত্বা তু তং তূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ।
শ্রু[illegible] তদ্বচনং মানঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ॥
মন্ত্র[illegible]ং কৃতবান্ রাজা শিবিরে মন্ত্রিভিঃ সহ।
বৈ[illegible]নির্য্যাতনার্থায় ছিদ্রজ্ঞো রাঘবো বলী॥
ত[illegible]ব জ্ঞাপয়ামাস ভ্রাতুর্বীর্য্যং পরাক্রমং।
সামান্যং ন বিজানি হি বঙ্গ রাজ্যাধিপং ধ্রুবং॥
জানামি ত্বাং মহাশূরং শস্ত্রাস্ত্রগ্রাহিনাং বরঃ।
তথাপি বঙ্গ ভূপালং সামান্যং নহি মন্যতে॥
যৈঃ সার্দ্ধং সমরং পূর্ব্বং ত্বমাকার্ষী নৃপোত্তমঃ।
বিদ্যা হীনা তু তে সর্ব্বে পশুবৎ বলসংযুতা॥
কায়স্থোসৌ মহাশূরঃ সর্ব্ববিদ্যা বিদাম্বরঃ।
তেন সার্দ্ধং যদা যুদ্ধং সাবধানো ভবিষ্যসি॥
অস্য মন্ত্রী মহাবীরঃ শঙ্করঃ শঙ্করোপরঃ।
নীতিশাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ॥
তস্য সেনাধিপো রাজন্ সূর্য্যকান্তো মহারথঃ।
যোদ্ধা বলবতাং শ্রেষ্ঠো মেঘনাদোপমোরণে॥

যশোহরং তু সম্পশ্য লঙ্কায়াং সদৃশং নৃপ।
রক্ষিতং যোদ্ধৃভিঃ সর্ব্বৈ বেষ্টিতং যমুনাম্ভসা ॥
দুর্ভেদ্যং স চ দুর্গেন সংশ্লিষ্টং রক্ষিতং বলৈঃ।
সংস্থিতং ভীষণং রাজন্ শতঘ্নৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
অগ্নিচূর্ণ সমাপূর্ণঃ সুরঙ্গো ভীষণঃ কিল।
গুপ্তং রণাজিরঞ্চাস্তে প্রতিচ্যাং পুরতো দিশি ॥
তস্যোত্তরে ক্ষেত্রমেকং ক্রোশমাত্র প্রমাণকম্।
রক্ষিতান্যগ্নি চূর্ণানি তদধস্তাৎ নৃপোত্তম ॥
দক্ষিণস্যাং বলং চাস্তে তত্র পর্ব্বতসম্ভবাঃ।
আমমাংসাসিনঃ সর্ব্বে বলাস্তিষ্ঠন্তি দুর্জ্জরাঃ ॥
পূর্ব্বাস্যাং দিশিচৈবাস্তে দুর্ভেদ্যং দুর্গমদ্ভুতং।
ফেরঙ্গবলিভিঃ সম্যক্ রক্ষিতং কুটযোদ্ধৃভিঃ ॥
গজবাহাযুতাঃ সন্তি পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিতাঃ।
উত্তরদ্বারি তিষ্ঠন্তি সাশ্ববাহঃ সপত্তয়ঃ ॥
তিষ্ঠন্ত্যযুতসংখ্যাস্তু প্রাচ্যামপি তথৈবচ।
রক্ষিণো বঙ্গজাবীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥
ঢালিনো হি মধ্য কক্ষে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
নানাস্ত্র কুশলাঃ সর্ব্বে সংরক্ষন্তি যশোহরং ॥
পুরকুট্যান্তরং ক্ষেত্রং নৈর্ঋতেয়ং প্রপশ্যসি।
তত্রসৈন্যং সমা[illegible] ব্যূহং রচয় সত্বরং ॥
মানসিংহ স্তুতো [illegible]ঃ কচুরায়শ্চ বীর্য্যবান্।
আজগাম রণক্ষেত্রং চতুরঙ্গবলৈঃসহ ॥

স্থা নাবিরচয়ামাস ব্যূহং তত্রার্দ্ধচন্দ্রকং।
সৈনিকাঃ স্থাপয়ামাস বৈর্য্যাক্রমনহেতবে॥
ব্যূহস্য দক্ষিণে তস্থুশ্চাশ্ব বাহাসপত্তয়ঃ।
রথালীকাশ্চ বামে গজবাহস্তু সম্মুখে॥
পৃষ্ঠে মহারথাঃ সর্ব্বে পার্শ্বয়োশ্চাপযোধয়ঃ।
তেষাং পৃষ্ঠে সমুত্তস্থুঃ ক্ষুদ্রনালিকধারিণঃ॥
খড়্গশূল গদাপাশশক্তিতোমর ধারিণং।
যথাস্থানং সমাবেশং কৃতবান্ ভীমবিক্রমঃ॥
পৃতনাদি বলাধীশমনীকিনী পতিস্তথা।
পতিসেনা মুখান্ গুল্মাসৈন্যানাং নায়কানপি॥
দৃষ্টঃ স বাদকৈশ্চৈব পাত্রমিত্রাদিভিঃ সহ।
স্থাপয়ামাস শস্ত্রজ্ঞ যথাস্থানং নরাধিপঃ॥
মানসিংহ ব্যূহস্যাগ্রে মধ্যদেশে তু রাঘবঃ।
পৃষ্ঠে চবামিরান্ সর্ব্বে বাহিনী পতয়স্তথা॥
এতে বলবতাং শ্রেষ্ঠো নানাস্ত্র কুশলাস্তদা।
যথাস্থানং সমাসাদ্য রণভূমাবুপস্থিতাঃ॥
জয়োঽস্তু মানসিংহস্য দিল্লীশস্য জয়স্তথা।
ইত্যেবং গর্জ্জয়ামাসু ঘোররাবৈশ্চ সৈনিকাঃ॥
কালিকা পূজনার্থায় বঙ্গাধিপস্ততপরং।
পূজোপকরণৈঃ সার্দ্ধং দেব্যা মন্দিরমাযযৌ॥
অর্চ্চয়িত্বা মহামায়াং বিধিনা ভক্তিপূর্ব্বকং।
তুষ্টাবাপদনাশার্থং শিবাং মহিষমর্দ্দিনীং॥

নমো শঙ্করকান্তায়ৈ দুর্গায়ৈ তে নমো নমঃ।
নমো দুর্গতি নাশিন্যৈ মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ॥
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি।
ত্বৎপাদ শরণং যামি রক্ষমাতর্যশোহরং॥
ত্বং প্রসন্না ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে।
গিরিজেঽষ্টভুজে মাতর্মহিষঘ্নি ত্রিলোচনি॥
যবনানাং বধং কৃত্বা রক্ষ মাং শরণাগতম্।
বঙ্গেশ্বরস্তবং শ্রুত্বা প্রসন্নোঽভবদম্বিকা॥
মাভৈরিত্যেবমুক্তঃ সন্ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততোলব্ধবরো রাজা প্রবিশ্য শিবিরং দ্রুতম্॥
আজুহাব বলান্ সর্ব্বান্ সমরার্থায় সত্বরং।
সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘু প্রাচ্যপতিস্তথা॥
ফেবঙ্গপতি রুডাখ্যো বিড়ালাক্ষকুলোদ্ভবঃ।
গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ॥
সামন্তো মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতিমল্লজঃ।
দত্তঃ প্রতাপসিংহশ্চ মহারথিগণাধিপঃ॥
এতৈঃ সৈন্যগণৈঃ সার্দ্ধমাজগ্মু র্নৃপসন্নিধিং।
কৃত্বাতু মন্ত্রণাং রাজা যোদ্ধৃভিঃ সহিতং তদা॥
অধাবৎ সিংহনাদেন প্রবিবেশরণাজিরং।
ব্যূহং বিরচয়ামাস খগাখ্যং ভীমদর্শনং॥
তত্র সংপ্রেষয়ামাস নিযোদ্ধুং সর্ব্বসৈনিকান্।
রুডা নৃপাজ্ঞয়া তূর্ণং সার্দ্ধং ফেরঙ্গ সৈনিকৈঃ॥

আক্রম্য ব্যূহপার্শ্বঞ্চ নিজঘানামিরান্ দশঃ।
দণ্ডঃ প্রতাপসিংহোঽপি স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ॥
আগত্য বামকক্ষে চ ছেদয়ামাস সৈনিকান্।
সূর্য্যাকান্তোমহাশূরশ্চতুরঙ্গ বলৈঃ সহ॥
আক্রম্য মানসিংহঞ্চ চকার ঘোরসংযুগং।
অদ্ভুতং কৌশলং দৃষ্ট্বা মানসিংহো মহাবলী॥
বিস্ময়ং তত্র সম্প্রাপ্য মহাক্রোধন্বিতোঽভবৎ।
কোপেন যুযুধে শূরঃ কালান্তকযমোপমঃ॥
বিপক্ষান্ বারয়ামাস স্বসৈন্যৈস্তু মহারুষা।
কৃত্বাঽথ তুমুলং যুদ্ধং পরস্পরজয়ার্থিনৌ॥
চক্রুঃ শরজালঞ্চ মহাঘোরতরং তদা।
নালীকেভ্যো বর্ত্তুলানি চাপেভ্যশ্চশরাস্তথা॥
নিপেতুঃ সৈন্যগাত্রেষু সমাচ্ছাদ্য রণস্থলং।
বঙ্গীয়া জবলাঃসর্ব্বে দিব্যসন্ধানপূর্ব্বকং॥
লীলয়া ছেদয়ামাস মানসিংহস্য সৈনিকান্।
সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ সেনানী সদৃশো রণে॥
সৈন্যং দশ সহস্রংস্তু জঘান বলিনাং বরঃ।
তূর্ণং কুড়াস্ততঃ পৃষ্ঠাৎ সার্দ্ধং সৈন্যৈ র্মহাবলঃ॥
মানসিংহং সমাক্রম্য কালকেয়ো সঘোরণে।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা কূটযুদ্ধবিশারদঃ॥
বিংশ সহস্রসৈন্যঞ্চ জঘানাথাবলীলয়া।
মানসিংহস্তথা দৃষ্ট্বা বলং নষ্টং মহাযুধি॥

আমিরান্ প্রেষয়ামাস দশ হাবসী বলৈঃ সহ।
স্থূলৌষ্ঠাস্তে কৃষ্ণবর্ণাঃ শূরাশ্চ বিকৃতাননাঃ ॥
ভীষণা রক্ষসাং তুল্যাঃ সর্ব্বেঃ কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
ক্রুড়াং প্রতি যোধাবন্ যুক্তশক্তা যমোপমাঃ ॥
ভল্লান্যস্ত্রাণি বিক্ষেপুর্জ্জ্বলিতা মুহুর্মুহুঃ।
চমূভঙ্গং ততঃ কৃত্বা নিজঘ্নুস্তে বহূন্ বলান্ ॥
পৃথ্বীং সংপ্লাবয়ামাস শূরাঃ সৈনিকশোণিতৈঃ।
রাজপুত্রসৈন্যগণাঃ যুদ্ধে বিংশসহস্রকাঃ ॥
গাজিনা রক্ষিতাঃ সূর্য্যকান্তং চক্রমিরে তদা।
তীক্ষ্ণান্যস্ত্রানি সংগৃহ্য বিক্ষেপুস্তে মুহুর্মুহুঃ ॥
চমূভঙ্গং ততঃ কৃত্বা নিজঘ্নুস্তে বহূন্ বলান্।
লীলয়া ছেদয়ামাস বলানযুত সংখ্যকান্ ॥
ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং সর্ব্বে সংগ্রামে বঙ্গসৈনিকাঃ।
তানেব বারয়ামাসুর্দ্দিব্যাস্ত্রেণ পুনঃ পুনঃ ॥
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
যশোহরং সমারক্ষ যবনেভ্যঃ পরস্পরং ॥
ইত্যুক্ত্বা রিপুভিঃ সার্দ্ধং যুযুধুর্ভীমবিক্রমঃ।
জঘ্নুস্তেহপগণানীকং তীব্রঘাতেন লীলয়া ॥
বভূব সমরং ঘোরং মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ।
নিজঘ্নু রাজপুত্রাশ্চ সৌক্ষ্মা বঙ্গামহাবলাঃ ॥
সূর্য্যকান্তো মহাশূরঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ।
পাতয়ামাস গাজিঞ্চ অসিঘাতেন ভূতলে ॥

তুরুষ্কাঃ বিংশসাহস্রা মামুদেন বিচালিতা।
...দর্পেণ সমাগম্য প্রতাপস্যান্তিকে তদা॥
...হীত্বা ক্ষুদ্রনালীকাং ববর্যুর্বর্ত্তুলানি চ।
...থনঃ পঞ্চ সাহস্র্যাং নিজঘ্নুস্তে রণাঙ্গিরে॥
...ধাবংস্তে ততস্তূর্ণং বঙ্গসেনাপতিং প্রতি।
...চক্রং ঘাতয়ামাস দিব্যৈরস্ত্রপ্রহারণৈঃ॥
দৃষ্ট্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ।
...াল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ প্রলয়াগ্নি সমোবলী॥
পার্ব্বতীয়গণৈঃ সার্দ্ধং ঢালিভিশ্চাপি সত্বরং।
...সিংহং মহাবীরং চক্রমে শমনোপমঃ॥
চ...াসি ফলকৈঃ সার্দ্ধং পার্ব্বতীয়গণাস্তথা।
বি...বিশুর্ব্যূহ মধ্যে তু গর্জ্জয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ॥
যু...ত্তা মহাশূরা আমমাংসপ্রিয়া সদা।
ঘোরাঃ শোণিতভোক্তাশ্চ দুর্জ্জয়া রণ দুর্ম্মদা॥
বি...বার্য্যারিসন্ধানং চর্ম্মণামিততেজসঃ।
চিচ্ছিদুঃ খড়্গাঘাতেন মানসিংহস্য সৈনিকান্॥
জয়েতি নিনদৈঃ সর্ব্বৈঃ হুঙ্কারশ্চ পুনঃ পুনঃ।
কম্পয়িত্বা রিপুগণান্নৃতুস্তে রণাঙ্গিরে॥
পৃথক্ ভূত্বা ক্বচিৎ সর্ব্বে সমবেতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
কদাচিৎ বামতো গত্বা কদাচিচ্চৈব দক্ষিণে॥
ব্যূহমধ্যে কদাস্থিত্বা ভূত্বা দৃশ্যা অপি ক্বচিৎ।
গত্বা বীরাঃ ক্বচিৎ দূরং কদাচিচ্চ সমীপগাঃ॥

অদ্ভুতং সমরং চক্রু রিপুসৈন্যগণৈঃ সহ।
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মানসিংহো ভয়ং যযৌ ॥
দেবী যুদ্ধে যথা ভূতাঃ পিশাচা ভৈরবাদয়ঃ।
অসুরান্ ঘাতয়ামাসুর্নন্বতুস্তে যথা রণে ॥
তথৈব চরণাঘাতৈ র্মুষ্ট্যাঘাতৈ-স্তথাভৃশং।
খড়্গ চর্ম্ম প্রহারৈস্ত সমাজঘ্নু র্বহূন্ বলান্ ॥
পঞ্চবিংশসহস্রাণি সৈন্যানাং বিনিহত্য চ।
হসন্তো নৃত্যয়াঞ্চক্রু রণোন্মত্তা স্তদাহবে ॥
ঢালীনস্তু ততঃ সর্ব্বে মদনেনাভিরক্ষিতাঃ।
অধাবন্ ভীমনাদেন জয়পুরেশ্বরং প্রতি ॥
তস্যান্তিকে সমাগত্য সংযুক্তা ঋজু সর্পিভিঃ।
চিচ্ছেদুর্ব্বাহনং তস্য কুঞ্জরং ঘোরদর্শনং ॥
উল্লম্ফনেন নৃপতিঃ পপাত ধরণীতলে।
মহাবাহু র্মহাশূরঃ সর্ব্বশস্ত্র ভৃতাংবরঃ ॥
খড়্গমেকং সমাদায় তীক্ষ্ণং সূর্য্যসমপ্রভাং।
জঘান ক্ষিপ্র হস্তোসৌ ঢালিনং সুবহূন্ রণে ॥
দৃষ্ট্বা চ বিপদং ঘোরং হাহাকার রবৈস্তদা।
বঙ্গ সেনাপতিং ত্যক্তা সৈন্যপা মামুদাদয়ঃ ॥
মানস্য প্রাণ রক্ষার্থং জগ্মুঃ সন্ত্রস্তমানসঃ।
ত্যক্তা প্রাণভয়ং বীরাশ্চক্রু র্ঘোরতরং রণং ॥
সূর্য্যকান্তস্তথা রুডা প্রতাপশ্চৈব বীর্য্যবান্।
তেষামনু প্রধাবন্তো ববৃষু র্বিবিধায়ুধং ॥

প্রলয়াগ্নিসমানানি ববর্ষুর্বর্ত্তুলানি চ।
ধূমৈঃ পরিবৃতং সর্ব্বং স বভূব রণস্থলম্ ॥
তে সর্ব্বে কুট যোদ্ধারো মামুদেনাভিরক্ষিতাঃ।
সৈন্যান্যযুতসংখ্যানি নিজঘ্নু রণদুর্ম্মদাঃ ॥
ততঃ প্রতাপসিংহশ্চ নিন্যুস্তত্র যমক্ষয়ং।
দৃষ্ট্বৈতৎ বঙ্গজাবীরাবভূবুর্বিমুখা রণে ॥
সৈন্য ভঙ্গং সমালোক্যং রুডা স্ববলসংযুতঃ।
বারয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ মাভৈর্মাভৈর্গদন্নিদম ॥
নাসীৎ দিগ্বিদিশাং ভেদো-ঘাতয়ামাস সৈনিকান্।
মামুদঞ্চ বলাধীশং শেলঘাতেন চাবধীৎ ॥
তু রক্ষান্ দশ সাহস্রান্ বিনিহত্যাবলীলয়া।
সন্নিধৌ মানসিংহস্য সবীরোদ্রুতমভ্যগাৎ ॥
মামুদং হতমালোক্য মানো দুঃখেন পীড়িতঃ।
রুডামাক্রম্য বলিভির্হাবসী সৈন্যং সমাবৃতঃ ॥
রাজপুত্রৈরপগণৈর্দ্দশভিশ্চাসিরৈর্যুতঃ।
রুডা সৈন্যগণান্ শূরো নিজঘান বহূন্ রণে ॥
প্লাবিতা প্রাভবৎতত্র কাশ্যাপী সৈন্যশোণিতৈঃ।
ততোযুদ্ধমভূদ্ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণং ॥
মদনঃ সূর্য্যকান্তশ্চ শঙ্করশ্চ তথা রঘু।
এবং দৃষ্ট্বা তু তে বীরা রুডা সন্নিধিমায়যুঃ ॥
মানং প্রত্যযুধান্যেতে রুষা শস্ত্বং প্রচিক্ষিপুঃ।
চিচ্ছিদুস্তং বলান্ তত্র বলিনো ঘোরসংযুগে ॥

হাবসী সেনা স্ততস্তূর্ণং ব্যূহান্নির্গত্য দুর্জ্জয়াঃ।
প্রাংশু বঙ্গ সৈন্যেষু মমন্থুস্তানি গর্ব্বিতাঃ ॥
গর্জ্জয়িত্বা মুহুঃসর্ব্বে মহাকারা মহাবলাঃ।
ভল্লাস্ত্রৈর্ঘাতয়ামাস বঙ্গজানযুতার্দ্ধকান্ ॥
তেঽপিকৃত্বা মহদ্যুদ্ধং বাণখড়্গাদিভি স্ততঃ।
প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসু হাব্সী সৈন্যং মহাবলং ॥
মদনেন হতা কেচিৎ শঙ্করেন তথাপরে।
রুদ্র রঘু হতাঃ কেচিৎ সূর্য্যকান্তেন চাপরে ॥
হাব্সাখ্যা দশসাহস্রা ভীষণা রাক্ষসোপমাঃ।
কৃত্বাতু তুমুলং যুদ্ধং নিপেতুস্তে রণাজিরে ॥
রাজপুত্রা যুতৈঃ সার্দ্ধং তথৈবাপ গণৈঃ সহ।
তুরঙ্গ দশসাহস্রৈঃ সংবৃতো মানসিংহকঃ ॥
দৃষ্ট্বৈতৎ ক্রোধ সন্তপ্তঃ প্রাবধৎ বঙ্গসৈনিকান্।
অবধীদ্দশসাহস্রং প্রাচ্য সৈন্যং মহাবলী।
বঙ্গাধীশং ততোধাবৎ সিংহং সিংহো যথারণে ॥
মানসাগত মালোক্য সূর্য্যকান্ত বলৈঃ সহ।
কৃত্বা ঘোরতরং যুদ্ধং রোধয়ামাস তদ্গতিং ॥
পার্ব্বত্যৈঃ ঢালিভিঃ সার্দ্ধং প্রতাপোঽপি মহীপতিঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন মানসিংহবধেচ্ছয়া ॥
সর্পাস্ত্রানি বিনিক্ষিপ্য ঢালিনো যুদ্ধকৌশলাঃ।
চিচ্ছিদুস্তস্য চক্রঞ্চ পত্তীংশ্চৈব তথা বহূন্ ॥
পার্ব্বতীয় বলশ্চাপি খড়্গাচর্ম্মাদিভিঃ সহ।

শক্র ব্যূহং সমাবিশ্য চক্রু র্ঘোরতরং রণং ॥
কৃত্বা সর্ব্বেঽদ্ভুতং যুদ্ধং ঘাতয়িত্বামিরান্‌দশ।
সৈনিকান্ পাতয়ামাসুস্তস্মিনযুত সঙ্খ্যকান্ ॥
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মানং প্রাপ্য ভয়ং তদা।
চক্রে স্বপ্রাণ রক্ষার্থং রণং ত্যক্ত্বা পলায়নম্ ॥
সন্ধ্যা সমাগতং দৃষ্ট্বা বঙ্গাধীশো মহাবলঃ।
বাদয়ন্ বিজয়ং বাদ্যং স্বীয়মন্দির মাযযৌ ॥
কৃত্বা দেবং নমস্কৃত্য সায়ং সন্ধ্যা মুপাস্য চ।
দ্যূতক্রীড়া চকারাসৌ পাত্র মিত্রাদিভিঃ সহ ॥
ভিক্ষার্থ মগমত্তত্র বৃদ্ধৈকা চির দুঃখিতা।
প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাক্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ
তস্যা ঘোর ধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়মানোনরাধিপঃ ॥
অনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদয়াস্যাস্তনদ্বয়ম।
ধৃত্বাঘাতী ততো বৃদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎ ধৃতম ॥
অছিদদ্দুর্ম্মতিস্তস্যাস্তনে খড়্গেন তৎক্ষণাৎ।
দ্যূতক্রীড়াং পরিত্যজ্য গত্বা রাজা স্বমন্দিরম্ ॥
সুখেনোপবসদ্রাত্রৌ হৃষ্টঃ স্বান্তঃ পুরাজিরে।
স্ত্রীভিশ্চরত্নদণ্ডেন চামরেনাথ বীজিতঃ ॥
ক্রীড়য়মাস তত্রৈব মহিষ্যা সহ ভূপতিঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র যুবত্যেকা মনোরমা ॥
কোমলাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ রূপাঢ্যাদিব্য দর্শনা।
বিম্বৌষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ ভাবিনী চোন্নতস্তনী ॥

কমনা কামজপ্যাচ কুন্তলোজ্জলমস্তকা।
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী মত্তবারণগামিনী॥
চারুহাসা শুভ্রদংষ্ট্রা ষোড়শী মোহদায়িনী।
দিব্যবস্ত্রপরিধানা গৌরাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা॥
অতর্কিত মুপায়াতা প্রতাপাদিত্যসন্নিধৌ।
অভিবাদ্য চ রাজানমুবাচ বিনয়ান্বিতা॥
বঙ্গাধিপ মহারাজ দরিদ্রানাঞ্চ পালক।
ব্রহ্মবংশোদ্ভবানাথা দুঃখার্ত্তাহহমুপাগতা॥
ভিক্ষ্যন্তে প্রার্থয়াম্যত্ত দেহি দেহি নরাধিপ।
মধ্যুরানান্নরাধীশোহতচিত্তোহতি বিহ্বলঃ॥
তস্যা বচনমাকর্ণ্য তামুবাচ মহদ্রুষা।
মমাগ্রে কাপি দুষ্টে ত্বং ভাষিতুং কিংন লজ্জসে॥
কস্মাদ্ ঘোর তমস্বিন্যাং কেলিমন্দীরমাগতা।
ইদং জানামি ভিক্ষার্থং নাগচ্ছেৎ ভিক্ষুকো নিশি॥
ধর্ম্মমধ্যরাত্রৌ ত্বং কথং চরসি পাপিনি।
পতি পুত্র গৃহাদীনি ত্যক্তা কামেন বিহ্বলা॥
ভিক্ষা ছল মুপাশ্রিত্য ভ্রমসি ত্বং যথেচ্ছয়া।
মন্যে ত্বাং ধর্ম্মতো ভ্রষ্টাং গচ্ছ গেহাদ্ দ্রুতংমম॥
নোচেদ্ ধ্রুবং প্রদাস্যামি তুভ্যং সমুচিতং ফলম্।
দুশ্চরিত্রাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা কৃত্বালাপতয়াসহ॥
পুমান্ ধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যেত প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ।
গচ্ছ গচ্ছ ততস্তূর্ণং স্বস্থানং মমরাজ্যতঃ॥

তামেব ক্রোধতাম্রাক্ষো বঙ্গেশোঽ কথয়ৎ পুনঃ।
ভূপবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ প্রহৃষ্য সা॥
স্থিতাহং শক্তিরূপেন সর্ব্বভূতেষু নিত্যশঃ।
স্ত্রিয়াঃ শক্ত্যা নভেদোঽস্তি ন হি জানাসি দুর্ম্মতে।
অনাবত্ত ত্বয়া ছিন্নো দরিদ্রায়াশ্চ যোষিতঃ।
পূর্ব্বং কৃতা প্রতিজ্ঞা ভো ত্বয়া সার্দ্ধং মহীপতে॥
ত্যক্ষ্যামি ত্বাং তদা রাজন্ যদা মাং যাহি ভাষসে।
ইত্যুক্ত্বা চ ততো দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
বিচিত্রং নৃপতি দৃষ্ট্বা সমাধিস্থস্ততোঽভবৎ।
ধ্যানাজ্জজ্ঞে ছলনার্থং হি সর্ব্বং মায়া বিচেষ্টিতং॥
জ্ঞাত্বাঽসৌ মৃত্যুমাসন্নং রাজ্যে চ বিপদং তথা।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তা পরোভবৎ॥
জীব নিত্য ইদং যজ্ঞে আবদ্ধ কর্ম্মণা স চ।
তস্মাদ্ধি প্রাপ্নুয়াদ্দেহং দেহান্তরং পুনঃ পুনঃ॥
ভ্রমতে কর্ম্মসূত্রেণ সংসারেষু পুনঃ পুনঃ।
সদসদ্ব্যক্তরূপাণি কর্ম্মণা হি লভেদ্ধ্রুবম॥
স্বর্গ্মোক্ষ নরকাদিস্তু কর্ম্মরূপৈব নিশ্চিতং।
কর্ম্মণা রচয়ামাস ত্রিদিবং নরকং বিধিঃ॥
সৎকর্ম্মাদ্দিবমাখ্যাতং সৎকীর্ত্তিশ্চাপি তৎফলম্।
সৎকীর্ত্তিং স্থাপয়েদ্ যোহি চিরজীবী ভবেৎ স চ॥
দুষ্কর্ম্মং নরকং প্রোক্তং দুষ্কীর্তিস্তৎফলং স্মৃতং।
দুষ্কর্ম্মং স্থাপিতং যেন [illegible] তস্য তদ্ভবেৎ॥

কর্ম্মণো জীবনং শাস্ত্রং ধর্ম্মদেহ উদাহৃতঃ।
সদ্গুণাং শ্চেন্দ্রিয়ান্যাহ তস্যাত্মা জীব উচ্যতে॥
অনিত্য দেহভোগার্থং ধর্ম্মস্ত্যক্তং ময়া কথম্।
শত্রোর্দাস্যং কথং কার্য্যং রাজধর্ম্ম বিহায় চ॥
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং পশ্যামি জগতো যদা।
ত্যক্ষ্যামি জীবনং চাস্য রণং কৃত্বা রণাজিরে॥
কৃত্বা স্থিরমিদং গত্বা ভূপতির্যোগ মন্দিরে।
প্রবিশ্য মনসা তত্র সমাধিস্থস্ততোঽভবৎ॥
মাহং পরাজিতো ভূত্বা সমরে রিপুভিস্তথা।
কিং কর্ত্তব্যং ময়েদানীমিতি চিন্তা পরোঽভবৎ॥
ততোঽসৌ মন্ত্রণার্থায় আনয়ামাস রাঘবম্।
অকথদ্ দুঃখ সন্তপ্তো রাঘবায় নৃপোত্তমঃ॥
কৃত্বা চ সমরং ঘোরং যবনেন সহ ধ্রুবম্।
কাবুলশ্চ ময়াজিতো দক্ষিণাপথমেব চ॥
মদীয়াস্য প্রভাবেন কম্পিতো ভারতঃ সদা।
অহং পরাজিতো বঙ্গে কর্ম্মদোষেণ কেবলম্॥
অক্ষৌহিণ্যর্দ্ধসৈন্যঞ্চ জঘান লীলয়া বলী।
তথা সেনাপতীন্ সর্ব্বান্ প্রতাপাদিত্য ভূপতিঃ॥
নৃপোঽসৌ সমরে প্রাজ্ঞঃ কালান্তক যমোপমঃ।
বীরো হি তং সমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
নিহতা মে প্রধানা যে সৈনিকা স্তেন সংযুগে।
বীরো নাস্তি রথী নাস্তি সেনানী নাস্তি রাঘব॥

মৃত্যুর্ব্বঙ্গেঽপি মে বীর বিধিনা লিখিতং পুরা।
রণে ত্যক্ষ্যামি দেহঞ্চ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং শূরো রাঘবশ্চাপি সাত্ত্বিকঃ।
নীতিসারং হিতং বাক্যং প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ॥
যদুক্তং হি ত্বয়া সত্যং সত্যং বঙ্গাধিপো বলী।
ত্বত্তুল্যঃ সমরে প্রাজ্ঞো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
পিতৃদ্বিট্ পতিতো যশ্চ বিনাদণ্ডেন জীবতি।
ধর্ম্মশূন্যা ভবেৎ পৃথ্বী সৃষ্টিনাশস্তদাভবেৎ॥
কথং চিন্তয়সে রাজন্ ধর্ম্ম হীনা ন চ ক্ষিতিঃ।
ভবিষ্যসি নিশান্তে ত্বং সংগ্রামে বিজয়ী ধ্রুবম্॥
যশোহরেশ্বরী ত্যাক্ষ্য চাগত্য মম সন্নিধিং।
প্রোবাচ কৃপয়া যুদ্ধে বঙ্গাধীশ পতিষ্যতি॥
বৃদ্ধায়াস্তু স্তনদ্বন্দ্বং চিচ্ছেদ মদগর্ব্বিতঃ।
তস্মাত্তং ত্যজতাং দেবী বঙ্গেশং পাপচারিণং॥
মহিমন্বী মহামায়া ঘোররূপা ঘনপ্রভা।
সেনাধিপতি রূপা সা যশোহরসুরক্ষকা॥
তৎ প্রসাদাৎ বভূবাসৌ নৃপতির্ভীম বিক্রমঃ।
তত্যাজ ত্বাং যদা দেবী কাচিন্তা সমরে নৃপ॥
বিস্ময়ং প্রাপ্য মানস্তু শ্রুত্বা রাঘবভাষিতং।
তুষ্টাব বহুধা দেবীং ভক্ত্যা বাষ্পযুতেক্ষণঃ॥
সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মনালপ্রিয়া সতী।
পদ্মালয়া পদ্মবক্ত্রা পদ্মপত্রাভলোচনা॥

পদ্মপুষ্পপ্রিয়া পদ্মা পদ্মপুষ্পবিচারিণী।
পদ্মিনী পদ্মহস্তাচ পদ্মমালা বিভূষিতা ॥
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি।
ত্বৎপদে শরণং যামি জয়ং দেহি বরাননে ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহাস্বধা নমোস্তুতে ॥
মহিষাসুরনির্নাশি মধুকৈটভঘাতিনী।
যশোদেহী জয়ং দেহি শত্রুং জহি জনার্দ্দনি ॥
ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরি।
প্রসন্না ত্বং ভব শুভে মাং রক্ষ ভক্তবৎসলে ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেবী সমাশ্বাস্য নৃপোত্তমং।
দদৌ বরং প্রহৃষ্টা সা বিজয়ী ত্বং ভবিষ্যসি ॥
অথাকাশবাণীঞ্চ শ্রুত্বা মানো নরাধিপঃ।
সমাধিস্থো ভবৎ প্রাণান্ সংযম্য সুস্থমানসঃ ॥
গতানিশাবসানেতু বঙ্গাধিপঃ প্রহৃষ্টধীঃ।
ত্যক্ত্বা পুনঃসমাধিং স দেবী মন্দিরমভ্যগাৎ ॥
বিবিধোপচারৈর্বিধিনা স রাজা ভক্তি সংযুতঃ।
আর্চ্চয়িত্বা মহাকায়াং চকারস্তবমুত্তমং ॥
নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামেজয়দায়িনী।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥
ত্বৎ পাদপঙ্কজাদন্যন্নমেঽস্তি শরণং শিবে।
বিনাশায় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোস্তুতে ॥

তবৈব তৎ জগৎ সর্ব্বং ত্বং পালয়সি সর্ব্বদা।
রক্ষ বিশ্বমিদং মাতর্যবনেভ্যো মহাসুরী ॥
অজ্ঞানাৎ যদিবা মোহাৎ যদি দোষো ময়া কৃতঃ।
ক্ষমস্ব শুভদে কালী ত্বং সুরাসুরবন্দিতে ॥
কাত্যায়নি জগন্মাতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরে শিবে।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সর্ব্বদা ॥
শ্রুত্বা শৈলময়ী দেবী প্রতাপস্য স্তবং তদা।
স্মৃত্বা তস্যাপরাধং সা বিমুখাভূন্মহেশ্বরী ॥
দৃষ্টেবং বঙ্গ ভূপালঃ কৃতাঞ্জলিপুরঃসরঃ।
স্তোত্রং বহুবিধং চক্রে স পুনঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥
অনাদ্যা পরমা বিদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ পরাঃ।
প্রধানপুরুষারাধ্যা প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥
প্রাণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ উত্তমোত্তম ভৈরবী।
উমাচোন্মুক্তকেশী চ সর্ব্বপ্রাণহিতৈষিণী ॥
জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা।
জলরূপা জনস্থা চ জপ্যা জাপকবৎসলা ॥
জাজ্বল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জ্জিতা।
জ্বরাতীতা জগন্মাতা জগদ্রূপা জগন্ময়ী ॥
জঙ্গমা জ্বালিনী জম্ভা জম্ভিনী দুষ্টতাপিনী।
শান্তিশান্তিকরী সৌম্যা সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী ॥
মৃত্যার্থং নহিভীতোঽহং ভক্তক্ষোভনিবারিণী।
শ্রীপাদপঙ্কজে স্থানং বাঞ্ছামি দেহি শঙ্করি ॥

ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং বিপ্র দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দো বভূব সর্ব্বত্র বঙ্গাধিপাশ্রমে তদা॥
নানাবিধানি রত্নানি বস্ত্রানি বিবিধানি চ।
কোষেষু স্বাধিকারেষু স্থিতং যদ্ যদ্ধনং ততঃ॥
পুণ্যার্থায় নরাধিপো ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা।
জগাম সমরং কর্ত্তুং স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ॥
দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরোবর্ত্মনি বর্ত্মনি।
যযৌ তথাপি সমরং কালান্তকযমোপমঃ॥
কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং।
দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্র শ্রাদ্ধান্নভোজিনম্॥
শূদ্রান্নপাচকং শূদ্র-যাজকং গ্রামযাজকং।
বৈদ্যঞ্চ শূকরং গৃধ্রং হিংসকং মুষিকং খল॥
দক্ষিণে চ শৃগালাশ্চ কুর্ব্বন্তু ভৈরবং রবং।
বামাঙ্গ স্পন্দনং তস্য তদা রাজ্ঞো বভূব হ॥
তথাপি রাজা নিঃশঙ্কো যুদ্ধং মেনে সুমঙ্গলং।
সমারুহ্য গজং তূর্ণমাযযৌমানসন্নিধিং॥
প্রোবাচ ক্ষত্রিয়ং ধর্ম্মং যথাশাস্ত্রবিধানতঃ।
অহে রাজেন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ ইক্ষাকুকুলদূষণঃ॥
কথং যবনদাসত্বং করোষি মূঢ়চেতসঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং রণো ধর্ম্মো রণে মৃত্যুন গর্হিতঃ॥
যবনানাং বধার্থায় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃতা।
কথং বিঘ্ন প্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে॥

মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো বঙ্গেশং প্রাহ মানকঃ।
কথং দূষয়সে প্রাজ্ঞঃ কলিং কিং ত্বং ন পশ্যসি ॥
আগম্যতাং ময়াসার্দ্ধং দিল্লীশস্য চ সন্নিধিম্।
সর্বদোষাদ্বিনির্মুক্তশ্চক্রপালো ভবিষ্যসি ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রাজ্ঞঃ ক্রোধেনারক্তলোচনঃ।
প্রোবাচ দেহি মে যুদ্ধং ক্লীবত্বং ভাষসে কথং ॥
যুদ্ধং বিধেহ্যাশু কলিপ্রিয়মহীপতে।
...াস্তু বঙ্গভূপাল যদিচ্ছসি দদামি তে ॥
...ক্ত্বা তৎ সমীপে চ মানঃ সত্বরমাযযৌ।
...জ্ঞাং দদতু ভূপো স্বস্ব সৈন্যং মহাবলঃ ॥
...গা জয় পুরাধিশো যুদ্ধ সজ্জাসমন্বিত।
...ং প্রবর্ত্তে যুদ্ধং কালান্তকযমোপম ॥
রা...ন্মুখংশ্চ তং দৃষ্ট্বা বঙ্গরাজ মহাবলী।
ত...চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং শতসূর্য্যপ্রভাসমং ॥
মা...নোপি শর জালেন বারয়ামাস সত্বরং।
ছি...া বঙ্গশরান্ সর্ব্বান জহাস স পুনঃ পুনঃ ॥
ত...শ্চিক্ষেপ নানাস্ত্রং মহাসন্ধানপূর্ব্বকং।
ঘা...য়ামাস বঙ্গেন্দ্রং মহাশূরং ধনুর্দ্ধরং ॥
বঙ্গাধিপস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রগৃহীতঃ শরাসনঃ।
চিক্ষেপ কোপবিভ্রান্তো ভূষণ্ডিং তোমরাংস্তথা ॥
মানশ্চ শরজালঞ্চ ছিত্বা তু সাবলীলয়া।
চিচ্ছেদ কবচং তস্য শরাসনমতপরং ॥

মূর্চ্ছিতো মানসিংহস্তু পপাত ধরণীতলে।
ততশ্চৈতন্যমাস্থায় প্রগৃহীতোঽসি চর্ম্মণী ॥
বঙ্গভূপং সংজুহাব যুদ্ধার্থায় মহীতলে।
অবরুহ্য গজাত্তূর্ণং খড়্গচর্ম্মসমন্বিতঃ ॥
তদা প্রবর্ত্ততে যুদ্ধং প্রতাপো বীরপুঙ্গবঃ।
ততঃ খড়্গমুপাদায় পূর্ণচন্দ্র প্রভাসমং ॥
অভ্যধাবত্তদা ক্রুদ্ধো জলদগ্নি শিখোপমঃ।
ছিত্ত্বা চর্ম্মাণিঘাতেন মুষ্টি ঘাতেন ভূপতিঃ ॥
মানং নিপাতয়ামাস মহী পৃষ্ঠে মহাবলঃ।
আরুহ্য হৃদয়ংতস্য কালান্তক যমোপমঃ ॥
ততস্তন্নিধনার্থায় বিমলং খড়্গমাদদে।
অতর্কিতমুপায়াতো দৃষ্ট্বৈবং রাঘবো রুষা ॥
অচ্ছিদদ্দক্ষিণং হস্তং প্রতাপস্য সখড়্গকং।
মূর্চ্ছিতো বঙ্গভূপালো নিপপাত মহীতলে ॥
সর্ব্বং তদৈব তদ্দৃষ্ট্বা রণং হিত্বাগমদ্দ্রুতং।
দৃষ্ট্বৈবং সূর্য্যকান্তশ্চ কুমারোপ্যুদয়স্তথা ॥
জহি মানং দ্রুতং গচ্ছমিত্যুবাচ মুহু র্মুহুঃ।
শর জালং ততঃ কৃত্বা মহাঘোরতরং রণে ॥
বিংশ সাহস্র্য সৈন্যানি শত্রুসৈন্যান্যুপাহনৎ।
আযযৌ সমরং কর্ত্তুং দৃষ্ট্বা তৌ রাঘবঃ পুনঃ ॥
সূর্য্যকান্তো জঘানাসৌ শূল ঘাতেন সত্বরং।
উদয়ং সর্পিঘাতেন শর জালেন সৈনিকান ॥

ড়াং মদনমল্লশ্চ সুখশ্চৈবাহনদ্বলী।
জত্বা তু সমরং মান হর্ষেণ মহতাবৃতঃ॥
দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা।
লোহপিঞ্জর মধ্যেতু প্রতাপমবরুদ্ধ চ॥
ত্বরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সিন্নধিং।
পথিমধ্যেভবন্মৃত্যুঃ প্রতাপস্য মহীপতেঃ॥
স্থাপয়িত্বা মহাকির্ত্তীং স জগাম সুরালয়ং।
প্রতাপস্যাপরঃ সুতো মুকুটমণি সংজ্ঞকঃ॥
অভবত্তস্য পুত্রশ্চ রায় রামেশ্বর কৃতী।
ভুলুয়া বাসকো গৌরচরণস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥
পণ্ডিতঃ সর্ব্ব শাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ।

সমাপ্তশ্চায়ংগ্রন্থঃ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

বসন্তরায়ের মৃত্যুর সময় রমানাথ নামক তাঁহার এক পুত্র পূর্ব্বদেশে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। কচুরায়ের রাজ্য প্রাপ্তির পর তিনি যশোহরে আগমন করিলে পৈতৃকবিষয়, রাজা উপাধি, এমন কি গুরু পুরোহিত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। রমানাথ যশোহর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ফতুল্লাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে তথায় অবস্থান করেন। ইহাঁর সন্ততিগণ পরে পুঁড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামভদ্র বসু মহাশয়ের যত্নে পুঁড়া গ্রামে বাস করেন। রমানাথের সন্ততিগণ এক্ষণে পুঁড়া ও খোড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছেন।

বসন্তরায়ের বাসুদেব রায় নামে অপর এক পুত্র বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মধুদিয়া পরগণার মধ্যবর্ত্তী উৎকুল গ্রামে বাস করেন তিনিও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। বাসুদেবের বংশধরগণ বর্ত্তমান কালেও উক্ত স্থানে আছেন।

নিঃসন্তান কচুরায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখর বা চাঁদরায় সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। ইহাঁর সন্ততিগণ এখনও রাজা উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা এক্ষণে খোড়গাছি মাণিকপুর, নুননগর, কাঠুনিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বন্দী হইলে দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণ তাঁহার কয়েকটি পুত্রকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করে। মুকুটমণি নামক অপর এক পুত্র পূর্ব্বদেশে পলায়ন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন, এক্ষণে তাঁহার বংশে কেহই নাই।

বিরাট গুহ
|
নারায়ণ
|
দশরথ
|
ভরত
|
পীতাম্বর
|
শাঁখি
|
তপন
|
শঙ্কর
|
আঁশ
|
গজপতি
|
ছকড়ি
|
রামচন্দ্র

ভবানন্দ	শিবানন্দ	গুণানন্দ
বিক্রমাদিত্য (শ্রীহরি)		জানকীবল্লভ (বসন্তরায়)
প্রতাপাদিত্য		রাঘবাদি পুত্র
উদয়াদিত্য	মুকুটমণি	বিন্দুমতী

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

|

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

|

কাশীশ্বর ন্যায় লঙ্কার

|
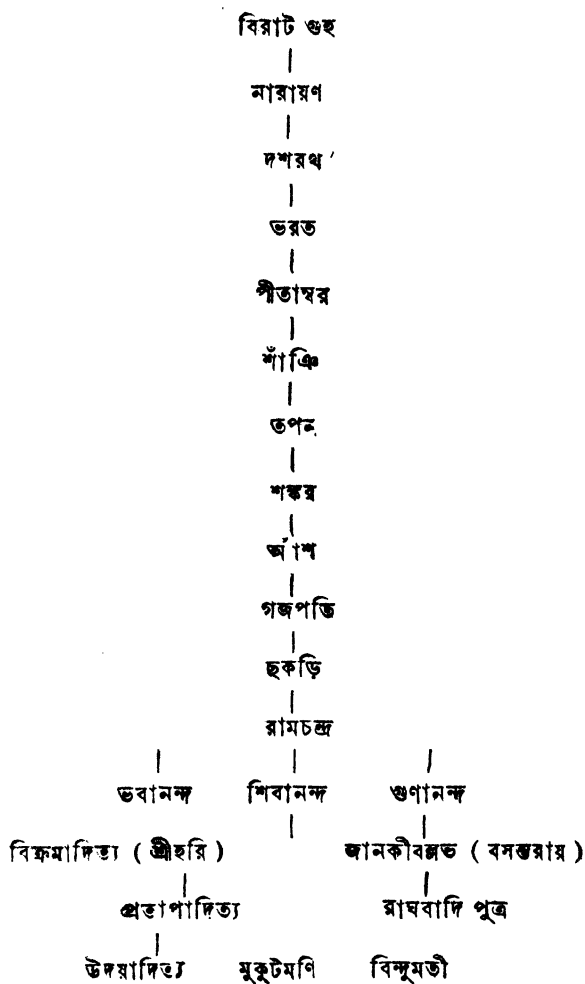
নীলকণ্ঠ ন্যায় বাগীশ (দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন)

|

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়

|

রামকানাই চট্টোপাধ্যায়

|

রামচন্দ্র চট্টোপধ্যায়

|

নবকুমার চট্টোপাধ্যায়

| | | |

কেদারনাথ, ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ, ভুবনেশ্বর, তারাপদ,

(৺ কাশীধাম)

|

সত্যচরণ।

'ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত'

পুস্তকের প্রশংসা পত্র।

মূল্য ১॥০

Pundit Satya Charan Shastri was asked by his father to write a biographical account of Sivaji, the founder of Marhatta greatness. He accordingly travelled for a long time in the Konkan and the Marhatta country, making it a point to visit the scenes of Sivaji's adventures. He knows Marathi, and distinguished Marhatta gentleman supplied him with rare books and documents, throwing new light on the history of Sivaji. and of the remarkable period in which he lived. The Pundit has shown a commendable spirit of original enquiry and research.

Pundit Satya Charan Shastri has given the true Marhatta pronunciation of these historical names, and it is hoped that the Bengali writers of history will take note of this.

Pundit Satya Charan Shastri's treatment of his subject is exceedingly interesting. He has caught the true spirit of a biographer. He knows how to collect facts, and how to collate them. Other writers paint Sivaji either as a warrior or as a politician, but the Pundit very often dwells on his private character as a father, as a son, as a king, as a citizen, and as a Kshatriya warrior.

Pundit Shastri has painted Sivaji's character to the best advantage, and has gone deeper into the subject than his predecessors.

In his work we come to understand, for the first time, what a tremendous energy Sivaji had to put forth in order to conquer and organise his kingdom.

Pundit Satya Charan Shastri places in our hands the materials which will completely absolve Sivaji from the charge of treachery and assassination.

Shastri's biography throws much new light on the social condition of the Hindus.

People interested in Indian antiquities will find much valuable information in the chapter on the Abhisheka of Sivaji, as given in the Shastri's work. With these words we commend Pundit Satya Charan Shastri's excellent book to the public. Calcutta Reveiw.

The author has taken great pains to collect authentic materials for a detailed life of the great Sivaji, the greatest India's pclitical regenerators. He has consulted book in Maharastri, Hindi, Sanskrit, and English—about two scores—and has thus succeded in giving the public a reliable record of the lifework of this great Indian leader. About the style of the author it is elegant. forcible and perspicuous, without losing the majestic movement of the historical diction.

The book breathes throughout a spirit of genuine admiration for the great *Sivaji* which is not in the least sentimental or hysterical as is often the case in biographies. We commend the book to the notice of all patriotic Indians and specially all worshippers of the hero whose life it portrays. *Amritabazar Patrica, 7th November.*

I am glad to bear testimony to the difficult circumstances under which Shastri Satya Churan Chattopadhayay wrote his rough manuscript of the life of Sivaji. The Shastri had to concentrte his mind and do the responsible work of studying and writing the life of a hero like Shivaji, full of incidents and enterprises. He had to learn Marathi to study the literature of his subject. I have a portion of his manuscript read over to me and am extremely satisfied with the way in which the Shastri has acquitted himself.

(S. D. Thakurdas mathuradas.)
Subordinate Judge Bombay.

Mr. Chatterji visited different places to gather materials about the life of Shivaji. He has travelled in the Deccan and Koakan, visited most of the places where Sivaji spent most part of his life and from information thus gathered and with the help of works on the Marhatta history he has completed the life of Shivaji. We have noticed the good work of Mr. Chatterji because we believe a moral can be drawn from

it. Comparatively a Perfect stranger to us, he comes into this part, and gives his time and energy and all his poor resources to a good cause viz. to popularise out greatest hero in Bengali; while there is not a person among us who has devoted his time to write an interesting, exhaustive and authentic life of the great founder of what was afterwards known as the Marhatta Confederacy.

Bombay, 1st April, 1895.
The [illegible]da Prekash.

An authentic and exhaustive life of the famous Mahratta King Sivaji, compiled from original sources. The book is fairly well got up and breathes a spirit of patriotism. It is written in good Bengli. *Calcutta Gazette, 17th June 1896.*

The author has drawn freely on the vast store of Maharatta literature, and his diction is almost faultless. By suplying a recognised want he has laid the reading pnblic under an obligation.

Englishman 24-12.

শাস্ত্রীমহাশয় শিবাজীর অভ্রান্ত জীবনী সংগ্রহ করিতে যে যত্ন ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তবিকই গৌরবের কথা। বঙ্গনিবাসী।

হিন্দু মাত্রেরই শিবাজীর জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। শাস্ত্রীমহাশয় উপস্থিত জীবন চরিত সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট পরি-

শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শিবাজীর লীলাক্ষেত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তকের ভাষাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। হিন্দুরঞ্জিকা।

গ্রন্থকার এই জীবন চরিত লিখিয়া দেশের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। ইংরাজী ইতিহাসে শিবজীর জীবন চরিত পাঠে প্রভেদ বিস্তর। আমরা সকলকেই ইহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাঁকুড়াদর্পণ।

গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস, সারগ্রাহী শিক্ষিত বঙ্গ সমাজ সমাদর পূর্ব্বক এই পুস্তক প্রচারের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। স্বদেশ ভক্ত শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী।

আশা করি মহারাষ্ট্র বীরের এই সুন্দর জীবনচরিত বঙ্গ দেশের গৃহে গৃহে অধীত হইবে। গ্রন্থকারের বিশেষ গুণ এই, তিনি ইংরেজী ইতিহাস অনুবাদ করেন নাই। তিনি নিজে বহু পরিশ্রমে উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া শিবাজীর জীবনের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। চারুমিহির।

আজ আমরা শিবাজীর একখানি প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এরূপ নির্দ্দোষ চিত্র ইহার পূর্ব্বে আমরা আর দেখি নাই। বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী এ চিত্র সৃজন করিয়াছেন। সত্যচরণ বাবুকে আজ আমরা শত ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা আমরা সচরাচর আজ কাল বাঙ্গালির ভিতর দেখিতে পাই না। সত্যচরণ বাবুর শিবাজীর

জীবনী দেখিয়া আমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে আশা শূন্য হইতে পারি না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আকাশ চির-অন্ধকার থাকিবেনা। যাঁহাদের আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয়, তাঁহারা সত্যচরণ বাবুর পুস্তক পাঠ করুন। পুস্তক খানি বড়ই মূল্যবান। বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহা একবার পাঠ করা উচিত। আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের সময়ের অপব্যবহার হইবে না। বরং পাঠে তাঁহারা সবিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী।

শাস্ত্রী মহাশয় মহারাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়া, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে এই জীবন বৃত্তান্তের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, শিবাজীর লীলাক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ সুপ্রসিদ্ধ রাণাড়ে প্রভৃতির নিকট হইতে তত্ত্ব-সংগ্রহ ও মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন, ইহাতেও এ পুস্তক যদি সুন্দর ও সুখপাঠ্য না হয়, তাহা হইলে আর কিসে হইবে? বস্তুতঃ এই পুস্তক পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তকের প্রচারে বঙ্গ ভাষার পুষ্টি সাধন হয়, একথা বলাই বাহুল্য। হিতবাদী।

হাইকোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন।

শিবাজীর জীবন বৃত্তান্ত হিন্দু মাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য, এবং সেই বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিবার জন্য আপনি যে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

দেওয়া আমদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক গ্রন্থের যেরূপ অভাব তাহাতে এরূপ পুস্তক আদর উৎসাহ পাইবার বিশেষ যোগ্য।

এখানি মহারাষ্ট্রবীর, শিবাজীর জীবনচরিত। শাস্ত্রী মহাশয় এ জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে বহুপরিশ্রম করিয়াছেন, নানা স্থান হইতে বহু বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। এহেন ব্যক্তির জীবনচরিত হিন্দুর পাঠ করা উচিত। এগ্রন্থের আদর প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব। বঙ্গবাসী।

মহারাষ্ট্র হইতে অনুবাদ।

এই পুস্তক যতদূর প্রমাণিক হইতে হয় তাহা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যবসায় অনুকরণীয়। এই বঙ্গীয় ভক্ত আমাদিগের মহারাষ্ট্রীয় বীরের পরিচর্য্যায় যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি।

বড়োদাবৎসল।

ইংরাজ ও মুসলমান ইতিহাস লেখক শিবাজিকে দস্যুরূপে বিচিত্র করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শিবাজি যে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন বীরপুরুষ, রাজনীতি ও সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যাইবে। এই গ্রন্থ প্রাণ মুগ্ধকর বীরত্ব কাহিনীতে পরিপূর্ণ—আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঞ্জীবনী।

শাস্ত্রী মহাশয় বহুবিধ গ্রন্থ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এই অপূর্ব্ব রত্ন তুলিয়া বঙ্গভাষার মস্তকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, যত্ন, গবেষণা, অধ্যবসায় অর্থ ব্যয় সব সার্থক হইয়াছে, আমরা মনেকরি। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর তেজস্বিনী।

এই বীরের জীবনী লিখিতে ভাষার যে যে গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীর প্রভূত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই অধঃপতিত বাঙ্গালারঘরে ঘরে পুণ্যশ্লোক, ক্ষণজন্ম মাতৃভূমির গৌরব শিবাজীর এই জীবন কাহিনী আধিত পঠিত এবং অনুকৃত হউক আমাদের ইহাই এক মাত্র প্রার্থনা। নব্যভারত।

শাস্ত্রী মহোদয় হিন্দুকুল গৌরব মহাবীর ছত্রপতি শিবাজীর বিশুদ্ধ জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। লেখক এই অমর বীরের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া নিজে অমর হইবার উপায় করিয়াছেন। এই পুস্তক হিন্দুদিগের অতি আদরের ধন ভরসা করি ইহা হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে নব পঞ্জিকা তুল্য আদরের সহিত সুরক্ষিত হইবে।

সম্বলপুর হিতৈষিণী।